তাকবিয়াতুল ঈমান

শাহ ইসমাঈল শহীদ (র)

তাকবিয়াতুল ঈমান

শাহ ইসমাঈল শহীদ (র)
অনুবাদ ঃ মুহাম্মাদ মোজাম্মেল হক

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

www.pathagar.com

প্রকাশনায়
এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার
পরিচালক
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২

আঃ প্রঃ ২৯২

১ম প্রকাশ

মহররম	১৪২৩
বৈশাখ	১৪০৯
এপ্রিল	২০০২

বিনিময় ঃ ৬৫.০০ টাকা মাত্র

মুদ্রণে
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

TAKBIATUL IMAN by Shah Ismail Shahed (R). Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka 65.00 Only.

www.pathagar.com

অনুবাদকের কথা

বালাকোটের ময়দানে সাইয়েদ আহমদ বেরলভীর সাথে শাহাদাত বরণকারী মর্দে মুজাহিদ শাহ ইসমাঈল শহীদ (র) ছিলেন আল্লাহর পথের সৈনিক। উপমহাদেশে ইসলামকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে তৎকালীন ইসলামী আন্দোলনে শরীক হয়েছিলেন তিনি। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য গোটা উপমহাদেশ জুড়ে গড়ে উঠেছিলো মুজাহিদ আন্দোলন। কিন্তু এ আন্দোলনের সাফল্যের পথে প্রধান বাধা ছিল চারটি। বৃটিশদের শাসন দণ্ড, হিন্দুদের মুসলিম বিদ্বেষ, শিখদের মুসলিম নির্যাতন এবং মুসলিমদের ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা। এ পরিস্থিতি সামনে রেখেই সাইয়েদ আহমদ বেরলভী (র) তার সহগামী মুজাহিদদের নিয়ে জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন।

এ পরিস্থিতিতে লক্ষ্য অর্জনের জন্য মুসলমানদের মনে জেঁকে বসা শিরক বিদআত ও অইসলামী আকীদা-বিশ্বাস দূর করতে শাহ সাহেব লেখনী ও ধারণ করেন। উর্দু ভাষায় লিখিত তাঁর গ্রন্থ "তাকবীয়াতুল ঈমান" এ উদ্দেশ্যেরই ধারক। শিরক, বিদআত ও নানা রকম অইসলামী আকীদা-বিশ্বাসের বিরুদ্ধে অত্যন্ত জোরালো ভাষায় কুরআন ও হাদীসের আলোকে এ গ্রন্থে আলোকপাত করা হয়েছে। বাংলা ভাষী পাঠকদের জন্য গ্রন্থখানি অত্যন্ত উপকারী হবে এ দৃঢ় বিশ্বাস নিয়েই আমি তা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করলাম। আধুনিক প্রকাশনী কর্তৃপক্ষ বইখানা প্রকাশনার দায়িত্ব গ্রহণ করে যথাযথ ভূমিকা পালন করেছেন। মহান আল্লাহ গ্রন্থখানি কবুল করুন। আমীন।

—মুহাম্মাদ মোজাম্মেল হক
অনুবাদক
২৭ মার্চ, ২০০২ ইং

www.pathagar.com

সূচীপত্র

অনুবাদকের কথা	৩
ভূমিকা	৯
শিক্ষালাভ	৯
সাইয়েদ সাহেব (রহ)-এর বাইয়াত	১০
হজ্জ যাত্রা	১১
জিহাদের আহ্বান	১২
হিজরত	১৩
জিহাদ	১৩
জীবনের কতিপয় দিক	১৪
কোনো উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি ?	১৬
সন্তান	১৬
রচনাবলী	১৭
তাকবিয়াতুল ঈমান গ্রন্থের কাহিনী	১৮
গ্রন্থের বিশেষ বৈশিষ্টসমূহ	১৯
যত্ন ও অযত্নের বিপরীত ধর্মী দৃশ্য	২০
জরুরী কাজ	২১
বর্তমানকাল	২২
তাকবিয়াতুল ঈমানের বিন্যাস	২২
তাকবিয়াতুল ঈমানের বিভিন্ন কপি	২৩
বিন্যাস নীতি	২৪
শেষ নিবেদন	২৫
প্রারম্ভিক কথা	২৭
হামদ ও সালাত	২৭
বান্দা ও বন্দেগী	২৭
যুগের অবস্থা	২৭
সর্বাপেক্ষা উত্তম পথ	২৭
দীন ইসলামকে বুঝা কঠিন নয়	২৮
রাসূল কেন এসেছেন ?	২৮
চিকিৎসক ও রোগীর উদাহরণ	২৯
তাওহীদ ও রিসালত	২৯

www.pathagar.com

তাকবিয়াতুল ঈমান রিসালা	৩০
তাওহীদের বর্ণনা	৩০
ঈমানের দাবী ও শিরকমূলক কাজ	৩১
কুরআনের সিদ্ধান্ত	৩১
আল্লাহ ছাড়া কেউ শক্তিমান নেই	৩২
আল্লাহ ছাড়া কোনো সাহায্যকারী নেই	৩৩
আল্লাহ ছাড়া কোনো আশা পূরণকারী নেই	৩৩
শিরকের তাৎপর্য	৩৪
দ্বিতীয় অধ্যায়	৩৬
শিরকের প্রকারভেদ	৩৬
১-জ্ঞানের ক্ষেত্রে শিরক	৩৬
২-ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে শিরক	৩৭
৩-ইবাদাতের ক্ষেত্রে শিরক	৩৭
৪-দৈনন্দিন কাজকর্মে শিরক	৩৮
তৃতীয় অধ্যায়	৪১
শিরকের অকল্যাণ ও তাওহীদের কল্যাণকারিতা	৪১
শিরক ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ	৪১
শিরকের উদাহরণ	৪১
শিরক সবচেয়ে বড় দোষ	৪২
কেবলমাত্র তাওহীদই নাজাতের পথ	৪৩
আল্লাহ তাআলা শিরকের প্রতি বিমুখ	৪৩
সৃষ্টির সূচনাতেই তাওহীদের স্বীকৃতি	৪৪
শিরক কোনো প্রমাণ হতে পারে না	৪৬
ভুলে যাওয়ার যুক্তি গৃহীত হবে না	৪৭
রাসূলগণ এবং আসমানী কিতাবসমূহের বুনিয়াদী শিক্ষা	৪৭
তাওহীদ ও ক্ষমা	৪৯
চতুর্থ অধ্যায়	৫১
শিরক ফিল ইল্‌ম বা জ্ঞানের ক্ষেত্রে শিরক	৫১
শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলাই অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখেন	৫১
গায়েবী ইলমের দাবিদার মিথ্যাবাদী	৫২
গায়েবী বিষয়	৫৩
আল্লাহ ছাড়া কাউকে সাহায্যের জন্য ডেকো না	৫৪

www.pathagar.com

উপকার ও ক্ষতি করার মালিক কেবল আল্লাহ	৫৫
নবী-রাসূলদের মূল কাজ	৫৬
নবী-রাসূলগণ গায়েবী বিষয়ে জ্ঞানের অধিকারী নন	৫৬
গায়েবী বিষয়ের জ্ঞান সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উক্তি	৫৭
হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার উক্তি	৫৮
পঞ্চম অধ্যায়	৫৯
কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে শিরক	৫৯
উপকার ও অপকার করার ক্ষমতা কেবল আল্লাহরই আছে	৫৯
আল্লাহ ছাড়া কোনো রিযিকদাতা নেই	৬০
কেবলমাত্র আল্লাহকে আহ্বান করো	৬১
আল্লাহর অনুমতি ছাড়া শাফায়াত করা যাবে না	৬২
শাফায়াতের প্রকারভেদ	৬২
প্রতিপত্তিমূলক সুপারিশ সম্ভব নয়	৬৩
ভালবাসা ও স্নেহমূলক সুপারিশও সম্ভব নয়	৬৪
অনুমতিক্রমে সুপারিশ	৬৪
সরল সঠিক পথ	৬৫
আল্লাহ সবচেয়ে নিকটে	৬৭
শুধুমাত্র আল্লাহর ওপর ভরসা কর	৬৮
আত্মীয়তা কোনো কাজে আসে না	৬৯
ষষ্ঠ অধ্যায়	৭১
ইবাদাতের ক্ষেত্রে শিরক	৭১
ইবাদাতের সংজ্ঞা	৭১
ইবাদাত কেবল আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট	৭১
সিজদা কেবল আল্লাহকেই করতে হবে	৭১
গায়রুল্লাহকে ডাকা শিরক	৭২
আল্লাহর নির্ধারিত স্থানসমূহের তাযীম করা	৭৪
গায়রুল্লাহর নামের জিনিস হারাম	৭৫
হুকুম দেয়ার অধিকারী শুধু আল্লাহ	৭৫
মনগড়া নাম শিরক	৭৬
নিজেদের তৈরী করা রেওয়াজ শিরক	৭৭
সম্মানের জন্য মানুষকে সামনে দাঁড় করিয়ে রাখা নিষিদ্ধ	৭৭

www.pathagar.com

মূর্তি ও স্থানের পূজা শিরক ৭৮
গায়রুল্লাহর নামে যবেহ্ লা'নতের কারণ ৭৯
কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার নিদর্শন ৭৯
স্থান পূজা জঘন্যতম লোকদের কাজ ৮১
মূর্তির তাওয়াফ করা ৮২

সপ্তম অধ্যায় ৮৪
রীতিনীতি ও আচার-অভ্যাসের ক্ষেত্রে শিরক করা কুফরী ৮৪
শয়তানের প্রতারণা ৮৪
সন্তান-সন্ততির ব্যাপারে শিরকমূলক রীতিনীতি ৮৬
কৃষিকাজ এবং ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রেও শিরক ৮৭
গবাদি পশুর ক্ষেত্রে শিরক ৮৭
হালাল ও হারামের ব্যাপারে আল্লাহর ওপর মিথ্যা আরোপ ৮৯
তারকাসমূহের প্রভাব স্বীকার করা শিরক ৮৯
জ্যোতিষ, যাদুকর ও গণকরা কাফের ৯১
নুজুম ও রামাল-এর প্রতি বিশ্বাস গোনাহর কাজ ৯১
শুভ-অশুভ লক্ষণ নির্ণয় কুফরী রীতি ৯২
আল্লাহ তা'আলাকে সুপারিশকারী বানাবে না ৯৫
আল্লাহ তা'আলার কাছে সর্বাধিক প্রিয় নাম ৯৮
আল্লাহর নামে কারো উপনাম রেখো না ৯৮
শুধু মাশাআল্লাহ্ বলবে ৯৯
গায়রুল্লাহর নামে শপথ করার শিরক ৯৯
মানত সম্পর্কে নবী (স)-এর ফায়সালা ১০১
আল্লাহকে সিজদা করা এবং নবী (স)-কে সম্মান প্রদর্শন করা ১০২
কাউকে নিজের দাস বা দাসী বলা জায়েয নয় ১০৩
রাসূলুল্লাহ (স)-কে সম্মান প্রদর্শনের ক্ষেত্রে উত্তম আদর্শ ১০৪
'সাইয়েদ' শব্দের দু'টি অর্থ ১০৭
ছবি সম্পর্কে নবী (স)-এর নির্দেশনা ১০৭
পাঁচটি বড় গোনাহ্ ১০৮
নিজের সম্পর্কে নবী (স)-এর বাণী ১০৯

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ভূমিকা

তাকবীয়াতুল ঈমান গ্রন্থের গ্রন্থকার শাহ মুহাম্মদ ইসামঈল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি শাহ আবদুল গনী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির একমাত্র সন্তান, শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (রহ)-এর পৌত্র এবং শাহ আবদুল আযীয (রহ) মুহাদ্দিস, শাহ রফীউদ্দীন (রহ) মুহাদ্দিস ও শাহ আবদুল কাদের (রহ) মুহাদ্দিসের ভাতিজা ছিলেন। পাক-ভারত উপমহাদেশের মত বিশাল দেশে জ্ঞান ও মর্যাদা, শিক্ষা-দীক্ষা, গ্রন্থ প্রণয়ন ও লেখালেখি, ওয়াজ-নসীহত, দীনের সংস্কার, ইসলামের পুনরুজ্জীবন এবং উম্মতকে পরিশুদ্ধ করণের মত মহত কার্যাবলী আঞ্জাম দেয়ার যে মর্যাদা ও উত্তরাধিকার শাহ ইসমাঈল শহীদ লাভ করেছেন তা খুব কম লোকের ভাগ্যেই জুটেছে। শাহ ইসমাঈল (রহ) এ উত্তরাধিকারের সুমহান ঐতিহ্য ও মূল্য শুধু রক্ষাই করেননি বরং কার্যত তার সৌন্দর্য বর্ধন করে বহুগুণে দীপ্তিময় করে তুলেছেন।

নির্ভরযোগ্য বর্ণনা অনুসারে শাহ ইসমাঈল (রহ) ১১৯৩ হিজরীর ১২ই রবিউল আউয়াল (২৬শে এপ্রিল, ১৭৭৯ইং) জন্মলাভ করেন। তিনি তার মুরশিদ আমীরুল মু'মিনীন সাইয়েদ আহমদ বেরলভী (রহ)-এর চেয়ে কমবেশী সাত বছরের বড় ছিলেন। তাঁর মায়ের নাম ছিল বিবি ফাতেমা রহমাতুল্লাহ আলাইহা।[১]

শিক্ষালাভ

শাহ সাহেব প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেছেন তার পিতার নিকট থেকে। তিনি আট বছর বয়সে কুরআনের হাফেজ হন। ১২০৩ হিজরীর ১৬ই রজব (১২ই এপ্রিল, ১৭৮৯ খৃঃ) শাহ আবদুল গনী (রহ) মৃত্যুবরণ করেন। তখন শাহ শহীদের বয়স ছিল মাত্র দশ বছর। তিন চাচার [শাহ আবদুল আযীয (রহ), শাহ রফীউদ্দীন (রহ) ও শাহ আবদুল কাদের (রহ)] প্রত্যেকেই ইয়াতীম ভাতিজাকে স্নেহভরা কোলে তুলে নিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু ঐতিহ্যগত

১. মীর শাহামত আলী 'তাকবীয়াতুল ঈমান' গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদের ভূমিকায় শাহ শহীদের জন্ম তারিখ লিখেছেন ২৮শে শাওয়াল, ১১৯৫ হিজরী এবং তাঁর মায়ের নাম লিখেছেন ফযীলাতুন নিসা (বিনতে মওলবী আলাউদ্দীন ফালতী) শাহ সাহেবের মামার বাড়ী অবশ্য ফালতেই ছিল এবং তাঁর বোন বিবি রুকাইয়ার প্রথম বিয়ে ফালতেই তাঁর মামাত ভাই মওলবী কামালুদ্দীনের সাথে হয়েছিলো। কিন্তু শাহ সাহেবের জন্ম তারিখ এবং মায়ের নাম সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য বর্ণনা আমরা গ্রন্থে যা উল্লেখ করেছি সেটিই। মীর শাহামত আলীর বর্ণনার সূত্র আমরা জানতে পারিনি। শাহ সাহেবের জীবন কথায় তিনি আরো কয়েকটি এমন বিষয় লিপিবদ্ধ করেছেন যা ঠিক নয়।

www.pathagar.com

কারণে এ দায়িত্ব গ্রহণ করেন শাহ আবদুল কাদের (রহ)। তাঁর নিজের সন্তান বলতে ছিল একমাত্র মেয়ে। শাহ ইসমাঈল (রহ) পাঠ্য-পুস্তকসমূহ তার কাছেই অধ্যয়ন করেন। প্রচলিত সবরকম জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে তিনি এমন এক পর্যায়ে উপনীত হন যা তার যুগে শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তর বলে বিবেচিত হতো। তিনি শাহ আবদুল আযীয (রহ)-এর নিকট থেকে হাদীসের সনদ গ্রহণ করেন এবং ১৫/১৬ বছর বয়সেই আনুষ্ঠানিক শিক্ষা শেষ করেন।

স্যার সাইয়েদ আহমদ খাঁর বর্ণনা অনুসারে প্রথম দিকে তাঁর এতটা বেপরোয়া ভাব ছিল যে, পাঠ কোথা থেকে শুরু হবে তা স্মরণেই থাকতো না। কখনো পাঠ শুরুর প্রকৃত স্থান বাদ দিয়ে পরবর্তী বাক্য থেকে শুরু করতেন। শাহ আবদুল কাদের (রহ) স্মরণ করিয়ে দিলে বলতেন, সহজ ভেবে পড়িনি। পাঠের পরিত্যক্ত অংশ থেকে শাহ আবদুল কাদের (রহ) কিছু জিজ্ঞেস করলে শাহ শহীদ এমন 'তাকরীর' করতেন যে, সবাই শুনে বিস্মিত হয়ে যেতো। কখনো পাঠের স্থানের আগে থেকে সবক শুরু করতেন। শাহ আবদুল কাদের (রহ) সতর্ক করে দিলে যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে এমনভাবে সন্দেহ সংশয় সৃষ্টি করতেন যে, তার জবাবের প্রতি বিজ্ঞ উস্তাদকেও বিশেষ মনযোগ দিতে হতো।

গোটা শহরে তার অসাধারণ মেধার খ্যাতি ছিল। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা শেষ করার পর লোকজন তাঁকে পরীক্ষার জন্য পথচলা অবস্থায়ই জটিল সব প্রশ্ন করে বসতো। মনে করা হতো যে, কিতাব পাশ করেননি তাই সন্তোষজনক জবাব দিতে পারবেন না। কিন্তু শাহ শহীদ দ্বিধাহীন চিত্তে বক্তৃতা শুরু করতেন এবং বিষয় সম্পর্কে এমন ব্যাখ্যা প্রদান করতেন যে, ধৃষ্টতা দেখানোর জন্য প্রশ্নকারীরা লজ্জিত হতো।

মাওলানা মুহাম্মদ খান আলম মাদ্রাজী (রহ) মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ আলী রামপুরী (রহ)-এর বর্ণনা অনুসারে লিখেছেন যে, শাহ শহীদ ছিলেন গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী আলেম এবং কুরআনের হাফেজ। ত্রিশ হাজার হাদীস তাঁর মুখস্ত ছিল।[১]

সাইয়েদ সাহেব (রহ)-এর বাইয়াত

শাহ শহীদ (রহ)-এর জ্ঞান ও মর্যাদার খ্যাতি যদিও ব্যাপক ছিল কিন্তু তার সাথে সাথে তাঁর স্বভাবে ছিল কিছুটা বে-পরোয়া ভাব। অর্থাৎ তিনি নির্দিষ্ট কোনো কাজ বা পেশা গ্রহণ করেছিলেন না। সম্ভবত তার কারণ ছিল এই যে, পরিবারে যেসব কাজের প্রচলন ছিল সেগুলোকে তিনি সংস্কারমূলক

১. তানবীহুল লিদ্দাল্লীন আন তারীকে সাইয়েদিল মুরসালীন, কলমী, নুসখা, পৃষ্ঠা–১৬

www.pathagar.com

কাজের জন্য যথেষ্ট মনে করতেন না এবং তাঁর সামনে নতুন কোনো কাজও ছিল না। অথবা ধরে নেয়া যায় যে, তিনি মনে মনে একটি কর্মসূচী প্রস্তুত করেছিলেন এবং বন্ধু ও সহযোগী লাভের জন্য অপেক্ষমান ছিলেন। এ অবস্থায় ১১৩৪ হিজরীতে (১৮১৯ইং) আমীরুল মু'মিনীন সাইয়েদ আহমদ বেরলবী (রহ) ও নওয়াব আমীর খান ওয়াইট্রংকের সাহচর্য ছেড়ে রাজপুতানা থেকে দিল্লী গিয়ে পৌছেন এবং আকবর আবাদী মসজিদে অবস্থান করতে থাকেন। প্রথমে মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ ফালতী যিনি সম্ভবত শাহ ওয়ালী উল্লাহর ভাই শাহ আহলুল্লাহ (রহ)-এর পৌত্র ছিলেন এবং পরে শাহ আবদুল আযীয (রহ)-এর জামাতা মাওলানা আবদুল হাই (রহ) এবং তাঁর পরে শাহ শহীদ সাইয়েদ সাহেবের হাতে বাইয়াত করেন। এ সময় থেকেই শাহ শহীদের জীবন সম্পূর্ণরূপে বদলে যায়। তিনি রাতদিন সংস্কার-সংশোধন ও ওয়াজ-নসীহতের কাজে ব্যস্ত থাকতে শুরু করেন। মঙ্গলবার ও শুক্রবার দিন নিয়মিতভাবে শাহী মসজিদে ওয়াজ করতেন। স্যার সাইয়েদ লিখেছেন, জুমআর নামাযে এত বিপুল সংখ্যক লোকের সমাগম হতে থাকে যেন ঈদের নামাযে মানুষ আসছে। শ্রোতাদের সংখ্যা নিরূপণ করা সম্ভব ছিল না। ওয়াজের পদ্ধতি ছিল এমন যে, যাকিছু বলতেন তা হৃদয়-মনে গেঁথে যেতো। কোনো কথায় কোনো প্রকার সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি হলেও পরে তার নিরসন হতো। সুন্নাতের পুনরুজ্জীবন এবং শিরক ও বিদয়াতের প্রত্যাখান হতো তার ওয়াজের বিশেষ বিষয়বস্তু। এ যুগেই দীনের পুনরুজ্জীবনের কাজ পূর্ণ তৎপরতার সাথে শুরু হয়। এ যুগ সম্পর্কেই মাওলানা আবুল কালাম আযাদ তাঁর 'তাযকেরায় লিখেছেন ঃ

'দাওয়াত ও উম্মতের সংস্কারের যে তাৎপর্য পুরনো দিল্লীর ধ্বংসস্তুপ এবং কোটালার পাথরের নীচে চাপা দেয়া হয়েছিলো তা এখন এ মহান ব্যক্তিত্বের দৃঢ় সংকল্পের বদৌলতে শাহজাহানআবাদের বাজারসমূহে এবং জামে মসজিদের সিড়িসমূহের ওপর সরগরম হয়ে উঠলো এবং ভারতবর্ষের বাইরেও না জানি কতদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়লো। যেসব কথা বড় বড় ব্যক্তিরা বন্ধ কামরার মধ্যেও বলার সাহস পেতো না এখন তা প্রকাশ্যে বাজারে বলা হতে থাকলো এবং শহীদের ছিটকে পড়া রক্তকণা ও তার কাহিনী বিশ্বে সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করে চললো।[১]

হজ্জ যাত্রা

আমীরুল মু'মিনীন সাইয়েদ আহমদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ১২৩৬ হিজরীর শাওয়াল মাসে (১৮২১ইং) হজ্জ করতে মনস্থ করেন। সমুদ্র পথে

১. তাযকেরা, প্রথম মুদ্রণ, নং-২, আল বাকারা ১৯৫।

www.pathagar.com

সম্ভাব্য বিপদের কারণে বিভিন্ন আলেম হজ্জ ফরয হওয়ার বিধান রহিত হয়েছে বলে ফতোয়া দিয়েছিলেন এবং কেউ কেউ একথা পর্যন্ত বলতে আরম্ভ করেছিলেন যে, وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ (নিজের হাতে নিজেকে ধ্বংস করো না) আয়াতের নির্দেশ অনুসারে হজ্জের নিয়ত করা (নাউযুবিল্লাহ) গোনাহ। এ ফিতনার দরজা বন্ধ করার একটি পন্থা ছিল লেখনি ও বক্তৃতার মাধ্যমে তা প্রতিরোধ করা। সাইয়েদ সাহেব, শাহ ইসমাঈল (রহ), মাওলানা আবদুল হাই (রহ), শাহ আবদুল আযীয (রহ) এবং অন্যান্য উলামায়ে কিরাম এ দায়িত্ব পালনে আদৌ কোনো ত্রুটি করেননি। আরেকটি উপায় ছিল একটি বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে এ বিশাল দেশের পরিমণ্ডলে হজ্জ পালনের ক্ষেত্রে সাধারণ উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করা যাতে মানুষের হৃদয়ে আকাঙ্ক্ষা-উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। সাইয়েদ আহমদ (রহ) অত্যন্ত সাহস ও দৃঢ় সংকল্পের অধিকারী লোক ছিলেন। তিনি বীর পুরুষের মত দ্বিতীয় পন্থায়ও পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন এবং বিস্ময়কর কাজ করলেন এই যে, দেশের সকল মুসলমানকে হজ্জের উদ্দেশ্যে সাধারণভাবে আহ্বান জানালেন। কারো নিকট রাহা খরচ থাক বা না থাক সবাই যেন হজ্জের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। আমি এসব লোকদেরকে হজ্জ করিয়ে আনার দায়িত্ব গ্রহণ করছি। তিনি এভাবে ফরয হজ্জকে শুধু তার প্রকৃত রূপে সংরক্ষণই করলেন না, বরং সবার সামনে স্পষ্ট করে দিলেন যে, অতি সহজেই এ ফরয আদায় করা যেতে পারে। শর্ত হচ্ছে, একে আল্লাহর নির্দেশ মনে করে খাঁটি মুসলমানের মত আদায় করার সংকল্প থাকা।

সুতরাং তিনি সাড়ে সাত শ' মুসলমানের এক কাফেলা সংগে নিয়ে হজ্জের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। শাহ শহীদ, তাঁর মা এবং ভগ্নিও সাথে ছিলেন। দশটি জাহাজ ভাড়া করা হলো। প্রত্যেক জাহাজের জামায়াতের জন্য আমীর নিযুক্ত করলেন। কলকাতা থেকে যাত্রা করলেন এবং হজ্জ ও যিয়ারত শেষে ১২৩৯ হিজরীর শা'বান মাসে (এপ্রিল, ১৮১৪ ইং) ফিরে আসলেন। এ সফরে একটি জাহাজের জামায়াতের আমীর ছিলেন শাহ ইসমাঈল রাহমাতুল্লাহ আলাইহি।

জিহাদের আহ্বান

হজ্জ থেকে ফেরার পর শাহ শহীদ তাঁর মুর্শিদের নির্দেশ অনুসারে জিহাদের দাওয়াতে সর্বাত্মকভাবে আত্মনিয়োগ করলেন। স্যার সাইয়েদ লিখেছেন ঃ

সাইয়েদ সাহেবের নির্দেশ অনুসারে তিনি এমনভাবে ওয়াজ-নসীহত শুরু করলেন যে, তাতে আল্লাহর পথে জিহাদের বিষয়ই অধিক আলোচনা হতো

www.pathagar.com

এমনকি তাঁর মন-মগজ পরিচ্ছন্নকারী বক্তৃতায় মুসলমানদের মনের আয়না পরিষ্কার ও উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তাছাড়া তিনি ন্যায়ের পথে এমনভাবে তৎপর হয়ে উঠলেন যে, প্রত্যেকেই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকলো। তাঁর শির হকের পথে উৎসর্গীত হলো এবং তিনি মুহাম্মদ (স)-এর দীনের জন্য জীবন বাজি রাখতেও প্রস্তুত হয়ে গেলেন।

হিজরত

কমবেশী পৌনে দুই বছর এ দাওয়াতী কাজে ব্যয়িত হলো। যখন বিভিন্ন স্থানে মুজাহিদীনদের জামায়াত প্রস্তুত হয়ে গেল তখন চিন্তা-ভাবনার পর সীমান্ত প্রদেশ থেকে জিহাদ শুরু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো যেখানে পাঞ্জাবের শিখ সরকার লুটপাট শুরু করেছিলো।

১২৪১ হিজরীর ৭ই জমাদিউস সানী (১৮২৬ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জানুয়ারী) শাহ শহীদ (রহ)-এর সাথে জিহাদের উদ্দেশ্যে হিজরতের পথে পা বাড়ালো। সেই সময় মাত্র পাঁচ ছয়শত লোক সংগে নিয়েছিলেন। সিদ্ধান্ত ছিল এই যে, প্রস্তাবিত কেন্দ্রে পৌঁছে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের পর অবশিষ্ট জামায়াতগুলোকে ডেকে পাঠাবেন। এ সফরকালে শাহ শহীদ সাধারণ সাংগঠনিক ও প্রচারকার্যের বিশেষ দায়িত্বশীল ছিলেন।

এ জামায়াত রায়বেরিলী থেকে বুন্দেল খণ্ড, গোয়ালিয়ার, টুংক, আজমীর, মারওয়াড় মরুভূমি, উমরকোট, হায়দরাবাদ (সিন্ধু) শিকারপুর, কোয়েটা, কান্দাহার, গজনী এবং কাবুল হয়ে পেশোয়ার পৌঁছে। এটা কমবেশী তিন হাজার মাইল পথের সফর। এ সফরের পথে ছিল উত্তপ্ত মরুভূমি যেখানে মাইলের পর মাইল পানির নাম গন্ধ পর্যন্ত ছিল না। ছিল বড় বড় নদী, দুর্গম পাহাড় ও বরফ ঢাকা প্রান্তর। এ পথ অতিক্রম করতে দশ মাস সময় লেগে যায়।

জিহাদ

১২৪২ হিজরীর ২০শে জমাদিউল আউয়াল (১৮২৬ খৃষ্টাব্দের ২০শে ডিসেম্বর তরবারির জিহাদ (শক্তিপ্রয়োগ) এর সূচনা হয়। এ প্রসংগে শাহ শহীদের বিশেষ ও উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের সামগ্রিক চিত্র নীচে পেশ করা হলোঃ

১. তাঁরই প্রচেষ্টায় সীমান্তের অধিবাসীরা সাইয়েদ সাহেবকে জিহাদের ইমারত বা কমাণ্ডের দায়িত্ব প্রদান করে তার হাতে বাইয়াত হয় এবং সীমান্তের উলামা ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে যতগুলো আলাপ-আলোচনা হয় তার অধিকাংশই হয় শাহ শহীদের সাথে।

www.pathagar.com

২. হাজারা জেলায় তিনি জিহাদ সংগঠন কায়েম করেন। শানকিয়ারীর যুদ্ধে যদিও তার সাথে মাত্র দশ এগারজন মুজাহিদ ছিল কিন্তু অসাধারণ দৃঢ়তা প্রদর্শন করে শিখদের বেশ বড় একটি সেনাদলকে চরমভাবে পরাজিত করেছিলেন। এ যুদ্ধে শাহ শহীদের আচকান গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যায় এবং একটি আঙুলে গুলি লেগে তা যখম হয়। পরবর্তী সময়ে সেই আঙুলের প্রতি ইশারা করে হাসি-তামাশাচ্ছলে বলতেন, এটি আমার শাহাদাত আঙুল।

৩. তাঁর প্রচেষ্টায় শরীয়ত প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করার জন্য বাইয়াত অনুষ্ঠিত হয় এবং সীমান্তের অধিবাসীরা প্রথমবারের মত বিশুদ্ধ শরয়ী হুকুমত (সরকার)-এর বরকত লাভ করে।

৪ তাঁরই নেতৃত্বে, ইম্ব, আশরা, মার্দান এবং মায়ারের যুদ্ধে উল্লেখযোগ্য বিজয় অর্জিত হয়। পেশোয়ার বিজয়ের পর সুলতান মুহাম্মদ খাঁ বারেকজাই-এর সাথে আলোচনার জন্যও সাইয়েদ সাহেব তাকেই নিযুক্ত করেছিলেন।

৫ মতলববাজদের শত্রুতার কারণে সীমান্ত প্রদেশে পরিস্থিতি নাজুক হয়ে ওঠে। ফলে শাহ সাহেব এ কেন্দ্র পরিত্যাগ করে দুর্গম পাহাড়ী পথে কাশ্মীরে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে শাহ শহীদও তাঁর সাথে ছিলেন।

৬. কাশ্মীর যাওয়ার পথে ১২৪৬ হিজরীর ২৪শে যুলকা'দা (১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ৬ই মে) বালাকোটের যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং অধিকাংশ বিশিষ্ট মুজাহিদ শাহাদাতের পিয়ালা পান করেন।

بناكر دند خوش اسمے بـه خاك وخون غلطيدن
خدا رحمت كند ايں عاشقان نيك طينت را

জীবনের কতিপয় দিক

যতদূর জানা গেছে শাহ শহীদ আর্থিক ব্যাপারে কোনো প্রকার লৌকিকতা পসন্দ করতেন না। সাইয়েদ সাহেবের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার পর জীবন যাপনের নিম্নতম মানেই এমন খুশী ছিলেন যেন শাহী তখ্‌তে সমাসীন আছেন। হজ্জের সফর ব্যাপদেশে কলকাতা পৌছলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর উকীল মুন্সী আমীনুদ্দীন আহমদ (রহ) সাক্ষাতের জন্য আসেন। সেই যুগে তাকে কলকাতার অনেক বড় ধনী মনে করা হতো। সাইয়েদ সাহেবের সাথে সাক্ষাতের পর তিনি জিজ্ঞেস করেন, শাহ ইসমাঈল (রহ) কোথায় ? তিনি সেই সময় একটি জাহাজ থেকে নেমে সাইয়েদ সাহেবের জাহাজের দিকে আসছিলেন। পোশাক ময়লা হয়ে গিয়েছিলো। লোকজন তাঁকে দেখিয়ে দিলে মুন্সী আমীনুদ্দীন

www.pathagar.com

আহমদ (রহ) মনে করলেন, এ অন্য কোনো ইসমাঈল হবে। তাই তিনি বললেন ঃ আমি শাহ আবদুল আযীয (রহ)-এর ভাতিজা শাহ ইসমাঈল (রহ)-এর কথা জিজ্ঞেস করছি। যখন তাঁকে বলা হলো যে, তিনিই শাহ ইসমাঈল তখন তার সরলতা ও অনাড়ম্বর জীবন দেখে মুন্সী সাহেবের চোখ আপনা থেকেই অশ্রুসজল হয়ে উঠলো।

সাইয়েদ সাহেব সওয়ারীর জন্য শাহ সাহেবকে ঘোড়া দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি যখন কোনো কাজে যেতেন তখন অন্য কোনো বন্ধুকে ঘোড়ায় সওয়ার করিয়ে নিজে পায়ে হেঁটে যেতেন। কারণ, দীনের কাজে যতবেশী কষ্ট করা যাবে ততবেশী সওয়াব অর্জিত হবে।

সাইয়েদ সাহেবের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা সর্বজনবিদিত। এ বিষয়ে মানুষ বহু কাহিনী রচনা করেছে। ঐসব কাহিনী সত্য হোক বা না হোক, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে, শাহ সাহেব সাইয়েদ সাহেবকে অসাধারণ ভক্তি-শ্রদ্ধা করতেন। তা সত্ত্বেও এ ভক্তি-শ্রদ্ধা শাহ সাহেবের সত্য কথনের ওপর প্রভাব ফেলতে পারেনি। একবার ইম্ব দুর্গের জন্য বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিলো। ঐ দুর্গে সাইয়েদ সাহেবের বেগম এবং আরো অনেক মহিলাও ছিল। সাইয়েদ সাহেব শাহ সাহেবকে লিখলেন যে, মেয়েদেরকে অন্য কোনো সুরক্ষিত স্থানে পাঠিয়ে দেয়া হোক যাতে যুদ্ধের সময় মুজাহিদীনদের জন্য অস্বস্তি ও দুশ্চিন্তার কোনো সম্ভাবনা না থাকে। শাহ সাহেব বুঝতে পেরেছিলেন যে, মহিলাদের সরিয়ে নিলে আশেপাশের জনসাধারণের ওপর তার খারাপ প্রভাব পড়বে। তারা ধরে নেবে যে, বিপদ অতি নিকটে। তাই তিনি সাইয়েদ সাহেবের কাছে আবেদন জানিয়ে বললেন যে, এ পদক্ষেপ কল্যাণের পরিপন্থী। সাইয়েদ সাহেব পুনরায়, একই নির্দেশ দিলে শাহ সাহেব সাফ কথায় লিখে জানালেন যে, এ নির্দেশ পালন করার কারণে মুসলমানদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ক্ষতি হলে কিয়ামতের দিন আপনিই সে জন্য দায়ী থাকবেন। সাইয়েদ সাহেব তার আদেশ প্রত্যাহার করে নিলেন।

বয়স যদিও বেশী ছিল না কিন্তু খেদমতের পথে ক্রমাগত কষ্ট সইতে সইতে শরীর অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিলো। শেষ যুগের অবস্থা থেকে জানা যায়, একবার ছোট তোপ উঠিয়ে এ উদ্দেশ্যে কাঁধের ওপর রাখতে বললেন যাতে মানুষের মধ্যে দৃঢ় সংকল্পের প্রাণশক্তি জাগ্রত হয়। কিন্তু অত্যাধিকভাবে কাঁপতে থাকলেন। পাহাড়ে আরোহণের সময় কয়েক ধাপ ওপরে উঠলেই দম ফুরিয়ে আসতো। এ অবস্থা সত্ত্বেও শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত এমন কোনো সময়

www.pathagar.com

আসেনি যখন তিনি যুদ্ধ বা সফরে কারো পেছনে পড়ে থেকেছেন কিংবা যুদ্ধের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনে তিনি একদিনে দুই মনযিল পথ অতিক্রম করেননি।

সীমান্ত প্রদেশে অবস্থানকালে বিভিন্ন সময়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয়, সামরিক এবং রাজনৈতিক সমস্যা দেখা দিয়েছে। শাহ সাহেব, সাবলীলভাবে তার সমাধান করেছেন। এ ঘটনা অত্যন্ত বিখ্যাত যে, একবার তিনি ঘোড়ার পশম ছেঁটে পরিষ্কার করছিলেন এমন সময় কতিপয় ব্যক্তি ধর্মীয় বিষয় জানার জন্য তাকে কয়েকটি প্রশ্ন করলে তিনি ঘোড়ার পশম ছাঁটতে ছাঁটতে ও পরিষ্কার করতে করতেই তাদেরকে সন্তোষজনক জবাব দান করেন।

সাইয়েদ জাফর আলী নকবী (রহ) লিখেছেন যে, তিনি বালাকোটে তাঁর পেছনে দুই রাকআত নামায আদায় করেছেন। দুই রাকআত নামাযে তিনি সম্পূর্ণ বনী ইসরাঈল সূরাটি তিলাওয়াত করে শেষ করেন। তিনি এমনভাবে সূরাটি তিলাওয়াত করেন যে, জীবনের শুরু থেকে আজ (লেখা) পর্যন্ত কোনো নামায কোনো ইমামের পেছনে সেই রকম তৃপ্তি তিনি লাভ করেননি। সারা জীবন আমি ঐ নামায ভুলতে পারবো না।

কোনো উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি ?

একমাত্র শাহ ইসমাঈলই ছিলেন এমন ব্যক্তিত্ব যার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ন্যায় ও সত্যের বাণী সমুন্নত করতে ও দীনে ইসলামের পুনরুজ্জীবন ঘটাতে ব্যয়িত হয়েছে। তিনি তাঁর চোখের সামনে সজ্জিত পৃথিবীর সমস্ত আরাম-আয়েশ দ্বিধাহীনচিত্তে দীনের খেদমতের জন্য কুরবানী করেছেন এবং এ ব্যাপারে শাহাদাতের খুন দ্বারা তিনি তাঁর নিষ্ঠা প্রমাণ করেছেন। আমরা যদি আমাদের ঈমান ও দীনের প্রতি নিষ্ঠা পাল্লায় তুলে ওজন করি তাহলে তার ফল কি দাঁড়াবে ? তা সত্ত্বেও এর চেয়ে দুর্ভাগ্য এবং ভাগ্যের বঞ্চনা আর কি হতে পারে যে, শরীয়াতের তরীকতের মসনদে সমাসীন শত শত ব্যক্তি এ বুযুর্গ মুজাহিদকে সোয়াশ' বছর ধরে নানা প্রকার গালিগালাজ ও সমালোচনার শিকার এবং ইসলামের প্রতি তার ভালবাসাকেই শুধু নয়, বরং ইসলামকেও লক্ষ্যস্থল বানিয়ে আসছে। সেই সব গালি ও সমালোচনা আমরা এমন তৃপ্তির সাথে শুনেছি যেন তা দীনকে রক্ষা করা এবং পরহেজগারীর একটি অনবদ্য কীর্তি।

সন্তান

শাহ আবদুল কাদের তার দৌহিত্রী বিবি কুলসূমের সাথে শাহ শহীদকে বিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর ঔরসে একটি মাত্র পুত্র জন্মগ্রহণ করেছিলো যার নাম ছিল উমর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তার গোটা জীবন অর্ধ 'মাজযূব' অবস্থায় কেটেছে।

www.pathagar.com

রচনাবলী

শাহ ইসমাঈল শহীদ (র)-এর কিছু সংখ্যক রচনাবলী রয়েছে। রচনাগুলো নিম্নরূপ ঃ

১. উসূলে ফিকাহ বিষয়ে একটি পুস্তিকা যা মুদ্রিত হয়েছে।

২. মানতেক বিষয়ে একটি পুস্তিকা। এ পুস্তিকা সম্পর্কে সাইয়েদ আহমদ খাঁ উল্লেখ করেছেন।

৩. "ইদাহুল হাককিসসারীহ ফী আহকামিল মাইয়েতে ওয়াদদারী"–এ পুস্তক সম্পর্কে বিশেষভাবে বলেছেন যে, বিদআত সম্পর্কে কোনো ভাষাতেই এর সমকক্ষ কোনো পুস্তক লেখা হয়নি। পরিতাপের বিষয় পুস্তকখানা পূর্ণাঙ্গ হতে পারেনি। উর্দু অনুবাদ সহ দুই তিনবার মুদ্রিত হয়েছে।

৪. "মানসাবে ইমামত" (ইমামতের পদমর্যাদা)। এটা অতি উত্তম একখানা গ্রন্থ। এর ফারসী নুসখা বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। তবে উর্দু অনুবাদ পাওয়া যায়।

৫. "তানবীরুল 'আইনাইন ফী ইসবাতি রাফইল ইয়াদাইন"–যেসব হাদীস থেকে রাফে ইয়াদাইন সুন্নত প্রমাণিত এ গ্রন্থে সেই সব হাদীস সংকলিত হয়েছে। উর্দু অনুবাদ সহ কয়েকবার মুদ্রিত হয়েছে এবং অতি সম্প্রতি টীকা ও ব্যাখ্যা সহ এর আরবী সংস্করণ পাকিস্তানের জমিয়তে আহলে হাদীসের ইদারায়ে ইশায়াতুস সুন্নাহ অত্যন্ত সুন্দর করে প্রকাশ করেছে।[১]

৬. "সিরাতে মুসতাকীম"–এ গ্রন্থের চারটি অধ্যায়। এর শুধু প্রথম অধ্যায়টি শাহ ইসমাঈল শহীদের লিখিত। বিষয়বস্তু সাইয়েদ সাহেবের। শুধু ভাষা ও লেখার পদ্ধতি শাহ সাহেবের। এর উর্দু অনুবাদ মুদ্রিত হয়েছিলো এবং একেবারেই দুষ্প্রাপ্য।[২]

৭. "তাকবীয়াতুল ঈমান"–এ গ্রন্থ সম্পর্কে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

৮. "এক দিবসী"–ছোট্ট পুস্তিকা। এতে মাওলানা ফযলে হক খায়েরাবাদী কর্তৃক তাকবীয়াতুল ঈমান গ্রন্থের বিরুদ্ধে উত্থাপিত কোনো কোনো আপত্তিকর জবাব দেয়া হয়েছে। শাহ সাহেব নামায আদায়ের জন্য মসজিদে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে তিনি মওলবী ফযলে হকের পুস্তিকা পান। নামায শেষ করেই তিনি এর জবাব লিখতে বসেন এবং এক বৈঠকেই তা লিখে শেষ করেন। এ কারণে এর নামকরণ করা হয় একদিবসী।

---

১. 'আল মাকতাবাতুস সালফিয়া' এর উর্দু অনুবাদও প্রকাশ করেছে।

২. এটাও বর্তমানে আল মাকতাবাতুস সালফিয়া প্রকাশ করেছে।

www.pathagar.com

৯. "চিঠি পত্র"–চিঠি পত্রের সংখ্যা অনেক। এর কিছু সংখ্যক পত্র শাহ শহীদের নিজের বলে বিখ্যাত। অধিকাংশ চিঠি তিনি সাইয়েদ সাহেবের ইংগিতে লিখেছেন।

১০. রচিত কবিতাসমূহ। কবিতাগুলো সম্পর্কে নীচে আলোচনা করা হলো ঃ

ক. ফারসী কাসীদা। এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রশংসা করা হয়েছে।

খ. ফারসী কাসীদা। সাইয়েদ সাহেবের প্রশংসায় লিখিত।

গ. "সিলকে নূর" নামক একখানা ফারসী মসনবী। এতে তাওহীদ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ঘ. তাওহীদ সম্পর্কেই সিলকে নূর নামক একখানা উর্দু মসনবী।

ঙ. একটি হাদীসের ব্যাখ্যায় তিনি ফারসী ভাষায় একখানা মসনবী রচনা করেন।

তাকবিয়াতুল ঈমান গ্রন্থের কাহিনী

তাকবিয়াতুল ঈমান গ্রন্থ সর্বপ্রথম ১২৪৩ হিজরী (১৮২৬-২৭ইং) মুদ্রিত হয়েছিলো। শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহ) আমীরুল মু'মিনীন সাইয়েদ আহমদ বেরলবী (রহ)-ও মুজাহিদ দলের সাথে প্রিয় জন্মভূমি ছেড়ে হিজরত করেছিলেন এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও পরিশুদ্ধকরণের জন্য তরবারির যুদ্ধের সূচনা হতে যাচ্ছিলো। এখন ১৪১০ (১৯৮৯ইং) হিজরী। বিগত একশত ছিষট্টি বছরের দীর্ঘ সময়ের মধ্যে এ গ্রন্থ কতবার যে মুদ্রিত হয়েছে তা কেবল আল্লাহ তাআলাই জানেন। মোটামুটি একটা ধারণা হলো চল্লিশ পঞ্চাশ লাখের কম মুদ্রিত হয়নি। কোটি কোটি মানুষ এ গ্রন্থ পাঠ করে হিদায়াতের আলো লাভ করেছে। এ এমন একটা মর্যাদা যা তাকবীয়াতুল ঈমান ছাড়া উর্দু ভাষায় আর কোনো গ্রন্থের ভাগ্যে হয়তো জুটেনি।

গ্রন্থের বিরুদ্ধে ভুল বুঝাবুঝি ও ভ্রান্ত বিবৃতিদানের যে হৈচৈ হয়েছে এবং করা হয়েছে তাও সম্ভবত অন্য কোনো গ্রন্থের বিরুদ্ধে হয়নি। তাকবীয়াতুল ঈমানের ইতিহাস ও পটভূমিকা নিয়ে আজ যদি পর্যালোচনা করা হয় তাহলে কল্পনার চোখের সামনে একটি বিস্ময়কর দৃশ্য ভেসে ওঠে, যেন উত্তাল তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ একটি সমুদ্র যার উপরিভাগ তরঙ্গের বিক্ষুব্ধতা, অস্থিরতা ও পরস্পর অভিঘাতে কিছুটা কিয়ামতের দৃষ্টান্ত পেশ করছে। এ সমুদ্রে চলমান জাহাজসমূহের নাবিকদের ওপর নৈরাশ্যের কালমেঘ ছায়া করে আছে এবং তারা নোঙর ফেলে তীর ভূমিকে আপ্রাণে আঁকড়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। একজনমাত্র সাহসী নাবিক তার দুর্বল ও হালকা জাহাজের পাল তুলে সমুদ্র

www.pathagar.com

পাড়ি দিতে ব্যস্ত। তুফানের ধ্বংসকারিতা এবং তরঙ্গের ভয়াবহতা তার দৃঢ় বিশ্বাস ও দুঃসাহসের ললাটে কোনো অস্থিরতা কুঞ্চন সৃষ্টি করতে পারেনি। যেসব স্বার্থ মন ভুলানো ও লোক দেখানো অজুহাতের জাল বিছিয়ে অন্য নাবিকদেরকে তীরভূমি কামড়ে থাকতে বাধ্য করেছিলো তা এই নাবিককেও টেনে ধরতে এবং লাগাম পরাতে সর্বশক্তি নিয়ে তৎপর ছিল। কিন্তু মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর নির্দেশ পালনের পথে তিনি সকল স্বার্থকে দূরে ছুঁড়ে ফেলেছেন। তিনি ক্রমাগত অগ্রসর হয়েছেন এবং নিজের অতুলনীয় দৃঢ়তার দ্বারা সকল বিরোধী শক্তিকে ব্যর্থ এবং প্রতিটি বৈরী পদক্ষেপকে পর্যুদস্ত করে দিয়েছেন। তিনি এমন এক স্থানে গিয়ে পৌছেছেন যেখানে কেবল দৃঢ় সংকল্পের অধিকারী মহান ব্যক্তিরাই পৌছতে পারে।

یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا

پرمدعی کے واسطے دار ورسن کہاں

উপরোক্ত পরিস্থিতি বিবেচনায় রাখলে 'তাকবীয়াতুল ঈমান'-এর পটভূমিকার একটি অস্পষ্ট চিত্র দৃষ্টিগোচর হতে পারে। এর চেয়ে অধিক বিস্তারিত বর্ণনার সুযোগ এখানে নেই।

গ্রন্থের বিশেষ বৈশিষ্টসমূহ

দীনে ইসলামের বুনিয়াদ হচ্ছে তাওহীদ। এ তাওহীদই "তাকবীয়াতুল ঈমানের' বিষয়বস্তু। আল্লাহই ভাল জানেন এ পর্যন্ত এ বিষয়ে কত গ্রন্থ ও পুস্তিকা রচিত হয়েছে। কিন্তু শাহ ইসমাঈল শহীদের আলোচনা ও যুক্তির ঢং সবার থেকে পৃথক ও কল্যাণমুখী। ন্যায় ও সত্যপন্থী আলেমদের মত তিনি শুধু কিতাব ও সুন্নাতকেই ভিত্তি করেছেন। আয়াত ও হাদীস পেশ করে তিনি অত্যন্ত সহজ-সরল ভঙ্গিমায় তার ব্যাখ্যা করেছেন এবং তাওহীদের ক্ষতিসাধনকারী শরীয়ত অননুমোদিত যেসব রীতিনীতি সমাজে চালু ছিল তার প্রকৃত অবস্থা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ভঙ্গিতে সুস্পষ্ট করে পেশ করেছেন। তিনি ইসলামের শিক্ষা ও তাওহীদের পরিপন্থী আকীদা ও আমলের সকল ভয়ানক ত্রুটিসমূহ বিভিন্ন শিরনামে একত্রিত করেছেন ; যেমন ঃ 'শিরক ফিল ইলম' বা জ্ঞানের ক্ষেত্রে শিরক, কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে শিরক, আচার-অভ্যাসে শিরক এবং ইবাদাতের ক্ষেত্রে শিরক। এভাবে তাকবীয়াতুল ঈমান গ্রন্থখানা তাওহীদ বিষয়ে একখানা ব্যাপক ভিত্তিক ও অনুপম গ্রন্থের মর্যাদা লাভ করেছে। তাছাড়াও এ গ্রন্থ (১) শাহ ইসমাঈল শহীদের যুগের জ্ঞানগত, আমলগত ও সাংস্কৃতিক অবস্থার এক বিস্ময়কর সারনির্যাস। এ বিশাল দেশের মুসলমানরা

www.pathagar.com

আজ থেকে একশ' সোয়াশ' বছর পূর্বে কি কি আকীদা আমল ও নৈতিক ব্যাধিতে ডুবে ছিল তা যদি কেউ জানতে চায় তাহলে 'তাকবীয়াতুল ঈমান' গ্রন্থখানা তার জন্য নির্ভরযোগ্য তথ্যের এক উত্তম ভাণ্ডার প্রমাণিত হতে পারে। (২) শাহ ইসমাঈল শহীদ কেবল তাওহীদের তাত্বিক ব্যাখ্যা দান করে এবং সেদিকে দাওয়াত দিয়েই ক্ষান্ত হননি, বরং তিনি এমন ঢংয়ে তা করেছেন যে, পাঠক নিজে সেই সমাজ ও পরিবেশে গিয়ে উপস্থিত হন যেখানে অবস্থান করে তিনি এ গ্রন্থ লিখেছিলেন। এভাবে দাওয়াতের প্রভাব ও হৃদয়গ্রাহিতা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। (৩) গ্রন্থখানি যদিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে লিখিত তথাপি শাহ শহীদ যুক্তি প্রদর্শনের এমন পন্থা অবলম্বন করেছেন যে, সাধারণ লেখাপড়া জানা ব্যক্তি থেকে শুরু করে গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী আলেমও স্ব স্ব মেধা স্তর অনুসারে এ গ্রন্থ থেকে সমানভাবে উপকৃত হতে পারে এবং হয়ে আসছে। (৪) যদিও এ গ্রন্থখানি এমন এক যুগে লেখা হয়েছিলো যখন উর্দু গদ্য সাহিত্য একেবারেই প্রাথমিক পর্যায়ে ছিল। কিন্তু শাহ সাহেবের বাক্য এমন সাদামাটা, সহজ-সরল, খোলামেলা এবং চিত্তাকর্ষক যে, কতিপয় নির্দিষ্ট শব্দ ও বাকরীতি বাদ দিলে আজও এরূপ চিত্তাকর্ষক গ্রন্থ রচনা সহজ নয়। একথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা যায় যে, উর্দু ভাষা উন্নতি ও ক্রমবিকাশের আরো অনেক স্তর অতিক্রম করার পরও তাকবীয়াতুল ঈমানকে বর্ণনাভঙ্গির বিচারে একটি মূল্যবান পুঁজি হিসেবে বিবেচনা করবে।

যত্ন ও অযত্নের বিপরীত ধর্মী দৃশ্য

এটা অত্যন্ত বিস্ময়কর ব্যাপার যে, বিচিত্র বৈশিষ্টের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তাকবীয়াতুল ঈমান ভক্ত মহলেও যুগপৎ যত্ন ও অযত্নের বিপরীতধর্মী দৃশ্যাবলীর কেন্দ্র বিন্দু হয়ে আছে। এর মুদ্রণ ও প্রকাশনার প্রতি মনোযোগের আতিশয্য এমন যে, উর্দু ভাষার অন্য কোনো গ্রন্থই এর সমকক্ষতা দাবী করতে পারে না। বহু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নিয়মই হয়ে দাঁড়িয়েছে এই যে, তারা প্রতি বছর এর হাজার হাজার কপি ছাপিয়ে বিনামূল্যে বিতরণ করে। আবার অযত্নের অবস্থা এই যে, না গ্রন্থের বাক্যের সংশোধন ও সংস্করণের প্রতি উল্লেখযোগ্য কোনো দৃষ্টি দান করা হয়েছে, না যুগের অধ্যয়ন রুচির ক্রমোন্নয়নের সাথে সাথে এর অধ্যায়ের শ্রেণী বিন্যাস ও সংস্কার-সংশোধনের কোনো ব্যবস্থা করা হয়েছে। মনে হয়, ভক্তরাও একে বড়জোর বরকত লাভের উপকরণ মনে করে নিয়েছিলো এবং এই প্রিয় মহামূল্য গ্রন্থের সাথে সম্পর্কের দাবী কেবল এই বুঝেছিলো যে, এটা যেভাবে এসেছে হুবহু সেভাবেই ভাবী বংশধরদের হাতে তুলে দিতে হবে। ভূমিকা লেখকের জানা মতে বিভিন্ন সময়ে বাক্য সংশোধন

www.pathagar.com

এবং বক্তব্যের অধ্যায় বিন্যাসের জন্য মাত্র দু'টি প্রচেষ্টাই হয়েছে এবং তাও অর্ধসমাপ্ত রয়ে গিয়েছে।

জরুরী কাজ

এ ক্ষেত্রে কয়েকটি জরুরী কাজ ছিল যা গ্রন্থ রচনা ও সংকলনের ক্ষেত্রে সুরুচিসম্পন্ন ব্যক্তিদের দৃষ্টি থেকে গোপন থাকা সম্ভব ছিল না। 'তাকবিয়াতুল ঈমান' অধ্যয়নের সময় প্রথম দৃষ্টিতে একথা সুস্পষ্ট হতে পারে যে, শাহ সাহেব তাঁর অন্যান্য রচনার মত এ গ্রন্থখানাও কলম ধরেই তাৎক্ষণিক লিখে ফেলেছিলেন। এ সময় সরজমীনে ইসলামিয়াতের পুনরুজ্জীবনে যে মহান উদ্দেশ্যের জন্য তিনি তাঁর প্রিয় জীবনের মহামূল্যবান সময় ওয়াক্‌ফ করেছিলেন তাতে অস্বাভাবিক ব্যস্ত ও নিমগ্ন থাকার কারণে বাহ্যত 'তাকবীয়াতুল ঈমান' এর পাণ্ডুলিপির ওপর দ্বিতীয়বার দৃষ্টি দেয়ার অবকাশ পাননি। গ্রন্থের ব্যাপারে শাহ শহীদ যে জরুরী কাজটি আঞ্জাম দিতে পারেননি ভক্তদের কর্তব্য ছিল তা আঞ্জাম দেয়া।

(১) গ্রন্থের বিভিন্নস্থানে উপশিরনাম ব্যবহার করা যেতো। এভাবে গ্রন্থের অধ্যয়ন আরো সহজ ও উপকারী হতো।

(২) প্রয়োজন অনুসারে শাহ শহীদ (রহ) হাদীসসমূহের মূল ইবারতও উল্লেখ করেছেন। টীকাতে ঐসব হাদীসের 'তাখরীজ' বা যাচাই-বাছাই করা এবং হাদীস গ্রন্থের বরাত দেয়া দরকার ছিল।

(৩) শাহ শহীদ তার চার পাশে বিরাজিত যেসব শরীয়ত বিরোধী রীতিনীতি ও কাজকর্মের ব্যাপকতা দেখেছিলেন তা সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করেছেন। পরবর্তী সময়ে ঐসব রীতিনীতি ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হয়ে গেছে। ঐসব রীতিনীতির প্রকৃতি ও ধরন-ধারণ সংক্ষেপে বর্ণনা করা দরকার ছিল তাহলে ঐসব যে শরীয়ত অনুমোদিত ছিল না পাঠকের কাছে তা গোপন থাকতো না। ফলে তারা ঐ প্রকৃতির অন্যান্য রীতিনীতি ও কাজকর্ম থেকে বিরত থাকতো যা প্রকৃতিগতভাবে একই হলেও নিজ নিজ গণ্ডিতে ভিন্ন ভিন্ন আকার-আকৃতিতে বিরাজ করে।

(৪) শাহ শহীদের যুগে লিখন পদ্ধতি ছিল ভিন্ন ধরনের। বিশেষ করে যতি বা বিরাম চিহ্ন ব্যবহারের কোনো নিয়ম তখন ছিল না। পরবর্তী সময়ে লিখন পদ্ধতি ক্রমান্বয়ে সংশোধিত হয়ে এসেছে। ফলে প্রয়োজন ছিল পুরনো লিখন পদ্ধতি পরিত্যাগ করে নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করা এবং যথাস্থানে বিরামচিহ্ন

www.pathagar.com

ব্যবহার করা। এভাবে বাক্য সহজবোধ্য হয়ে যেতো এবং গ্রন্থের কল্যাণকারিতা বৃদ্ধি পেতো।

(৫) পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সরলতা, সাবলীলতা এবং বাক্যের সুংসবদ্ধতা ও হৃদয়গ্রাহিতার বিচারে এটা আজও একখানা বিরল গ্রন্থ। তা সত্ত্বেও এর কিছু কিছু শব্দ ও বাক্যাংশের অর্থ খুব একটা সুস্পষ্ট ছিল না, এর ব্যাখ্যা জরুরী ছিল।

আফসোস ! এসব কাজের কোনোটাই হয়নি। কেউ কেউ এদিকে দৃষ্টিপাত করলেও প্রয়োজন ও চাহিদা অনুপাতে তা পূরণ করতে পারেননি। এসব উদ্দেশ্য পূরণার্থে গ্রন্থের অধ্যায় রচনা ও যাচাই-বাছাই করা হয়েছে।

বর্তমানকাল

আজ এ গ্রন্থের উপকারিতার গণ্ডি বাহ্যত অনেক ব্যাপকতা লাভ করেছে। শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহ) আজ জনগণের কাছে ওহাবী মতবাদের অনুসারী নয় বরং ইসলামী পুনরুজ্জীবনের পতাকাবাহী ছিলেন বলে স্বীকৃত। তিনি এমন এক সময় পাক-বাংলা-ভারতের বিশাল ভূ-ভাগে খাঁটি ইসলামী হুকুমাত কায়েমের জন্য জিহাদের ঝাণ্ডা সমুন্নত করেছিলেন যখন মুসলমানদের হাজার বছরের শাসনের সমস্ত নাম নিশানা মুছে যাচ্ছিলো। এমন এক যুগে তিনি পরিশুদ্ধকরণ ও স্বাধীনতার প্রদীপ জ্বালিয়েছিলেন যখন চারদিকে কেবল অসহায়ত্ব ও নৈরাশ্যের অন্ধকার ছেয়ে ছিল। তিনি এমন পরিস্থিতিতে মুসলমানদেরকে সাহস ও দৃঢ়তার পথ দেখিয়েছিলেন যখন তাদের বিজয়ী ভূমিকার ওপর মরণ দশা চেপে বসেছিলো। আজ তাঁদের মুজাহিদসুলভ কৃতিত্বের উল্লেখ দীনের খেদমত এবং জাতির সঠিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের একটি অত্যন্ত কার্যকরী উপায় বলে মনে করা হয়। সুতরাং 'তাকবীয়াতুল ঈমান'-কে আরো আকর্ষণীয় ও অধ্যয়ন উপযোগী বানানো একটা বিরাট খেদমত। একথাও সত্য যে, শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহ) সোয়াশ' বছর পূর্বে যাকিছু বলেছিলেন তার গুরুত্ব ও উপযোগিতার সঠিক মূল্যায়ন বর্তমান সময় যেভাবে করতে পারে তা পূর্বের যুগে সম্ভব ছিল না।

তাকবীয়াতুল ঈমানের বিন্যাস

তাকবীয়াতুল ঈমানের বিষয়বস্তু বিন্যাসের পূর্বে শাহ ইসমাঈল শহীদ তাওহীদের প্রমাণ এবং শিরক ও বিদআত প্রত্যাখ্যান করার সপক্ষে আয়াত ও হাদীস একত্র করেছিলেন এবং এ সংকলনের নামকরণ করেছিলেন 'রাদ্দুল ইশরাক'। মরহুম নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান এসব হাদীস যাচাই-বাছাই

www.pathagar.com

করেছেন এবং সংকলনটি 'আল ইদরাক লি তাখরীজি আহাদীসে রাদ্দিল ইশরাক' নামে প্রকাশ করেছেন। শাহ শহীদ এ সংকলনের শুধু প্রথম অংশ উর্দুতে রূপান্তর করেছিলেন এবং এ অংশের নামই 'তাকবীয়াতুল ঈমান'। অবশিষ্ট অংশ মওলবী সুলতান মুহাম্মদ 'তাযকীরুল ইখওয়ান' নামে উর্দুতে প্রকাশ করেছেন।

নিশ্চিতভাবে একথা বলা যায় না যে, কোন্ যুগে 'তাকবীয়াতুল ঈমান' লেখা হয়েছিলো। কিন্তু এ গ্রন্থে একস্থানে খানায়ে কা'বার প্রাঙ্গনের দৃশ্য বর্ণনা করা হয়েছে। এ থেকে একটা ধারণা জন্মে যে, এটা নিজ চোখে দেখা দৃশ্যের বর্ণনা। তাই ধরে নেয়া যেতে পারে যে, হজ্জের সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের পর গ্রন্থখানা লেখা হয়েছে। মোল্লা বাগদাদী সাহেব কতিপয় লোকের প্ররোচনায় 'তাকবীয়াতুল ঈমান' গ্রন্থ সম্পর্কে কতিপয় প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন। তার জবাবে শাহ শহীদ কানপুর থেকে তাকে একখানা পত্র লিখেছিলেন। এ পত্রে সন লিপিবদ্ধ আছে ১২৪০ হিজরী। এ থেকেও অনুমিত হয় যে, গ্রন্থখানা হজ্জের সফর থেকে ফিরে আসার পর ১২৪০ হিজরীর প্রথম দিকে লেখা হয়েছিলো। সেই যুগে শাহ শহীদ (রহ) সর্বাত্মকভাবে দাওয়াত, সংগঠন ও জিহাদের জন্য নিজেকে ওয়াক্‌ফ করেছিলেন। এরপর ১২৪১ হিজরীর ৭ই জমাদিউসসানী জিহাদের জন্য যাত্রা করেছিলেন।

মোল্লা বাগদাদী সাহেব শাহ ইসমাঈল শহীদের পত্র পাঠ করে নিজের ভুল স্বীকার করলেন। দিল্লীর আলেমদের মধ্যে যে ব্যক্তি শাহ শহীদের সর্বাপেক্ষা বেশী বিরোধী অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন তিনি হচ্ছেন মাওলানা ফজলুল হক খায়েরাবাদী। তার সম্পর্কে বর্তমানে ব্যাপকভাবে একথা স্বীকৃত যে, জ্ঞান ও মর্যাদায় অতি উচ্চাসনের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর আকীদাগত ধ্যান-ধারণা ছিল সাধারণ মানুষদের মত। শাহ শহীদ (রহ) তাঁর 'এক দিবসী' পুস্তিকার ঐসব আপত্তি ভিত্তিহীন প্রমাণ করেছেন। এখানে এ বিষয়টির বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয়।

তাকবীয়াতুল ঈমানের বিভিন্ন কপি

গ্রন্থের সম্পূর্ণ নতুন বিন্যাস ও সংস্করণের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম কাজ ছিল এমন কপি সংগ্রহ করা, যার ওপর বাহ্যত অধিক নির্ভর করা যায়। আমাদের সামনে যেসব কপি ছিল সেগুলোর অবস্থা নিম্নরূপ ঃ

(১) হাতে লেখা কপি। লিখিত ১২৫২ হিজরী ৭ই যুলকাদা, (১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারী)। মোট ১১৪ পৃষ্ঠা, প্রতি পৃষ্ঠা ১৪ লাইন এবং প্রতি

www.pathagar.com

লাইনে ১৬টি শব্দ। আমার জানামতে হাতে লেখা সর্বাপেক্ষা পুরনো কপি। কোনো কোনো পাতা কিছুটা কম খাওয়া। প্রথম আট পৃষ্ঠা নেই।

(২) হাতে লেখা কপি। পৃষ্ঠা ২৩৭, প্রতি পৃষ্ঠা ৮ লাইন এবং প্রতি লাইনে ১৪টি শব্দ। লেখা সুন্দর, কাগজও সুন্দর। লেখার তারিখ লিপিবদ্ধ নেই। এ দু'টি কপিই খালীলুর রহমান কাউমী সাহেবের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

(৩) দারুল উলুম দিল্লীর ছাপাখানায় মুদ্রিত 'তাকবীয়াতুল ঈমান'। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দ। সর্বমোট ৯২ পৃষ্ঠা। এটা কোন্ সংস্করণ তা জানা যায়নি। আজ পর্যন্ত আমরা এর পূর্বে মুদ্রিত কোনো কপি পাইনি।

(৪) নাস্তালিক টাইপে মুদ্রিত কপি। এটা মাওলানা মুহাম্মদ হাসান (রহ) কর্তৃক সংশোধিত, মওলবী আবদুল লফিত (রহ) ও মওলবী কামেল (রহ)-এর ব্যবস্থাপনায় এবং মুন্সী গোলাম মাওলা (রহ) ও মুন্সী ওয়াজেদ সাহেবের তত্ত্বাবধানে কলকাতার মুহসেনী ছাপাখানায় মুদ্রিত হয়েছিলো। মুদ্রণ সমাপ্তির তারিখ ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে। এতে বাক্য সংশোধনের বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। ইবারত তুলনা করে জানা যায় যে, সংশোধনকারী কিছু সংখ্যক ইবারতে পরিবর্তন সাধন করেছেন।

এছাড়াও আরো বিভিন্ন সংস্করণ সামনে ছিল যার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'জমিয়তে দাওয়াত ও তাবলীগ' কর্তৃক প্রকাশিত সংস্করণ যা মাওলানা মুহিউদ্দীন কাসূরী (রহ) বিন্যাস করেছিলেন।

বিন্যাস নীতি

গ্রন্থখানিকে সম্পূর্ণ নতুনরূপে বিন্যাস ও সংস্করণের নীতি ও সীমা সম্পর্কে এমন সব জ্ঞানী ও পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গের সাথে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে যারা এ ব্যাপারে মতামত দেয়ার যোগ্য। কেউ কেউ বলেছিলেন, অপ্রচলিত শব্দ ও বাকরীতি পরিবর্তন করা এবং জটিল বাক্যসমূহে এতটা সংশোধন অবশ্যই করা যেন বর্তমান যুগের বই-পুস্তক অধ্যয়নে অভ্যাস্ত ব্যক্তিদের কাছে তার অর্থ আপনা থেকেই পরিষ্কার হয়ে যায়। এ ধরনের আংশিক সংশোধন পূর্বেও হয়েছিলো। কিন্তু গভীর চিন্তা-ভাবনার পর মনে হয়েছে, কোনো অংশেরই পরিবর্তন-পরিবর্ধন করতে হবে না বরং ইবারতসমূহ সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে সংশোধন করে হুবহু ছাপা হোক। শুধু এতটুকু করা হয়েছে যে, শাহ ইসমাঈল শহীদের যুগের লিখন পদ্ধতি পরিত্যাগ করে প্রচলিত পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। যেমন ঃ

www.pathagar.com

(১) শাহ ইসমাঈল শহীদের যুগে কোনো কোনো শব্দাবলীকে এক সাথে লেখার নিয়ম ছিল। কিন্তু বর্তমান গ্রন্থে প্রতিটি শব্দ আলাদা আলাদাভাবে লেখা হয়েছে।

(২) শাহ ইসমাঈল শহীদের যুগে 'بنو' এবং 'جاو' শব্দদ্বয়কে 'بنوں' এবং 'جاو' লেখা হতো। বর্তমান গ্রন্থে প্রচলিত নিয়ম অবলম্বন করা হয়েছে।

(৩) গোটা গ্রন্থেই স্থানে স্থানে বিরাম চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে যাতে বাক্য ও বাক্যাংশের মধ্যে পার্থক্য করা যায়। এ ক্ষেত্রে কোনো কোনো স্থান থেকে 'اور' (আওর) বা এ ধরনের শব্দ পরিত্যাগ করা হয়েছে।

আমাদের মতে এর কোনোটাকেই বাক্যের পরিবর্তন বলে আখ্যায়িত করা যায় না। এটা কেবলমাত্র লিখন পদ্ধতির পার্থক্য।

(৪) যেসব শব্দ বা বাক্যাংশের অর্থ ব্যাখ্যার মুখাপেক্ষী ছিল টীকায় তার ব্যাখ্যা করা হয়েছে কিংবা বাক্যের ভেতরেই বন্ধনীর মধ্যে একটি বা কয়েকটি শব্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

(৫) মূল আলোচনায় আংশিক উদ্ধৃত হাদীস টীকায় পূর্ণাঙ্গ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

(৬) কোনো কোনো আয়াতের অনুবাদে শাহ শহীদ কেবলমাত্র কুরআনের উদ্দিষ্ট অর্থ এবং নিজের উদ্দেশ্য বিবেচনায় রেখেছেন। এ ধরনের আয়াতের শাব্দিক অনুবাদের ক্ষেত্রে শাহ আবদুল কাদের মুহাদ্দিস (রহ)-এর অনুবাদ গ্রহণ করা হয়েছে।

শেষ নিবেদন

আমার অপর্যাপ্ত সামর্থানুসারে চূড়ান্ত চেষ্টা চালিয়েছি যাতে গ্রন্থের অধ্যয়ন সর্বাধিক সহজ এবং দৃষ্টি ও মনকে আকর্ষণকারী হয়ে যায়। এ ব্যাপারে যদি কিছু সাফল্য এসে থাকে তাহলে তা মহান আল্লাহর অনুগ্রহের দান ছাড়া আর কিছুই মনে করি না। আর যদি কোথাও গাফলতি হয়ে থাকে তাহলে তা আমার নিজের চিন্তা ও দৃষ্টির বিচ্যুতি মনে করে সম্মানিত পাঠকদের সামনে ওজর পেশ করছি। উদ্দেশ্য এ ছাড়া আর কিছুই নয় যে, শাহ শহীদের এ গুরুত্বপূর্ণ দীনি কৃতিত্ব থেকে উপকৃত হওয়ার গণ্ডি সর্বাধিক বিস্তৃত হয় এবং মুসলমান সত্যিকার অর্থে মুসলমান হয়ে যায়।

وَاٰخِرُ دَعْوٰنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ـ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

গোলাম রসূল মেহের

www.pathagar.com

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রারম্ভিক কথা

হামদ ও সালাত

হে খোদা, তোমার হাজার শোকর, তুমি আমাদেরকে অসংখ্য নিয়ামত দান করেছো, আমাদেরকে তোমার সত্য দীনের পথ-নির্দেশনা দান করেছো, সঠিক পথে পরিচালনা করেছো, তাওহীদের অনুসারী বানিয়েছো, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মত বানিয়েছো, দীনের প্রতি আকর্ষণ দিয়েছো এবং দীনদারদের প্রতি ভালবাসা দান করেছো। হে আমাদের রব, আমাদের পক্ষ থেকে দোয়া, তোমার প্রিয় নবী (স)-এর ওপর, তাঁর পরিবারের লোকজনদের ওপর, তাঁর সাহাবাদের ওপর এবং তার স্থলাভিষিক্তদের ওপর তোমার রহমত ও শান্তির বারি বর্ষণ করো। আমাদেরকেও তাদের সাথে অন্তর্ভুক্ত করো, ইসলামী জীবন যাপনের তাওফীক দান করো, ইসলামের ওপরেই আমাদের জীবনাবসান করো এবং ইসলামের অনুসারীদের নামের তালিকায় আমাদের নাম লিখে নাও। আমীন ! সুম্মা আমীন !!

বান্দা ও বন্দেগী

অতপর, মানুষ সবাই আল্লাহর বান্দা। বান্দার কাজ বন্দেগী বা দাসত্ব করা। যে বান্দা বন্দেগী ফাঁকি দেয় সে বান্দা নয়। বন্দেগী নির্ভর করে ঈমানের সংশোধনের ওপর। যার ঈমানে ত্রুটি আছে তার বন্দেগী গ্রহণযোগ্য নয়। আর যার ঈমান পরিশুদ্ধ তার যৎসামান্য বন্দেগীও মূল্যবান। তাই ঈমান পরিশুদ্ধ করার চেষ্টা করা এবং সব জিনিসের চেয়ে ঈমানকে অগ্রাধিকার দান করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরয।

যুগের অবস্থা

বর্তমান যুগে মানুষ বিভিন্ন পথ অবলম্বন করে আছে। কেউ বাপ-দাদার রীতিনীতি অনুসরণ করছে। কেউ বুযর্গদের পন্থা-পদ্ধতিকে ভাল মনে করছে। কেউ আলেমদের নিজেদের কথাকে সনদ হিসেবে পেশ করছে এবং কেউ বিবেক-বুদ্ধিকে প্রয়োগ করছে এবং দীনি ব্যাপারে বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে লাগাচ্ছে।

সর্বাপেক্ষা উত্তম পথ

কুরআন ও হাদীসকে মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করা হচ্ছে সর্বাপেক্ষা উত্তম পথ। শরয়ী বিষয়ে বিবেক-বুদ্ধি অনুসারে কাজ না করে এ দু'টি উৎস (কুরআন

www.pathagar.com

ও হাদীস) থেকে আত্মাকে পরিতৃপ্ত করতে হবে। বুযর্গদের যে কথা, আলেমদের যে মাসয়ালা এবং সামাজিকতার যে রীতিনীতি কুরআন ও হাদীসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তা মেনে নিতে হবে এবং যা এ দু'য়ের পরিপন্থী তা পরিত্যাগ করতে হবে।

দীন ইসলামকে বুঝা কঠিন নয়

জনসাধারণের মধ্যে একথা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে আছে যে, কুরআন ও হাদীস বুঝা অত্যন্ত কঠিন ; এজন্য অনেক গভীর জ্ঞানের প্রয়োজন। তাই আমরা অজ্ঞ লোকেরা কি করে তা বুঝবো এবং কিভাবে তদনুসারে আমল করবো ? অলী এবং বুযর্গরাই কেবল এর ওপর আমল করতে পারে। জনসাধারণের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কারণ, মহান আল্লাহ বলেছেন, পবিত্র কুরআনের কথা সুস্পষ্ট ও সহজবোধ্য ঃ

وَلَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ اٰيٰتٍ بَيِّنٰتٍ ج وَمَا يَكْفُرُبِهَا اِلاَّ الْفٰسِقُوْنَ ○

"আমি তোমার কাছে সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ নাযিল করেছি। ফাসেক লোক ছাড়া কেউ তা অস্বীকার করে না।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ৯৯)

অর্থাৎ কুরআন ও হাদীস বুঝা আদৌ কঠিন নয়, খুবই সহজ। তবে সে অনুযায়ী আমল করা কঠিন। কেননা, প্রবৃত্তিকে বশ মানানো কঠিন বলে প্রতিভাত হয়। তাই নাফরমানরা তা মানে না।

রাসূল কেন এসেছেন ?

কুরআন হাদীস বুঝার জন্য খুব বেশী বিদ্যা-বুদ্ধির প্রয়োজন নেই। কারণ, নবী নির্বোধদের পথ দেখানোর জন্য, জাহেলদের বুঝানোর জন্য এবং জ্ঞানহীনদের জ্ঞানদানের জন্যই এসেছিলেন। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○

"তিনিই উম্মীদের মধ্যে তাদেরই একজনকে রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছেন যে তাদেরকে তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনায়, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করে এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয়। ইতিপূর্বে তো তারা ছিল সুস্পষ্ট গোমরাহীর মধ্যে।"–(সূরা আল জম'আ ঃ ২)

অর্থাৎ এটা মহান আল্লাহর মস্তবড় নিয়ামত যে, তিনি এমন একজন রাসূল পাঠিয়েছেন যিনি অজ্ঞদের জ্ঞানী, অপবিত্রদের পবিত্র, জাহেলদের আলেম,

www.pathagar.com

জ্ঞানহীনদের জ্ঞানবান এবং পথভ্রষ্টদের পথপ্রাপ্ত বানিয়ে দিয়েছেন। এ আয়াত বুঝার পরও যদি কেউ বলে যে, কুরআন বুঝা আলেমদের কাজ এবং কুরআনের নির্দেশ অনুসারে কাজ করা বুযর্গদের কাজ তবে সে এ আয়াতকেই প্রত্যাখ্যান করে এবং আল্লাহর বিরাট নিয়ামতের অমর্যাদা করে। বরং বলা উচিত যে, কুরআন বুঝে জাহেল আলেম হয়ে যায় এবং পথভ্রষ্ট এর ওপর আমল করে বুযর্গ হয়ে যায়।

চিকিৎসক ও রোগীর উদাহরণ

একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বুঝতে চেষ্টা করুন। এক স্থানে একজন বিজ্ঞ চিকিৎসক আছেন এবং একজন কঠিন রোগে আক্রান্ত রোগী আছে। এক ব্যক্তি সমবেদনা প্রকাশ করে রোগীকে বললো যে, তুমি অমুক চিকিৎসকের কাছে গিয়ে তোমার চিকিৎসা করিয়ে নাও। কিন্তু রোগী বললো যে, তার কাছে গিয়ে চিকিৎসা করানো তো সেইসব সুস্থ লোকদের কাজ যাদের স্বাস্থ্য খুবই ভাল। আমি তো কঠিন রোগে আক্রান্ত, আমি সেখানে গিয়ে কি করে চিকিৎসা করাতে পারি ? এ ধরনের রোগীকে কি আপনারা পাগল বলে আখ্যায়িত করবেন না ? কারণ, এ মূর্খ সেই সুযোগ্য চিকিৎসকের জ্ঞান-গম্যিকে স্বীকারই করে না। রোগীদের জন্যই চিকিৎসকের প্রয়োজন। যে সুস্থ লোকদের চিকিৎসা করে সে আবার চিকিৎসক কিসের। অর্থাৎ কুরআন ও হাদীস বুঝা এবং শরীয়তের আদেশ নিষেধের ওপর অত্যন্ত তৎপরতার সাথে আমল করা একজন আলেম ও বুযর্গদের যতটা দরকার একজন জাহেল ও গোনাহগারেরও ঠিক ততটাই দরকার। তাই নির্বিশেষে সকল ব্যক্তির জন্য ফরয হচ্ছে কিতাব ও সুন্নাত প্রতিষ্ঠায় লেগে থাকা, তা বুঝার চেষ্টা করা, তার ওপর আমল করা এবং সেই ছাঁচে ঢেলে ঈমান গঠন করা।

তাওহীদ ও রিসালত

মনে রেখো, ঈমানের দু'টি অংশ। (১) আল্লাহ তাআলাকে নিরংকুশ ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করা এবং (২) রাসূলকে রাসূল হিসেবে মেনে নেয়া। আল্লাহকে নিরংকুশ ইলাহ হিসেবে মেনে নেয়ার অর্থ হচ্ছে, তার সাথে কাউকে শরীক না করা। আর রাসূলকে রাসূল হিসেবে মেনে নেয়ার অর্থ হচ্ছে, তাঁর প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করা। প্রথম অংশ তাওহীদ এবং দ্বিতীয় অংশ সুন্নাতের অনুসরণ। তাওহীদের বিপরীত হচ্ছে শিরক এবং সুন্নাতের বিপরীত হচ্ছে বিদআত। প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে, তাওহীদ ও সুন্নাতের অনুসরণের ওপর দৃঢ়তার সাথে প্রতিষ্ঠিত থাকা, তা বুকের সাথে আঁকড়ে ধরে রাখা এবং শিরক ও বিদআত থেকে নিজেকে রক্ষা করা। ঈমানরূপ সম্পদের ঘূণ হচ্ছে শিরক ও

www.pathagar.com

বিদআত যা ঈমানকে ধ্বংস করে ফেলে। অন্যান্য গোনাহর কারণে শুধু আমল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ কারণে যে ব্যক্তি তাওহীদবাদী, সুন্নাতের অনুসারী এবং শিরক ও বিদয়াতের প্রতি ঘৃণা পোষণকারী তার কাছে বসলে তাওহীদ ও সুন্নাতের অনুসরণের আগ্রহ সৃষ্টি হয়। এ ধরনের লোককে উস্তাদ বা পীর মনে করা উচিত।

তাকবীয়াতুল ঈমান রিসালা

আমি এ পুস্তিকায় তাওহীদ ও সুন্নাতের বর্ণনা এবং শিরক ও বিদয়াতের আনিষ্টকারিতা সম্পর্কিত বিষয়ে কতিপয় আয়াত ও হাদীস সন্নিবেশিত করেছি, প্রাঞ্জল ও সহজ-সরল ভাষায় যার অনুবাদ করে ব্যাখ্যার জন্য সংক্ষিপ্ত টীকাও দিয়েছি, যাতে সব শ্রেণীর মানুষ তা থেকে উপকৃত হতে পারে এবং যাকে ইচ্ছা আল্লাহ সঠিক পথে নিয়ে আসেন। আল্লাহ করুন, আমার এ কাজ যেন আখেরাতে আমার মুক্তির কারণ হয়। আমীন ! এ পুস্তিকার নাম "তাকবীয়াতুল ঈমান"। এতে রয়েছে দু'টি অধ্যায়। প্রথম অধ্যায়ে তাওহীদের বর্ণনা এবং শিরকের অনিষ্টকারিতা সম্পর্কে বলা হয়েছে এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে সুন্নাতের অনুসরণের বর্ণনা ও বিদয়াতের কুফল তুলে ধরা হয়েছে।

তাওহীদের বর্ণনা

সর্বসাধারণের অজ্ঞতা ঃ সাধারণভাবে মানুষের মধ্যে শিরক ছড়িয়ে আছে। তাওহীদ অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য। ঈমানের দাবীদার অধিকাংশ মানুষ তাওহীদ ও শিরকের অর্থ কি তাই বুঝে না। নিজেকে মুসলমান বলে দাবী করে কিন্তু অজ্ঞাতসারে শিরকের মধ্যে ডুবে আছে। সুতরাং প্রথমেই তাওহীদ ও শিরকের অর্থ বুঝার চেষ্টা করা উচিত যাতে কুরআন ও হাদীস থেকে তার ভাল মন্দ জানা যায়।

শিরকের কাজ ঃ মানুষ সাধারণত বিপদের সময় পীর, নবী-রাসূল, ইমাম, শহীদ, ফেরেশতা এবং জিনদেরকে ডাকে, তাদের কাছেই নিজের মনোবাঞ্ছা পূরণের আশা করে এবং তাদের উদ্দেশ্যেই মানত করে। উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তাদের নামেই নযর-নিয়াজ দেয় এবং রোগ-ব্যাধির হাত থেকে বাঁচার জন্য নিজের সন্তানদের তাদের সাথে সম্পর্কিত করে। তাই সন্তানদের নাম রাখে আবদুন নবী, আলী বখশ, হুসাইন বখশ, পীর বখশ, মাদার বখশ, সালার বখশ, গোলাম মহীউদ্দীন, গোলাম মুঈনুদ্দীন ইত্যাদি। অনেকে তাদের নামে জট রাখে, অনেকে তাদের নামে কাপড় পরিধান করে, অনেকে তাদের নামে বেড়ি পরে, অনেকে বিপদের সময় তাদেরকে ডাকে আবার অনেকে তাদের

www.pathagar.com

নামে শপথ করে। অমুসলিমরা দেব-দেবীদের নামে যেসব কাজ করে এসব নামকা ওয়াস্তে মুসলমানরা আম্বিয়া, আউলিয়া, আয়েম্মা, শহীদ, ফেরেশতা এবং জিন-পরীদের নামে তাই করে এবং এরপরও তারা মুসলমান হওয়ার দাবী করে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلاَّ وَهُمْ مُشْرِكُوْنَ ○ (يوسف : ١٠٦)

"আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করেও অধিকাংশ মানুষ শিরক করে।"

–(সূরা ইউসুফ ঃ ১০৬)

ঈমানের দাবী ও শিরকমূলক কাজ

অধিকাংশ ঈমানের দাবীদার শিরকের চোরাবালিতে আটকা পড়ে আছে। কেউ যদি তাদেরকে বলে, তোমরা ঈমানের দাবী করো অথচ শিরকের মধ্যে ডুবে আছ, এভাবে শিরক ও ঈমানের পরস্পর বিরোধী দু'টি পথকে আঁকড়ে ধরছো কেন ? জবাবে তারা বলে, আমরা শিরক করছি না, বরং আম্বিয়া ও আওলিয়াদের প্রতি ভালবাসা পোষণ করছি। আমরা তাদের ভক্ত-অনুরক্ত। আমরা তাদেরকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করলে তবেই তো শিরক হতো। আমরা তাদেরকে আল্লাহর বান্দা ও সৃষ্টি মনে করে থাকি। আল্লাহ তাদেরকে শক্তি ও ক্ষমতা দান করেছেন। তারা আল্লাহর ইচ্ছায়ই পৃথিবীতে ক্ষমতা ও আধিপত্য করে থাকেন। তাদের ডাকা আল্লাহকেই ডাকা এবং তাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা আল্লাহর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা। তারা আল্লাহর অতি প্রিয় তাই যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। তারা আমাদের সুপারিশকারী ও উকিল। তাদেরকে পেলে আল্লাহকে পাওয়া যায় এবং তাদেরকে ডাকলে আল্লাহর নৈকট্য অর্জিত হয়। আমরা যতটা তাদেরকে মানবো ততটাই আল্লাহর নৈকট্য অর্জিত হতে থাকবে। তারা এ ধরনের আরো অনেক বাজে কথা বলে থাকে।

কুরআনের সিদ্ধান্ত

এসবের একটিই মাত্র কারণ। আর তা হচ্ছে এসব লোকেরা কুরআন ও হাদীস পরিত্যাগ করেছে, শরীয়তকে বুদ্ধির নিক্তিতে ওজন করেছে, মিথ্যা কাহিনীর পেছনে লেগে আছে এবং ভ্রান্ত রীতিনীতিকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করেছে। তাদের কাছে যদি কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান থাকতো তাহলে তারা জানতে পারতো যে, মুশরিকরাও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে এ ধরনের প্রমাণই পেশ করতো। তাদের প্রতি আল্লাহর ক্রোধ বর্ষিত হয়েছে। তাদের এসব কথাকে তিনি মিথ্যা আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেন ঃ

www.pathagar.com

وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَالاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنْفَعُهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ هٰؤُلاَءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ ط قُلْ اَتُنَبِّئُوْنَ اللّٰهَ بِمَا لاَيَعْلَمُ فِى السَّمٰوٰتِ وَلاَ فِى الْاَرْضِ ط سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○ (يونس : ١٨)

"তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন সব জিনিসের পূজা করে যা তার ক্ষতি বা উপকার কিছুই করতে পারে না। (ঐসব জিনিস সম্পর্কে) তারা বলে, এরা আল্লাহর কাছে আমাদের সুপারিশকারী। আপনি বলে দিন, তোমরা কি আল্লাহকে এমন বিষয়ে অবহিত করছো যা আসমান ও যমীনে (আছে বলে) তিনি জানেন না (অর্থাৎ যার কোনো বাস্তবতা নেই)? তিনি তাদের নির্ধারিত শরীকদের থেকে পবিত্র ও উর্ধে।-(সূরা ইউনুস ঃ ১৮)

আল্লাহ ছাড়া কেউ শক্তিমান নেই

মুশরিকরা যেসব জিনিসের পূজা করে তা একেবারেই অসহায়। তাদের মধ্যে না আছে কারো উপকার করার শক্তি, না আছে ক্ষতি করার শক্তি। "এরা আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করবে।" তাদের একথা একেবারেই ভ্রান্ত। কারণ, আল্লাহ একথা বলেননি। তাহলে কি তোমরা আসমান ও যমীনের কথা আল্লাহর চেয়েও অধিক জান, যার কারণে তোমরা বলো যে, তারা আমাদের সুপারিশকারী হবে ? এতে জানা গেল যে, গোটা সৃষ্টি জগতের মধ্যে কারো এমন সুপারিশকারী নেই যে, যদি তাকে মান্য করা হয় তাহলে সে উপকার করবে এবং যদি মান্য করা না হয় তাহলে ক্ষতি করবে ? এমনকি নবী-রাসূল ও আওলিয়াদের সুপারিশও আল্লাহর ইচ্ছাধীন। প্রতিকূল পরিবেশে তাকে ডাকা বা না ডাকায় কিছুই হয় না। এ থেকে আরও জানা গেল যে, যে ব্যক্তিই কাউকে তার সুপারিশকারী মনে করে পূজা করে সেও মুশরিক। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖ اَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ اِلاَّ لِيُقَرِّبُوْنَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى ط اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِىْ مَا هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ط اِنَّ اللّٰهَ لاَيَهْدِىْ مَنْ هُوَ كٰذِبٌ كَفَّارٌ ○ (الزمر : ٣)

"আর যারা আল্লাহকে রেখে অন্যদেরকে বন্ধু বা সাহায্যকারী হিসেবে গ্রহণ করে এবং বলে যে, আমরা তাদের ইবাদত করি শুধু এ কারণে যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর সান্নিধ্যে এনে দেবে। তারা নিজেদের মধ্যে যে

www.pathagar.com

মতভেদ করছে আল্লাহ তার ফয়সালা করে দেবেন। মিথ্যাবাদী ও কাফেরদের আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেন না।"–(সূরা যুমার ঃ ৩)

আল্লাহ ছাড়া কোনো সাহায্যকারী নেই

সত্য কথা হলো আল্লাহ মানুষের অতি নিকটে। কিন্তু মানুষ মনে করে নিয়েছে যে, মূর্তি আমাদেরকে আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছিয়ে দেবে। তাই তারা তাদেরকে সাহায্যকারী মনে করেছে এবং আল্লাহ যে সরাসরি সবার আহ্বান শোনেন ও সবার আশা পূরণ করেন এ নিয়ামতকে প্রত্যাখ্যান করে আশা পূরণের জন্য অন্যদের ডাকতে শুরু করেছে। তাছাড়া বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে এই যে, ভ্রান্ত ও অযৌক্তিক পথে আল্লাহর নৈকট্য অনুসন্ধান করা হয়। এসব অকৃতজ্ঞ ও মিথ্যাবাদীরা কিভাবে হিদায়াত লাভ করতে পারে ? তারা এ বাঁকা পথ ধরে যতটা অগ্রসর হবে সরল-সহজ পথ থেকে ততটাই দূরে সরে যাবে।

আল্লাহ ছাড়া কোনো আশা পূরণকারী নেই

এ থেকে জানা যায়, যে ব্যক্তিই আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে একথা ভেবে পূজা করবে যে, তাকে পূজা করলে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যাবে সে মুশরিক, মিথ্যাবাদী এবং আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত প্রত্যাখ্যানকারী। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

قُلْ مَنْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيْرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ـ سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ط قُلْ فَاَنّٰى تُسْحَرُوْنَ○ (المومنون : ٨٩-٨٨)

"তুমি বলে দাও, এমন সত্তা কে আছে যার হাতে সব জিনিসের মালিকানা ও ক্ষমতা। তিনিই আশ্রয়দাতা। তার প্রতিপক্ষের কেউ আশ্রয় দিতে পারে না, যদি এ বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান থাকে (তাহলে বলো)? তারা এ জবাবই দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া এমন সত্তা আর কেউ নেই। তুমি বলো, তারপরও তোমরা কেমন করে বিভ্রান্ত হচ্ছো ?"–(মুমিনূন ঃ ৮৮-৮৯)

অর্থাৎ যদি মুশরিকদেরকেও জিজ্ঞেস করা হয় যে, গোটা বিশ্ব-জাহানে কে সেই সত্তা যার ক্ষমতা ও এখতিয়ার আছে এবং যার মোকাবিলায় কেউ দাঁড়াতে পারে না, তাহলে তারাও বলবে যে, তিনি হচ্ছেন আল্লাহ। এরপরও আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে মানা পাগলামি ছাড়া আর কি ? এ থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ তাআলা গোটা সৃষ্টি জগতে আর কাউকে ক্ষমতা ও এখতিয়ার দান করেননি বা কেউ কারো সাহায্যকারী হতে পারে না। তাছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগের মুশরিকরাও মূর্তিদেরকে

www.pathagar.com

আল্লাহর সমকক্ষ মনে করতো না, বরং সেগুলোকে তার বান্দা ও সৃষ্টি মনে করতো। তারা এও জানতো যে, এদের মধ্যে খোদায়ী শক্তি নেই। কিন্তু তাদেরকে ডাকা, তাদের নামে মানত করা, তাদের সামনে ভেট পেশ করা এবং তাদের উকীল ও সুপারিশকারী মনে করাই ছিল শিরক। এ থেকে বুঝা যায়, বান্দা এবং সৃষ্টিকূলের অন্তর্গত মনে করেও যদি কেউ কারো সাথে এরূপ আচরণ করে সে ক্ষেত্রে সেই ব্যক্তি ও আবু লাহাব শিরকের ব্যাপারে সমান।

শিরকের তাৎপর্য

কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করাই শুধু শিরক নয়, বরং যেসব বিষয়কে আল্লাহ তাআলা নিজের সত্তার গুণ হিসেবে নির্দিষ্ট করেছেন এবং বান্দার জন্য বন্দেগীর নির্দশন হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন অন্যদের সামনে যদি তাই করা হয় যেমন ঃ সিজদা, আল্লাহর নামে কুরবানী, মানত, বিপদের সময় সাহায্যের জন্য ডাকা, আল্লাহ তাআলার মত সব জায়গায় হাজির মনে করা, ক্ষমতা ও এখতিয়ারে অন্যদেরও কিছু অংশ আছে মনে করাও শিরক এবং শিরকেরই বিভিন্ন রূপ। সিজদা কেবল আল্লাহর পবিত্র সত্তার জন্যই নির্দিষ্ট। কুরবানী তার উদ্দেশ্যেই করা হয়। তার নামেই মানত করা হয়, বিপদে তাকেই ডাকা হয়, তিনিই সর্বত্র বিরাজ করেন ও দেখেন এবং সব রকম ক্ষমতা ও এখতিয়ার তার দখলে। গায়রুল্লাহর মধ্যে এসব গুণাবলীর কোনোটা আছে বলে মনে করাটাই শিরক, যদিও তাকে আল্লাহর চেয়ে ছোট এবং আল্লাহর বান্দা ও সৃষ্টিই মনে করা হয়। এ ব্যাপারে নবী, অলী, জিন, শয়তান, ভূত-প্রেত ও পরী সবই সমান। যার সাথেই এ আচরণ করা হবে তা শিরক হবে এবং যে করবে সে মুশরিক বলে পরিগণিত হবে। তাই আল্লাহ তাআলা ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে মূর্তিপূজকদের মত তিরস্কার করেছেন। অথচ তারা মূর্তির পূজা করতো না। তবে নবী-রাসূল ও অলীদের সাথে অনুরূপ আচরণ করতো। আল্লাহ বলেন ঃ

اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ ج وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوْٓا اِلٰهًا وَّاحِدًا ج لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ط سُبْحٰنَهٗ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○

"তারা আল্লাহর পরিবর্তে তাদের উলামা ও দরবেশকে রব বানিয়ে নিয়েছে এবং সেই সাথে মাসীহ ইবনে মরিয়মকেও। অথচ তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করতে—যিনি ছাড়া আর কেউ ইলাহ হওয়ার যোগ্য নয়। যিনি মুশরিকদের শিরক থেকে পবিত্র এবং সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী।"–(সূরা আত তাওবা ঃ ৩১)

www.pathagar.com

অর্থাৎ তারা আল্লাহকে সবচেয়ে বড় মালিক বলে জানে এবং তার চেয়ে ছোট ছোট আরো অনেক মালিক আছে বলে স্বীকার করে। ঐসব মালিক হচ্ছে তাদের ধর্মনেতা ও দরবেশরা। এ বিষয়ে তাদেরকে কোনো নির্দেশ দেয়া হয়নি। তারা শিরকের মধ্যে ডুবে আছে। আল্লাহ তাআলা এক, ছোট বা বড় তার কোনো প্রকার শরীক নেই। সবাই তার অসহায় বান্দা এবং অসহায়ত্বে সবাই সমান। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন ঃ

اِنْ كُلُّ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِلاَّ اٰتِى الرَّحْمٰنِ عَبْدًا ـ لَقَدْ اَحْصٰهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ـ وَكُلُّهُمْ اٰتِيْهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَرْدًا ○ (مريم : ٩٣-٩٥)

"আসমান ও যমীনে এমন কেউ নেই যে, দয়াময় আল্লাহর সামনে দাসরূপে হাজির হবে না। তিনি তাদেরকে হিসেব করে এবং গণনা করে রেখেছেন। সবাইকে ব্যক্তিগতভাবে তার সামনে হাজির হতে হবে।"

–(সূরা মারিয়াম ঃ ৯৩-৯৫)

অর্থাৎ মানুষ হোক বা ফেরেশতা সবাই আল্লাহর দাস। আল্লাহর কাছে তার এছাড়া আর কোনো মর্যাদা নেই যে, সে আল্লাহর হাতের মুঠির মধ্যে এবং অক্ষম ও অসহায়। তার এখতিয়ারে কিছুই নেই, সবকিছু সেই মহা মালিকের এখতিয়ারে। সবকিছু তারই করতলগত এবং তারই অধিকারভুক্ত। কাউকে অপর কারো দখলে দেন না। সবাই হিসাব নিকাশ নিয়ে তার সামনে হাজির হবে। সেখানে কেউ কারো উকীল বা সাহায্যকারী হবে না। এ বিষয়ে কুরআন মজীদে বহুসংখ্যক আয়াত আছে। শুধু নমুনা স্বরূপ আমরা এখানে কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করলাম। যারা এ আয়াতগুলো বুঝবে তারা ইনশাআল্লাহ শিরক ও তাওহীদকে ভালভাবে বুঝতে সক্ষম হবে।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

শিরকের প্রকারভেদ

এখন জানা দরকার যে, মহান আল্লাহ তার নিজ সত্তার জন্য কি কি জিনিস নির্দিষ্ট করে নিয়েছেন যাতে সেই সব জিনিসে কাউকে শরীক করা না হয়। এরূপ জিনিস অসংখ্য। এখানে আমরা তার কয়েকটি উল্লেখ করে কুরআন ও হাদীস থেকে তা প্রমাণ করবো যাতে এগুলোর সাহায্যে মানুষ অন্যগুলোকেও বুঝতে পারে।

১-জ্ঞানের ক্ষেত্রে শিরক

প্রথমত এ বিষয়টি জানা দরকার যে, আল্লাহ তাআলা জ্ঞানের সাহায্যে সর্বত্র হাজির এবং সবকিছু দেখছেন। অর্থাৎ তার জ্ঞান সবকিছু পরিব্যাপ্ত করে আছে। এ কারণে তিনি সর্বদা সব বস্তু সম্পর্কে অবহিত, তা দূরের হোক বা কাছের, গোপন হোক বা প্রকাশ্য, আসমানে হোক বা যমীনে, পাহাড়ের চূড়ায় হোক বা সমুদ্রের গভীর তলদেশে। এটা আল্লাহর বিশেষ গুণ, আর কারো মধ্যে এ গুণ নেই। কেউ যদি উঠতে বসতে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নাম নেয় কিংবা দূর অথবা নিকট থেকে বিপদমুক্ত করার জন্য কাউকে ডাকে অথবা তার নাম নিয়ে শত্রুর ওপর হামলা করে অথবা তার নামের খতম পড়ে কিংবা তার নাম জপ করে কিংবা মনের মধ্যে তার ধারণাই বদ্ধমূল করে নেয় কিংবা তার ছবির ধ্যান করতে থাকে কিংবা তার কবরকে ধ্যান করে এবং মনে করে যে, এভাবে সে জানতে পারে। আমার কোনো বিষয়ই তার কাছে গোপন নেই। তাছাড়া সুস্থতা ও অসুস্থতা, সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতা, জীবন ও মৃত্যু এবং আনন্দ ও দুঃখ যে অবস্থায়ই আমি থাকি না কেন সে এসব বিষয়ে সর্বদা অবহিত। আমার মুখ থেকে যে কথাই উচ্চারিত হয় সে তা শুনতে পায় এবং আমার মনের কল্পনা ও চিন্তা-ভাবনা সম্পর্কে অবগত থাকে। এ ধরনের সব কথা ও চিন্তা-ভাবনাই শিরকের অন্তর্ভুক্ত। এটা হচ্ছে জ্ঞানের ক্ষেত্রে শিরক। অর্থাৎ অন্যদের আল্লাহর মত জ্ঞান আছে বলে স্বীকার করা। এ ধরনের আকীদা-বিশ্বাস কোনো বড় মানুষ সম্পর্কে পোষণ করা হোক বা অতি নৈকট্য লাভকারী ফেরেশতা সম্পর্কে পোষণ করা হোক এবং তাদের এ জ্ঞান তাদের নিজস্ব মনে করা হোক বা আল্লাহ প্রদত্ত মনে করা হোক সর্বাবস্থায় তা শিরকমিশ্রিত আকীদা এবং একেই জ্ঞানের ক্ষেত্রে শিরক বলে।

www.pathagar.com

২-ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে শিরক

বিশ্বজাহানে ইচ্ছাকৃতভাবে ক্ষমতা ও এখতিয়ার প্রয়োগ করা, কর্তৃত্ব চালানো, ইচ্ছাকৃতভাবে মারা বা জীবিত করা, সচ্ছলতা ও অভাব, সুস্থতা ও অসুস্থতা, জয় ও পরাজয়, সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য, আশা পূরণ করা, বিপদ দূর করা, কঠিন পরিস্থিতিতে সাহায্য করা, প্রয়োজনে সহযোগিতা করা এসবই আল্লাহর বৈশিষ্ট। কেউ যত বড় মানুষ বা ফেরেশতাই হোক না কেন আল্লাহ ছাড়া আর কারোরই এ বৈশিষ্ট নেই। যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া আর কারো মধ্যে এ ক্ষমতা আছে বলে মনে করে, মনের আশা পূরণের জন্য তার কাছে প্রার্থনা করে, এ উদ্দেশ্যে তার নামে মানত বা কুরবানী করে এবং বিপদের সময় বিপদ দূরীভূত করার জন্য তাকে ডাকে এরূপ ব্যক্তি হচ্ছে মুশরিক এবং এ ধরনের কাজকে "শিরক ফিত্ তাছাররুফ" বা ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে শিরক বলে। অর্থাৎ গায়রুল্লাহও আল্লাহর মত ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে, সে ক্ষমতা তার সত্তাগত হোক বা আল্লাহর দেয়া বলে মানা হোক তা শিরক এবং সর্বাবস্থায় এ আকীদা শিরকমূলক আকীদা।

৩-ইবাদাতের ক্ষেত্রে শিরক

আল্লাহ তাআলা কোনো কোনো কাজকে তার ইবাদাতের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন। এ কাজগুলোকে ইবাদাতমূলক কাজ বলে, যেমন ঃ সিজদা, রুকূ', হাত বেঁধে দাঁড়ানো, আল্লাহর নামে দান খয়রাত করা, তার নামে রোযা রাখা এবং তার পবিত্র ঘরের যিয়ারতের জন্য দূর-দূরান্ত থেকে সফর করে আসা এবং এমন বেশ-ভূষায় আসা যেন লোক বুঝতে পারে যে, এরা হারামের যিয়ারতকারী। পথিমধ্যে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা, অযৌক্তিক কথা ও শিকার থেকে বিরত থাকা, অত্যন্ত সতর্কতার সাথে গিয়ে তার ঘর তাওয়াফ করা, উক্ত ঘরের দিকে মুখ করে সিজদা করা, কুরবানীর পশু ঐ ঘরের কাছে নিয়ে যাওয়া, সেখানে মানত করা, কা'বায় গেলাফ চড়ানো, কা'বার চৌকাঠের সামনে দাঁড়িয়ে দোয়া করা, দীন ও দুনিয়ার কল্যাণ কামনা করা, হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করা, কা'বার দেয়ালে মুখ ও বুক লাগানো, কা'বার গেলাফ ধরে দোয়া করা, কা'বার চারদিক আলোকিত করা, সেবক হিসেবে সেখানে থাকা, ঝাড়ু দেয়া, হাজীদের পানি পান করানো, অযু ও গোসলের জন্য পানি সরবরাহ করা, বরকত লাভের জন্য যমযমের পানি পান করা, শরীরে ঢালা, তৃপ্তি সহকারে পান করা, পরস্পরকে ভাগ করে দেয়া, আত্মীয় ও প্রিয়জনদের জন্য নিয়ে যাওয়া, তার আশপাশের বন-জংগল ও প্রান্তরের সম্মান করা, সেখানে শিকার না করা, গাছ-পালা না কাটা, ঘাস উৎপাটন না করা, পশু চারণ না করা, আল্লাহ তাআলা এসব কাজকে তার ইবাদাত বলে মুসলমানদেরকে জানিয়ে

www.pathagar.com

দিয়েছেন। তারপরও কোনো ব্যক্তি যদি নবী, অলী, ভূত-প্রেত, জিন-পরী কিংবা কেনো প্রকৃত কবর বা মিথ্যা কবরকে, কোনো দরগা অথবা চিল্লাকে অথবা কোনো স্থান বা নিদর্শনকে অথবা কোনো তাবাররুক ও তাবুতকে সিজদা কিংবা রুকূ' করে, তার জন্য রোযা রাখে, হাত বেঁধে দাঁড়ায়, নযর পেশ করে, তার নামে ঝাণ্ডা পুঁতে রাখে, ফিরে আসার সময় উল্টা হাঁটে, কবর চুম্বন করে, কবর ও অন্য স্থান যিয়ারতের জন্য দূর-দূরান্ত থেকে সফর করে আসে, সেখানে প্রদীপ জ্বালে এবং আলোর ব্যবস্থা করে, তার দেয়ালে গিলাফ চড়ায়, কবরে চাদর দেয়, সামিয়ানা টানায়, তার দরজায় চুমু দেয়, হাত জোড় করে দোয়া করে। মনের কামনা পূরণ করতে চায়, স্থায়ীভাবে কাছে থেকে খেদমত করে কিংবা আশেপাশের মাঠ-ঘাট, বন-বাদাড়কে সম্মান করে তাহলে তা সুস্পষ্ট শিরক। একেই বলে শিরক ফিল ইবাদাত বা ইবাদাতের ক্ষেত্রে শিরক। অর্থাৎ গায়রুল্লাহকে আল্লাহর মত সম্মান করা, তা এ বিশ্বাস নিয়ে যে সত্তাগতভাবেই সে এ সম্মানের উপযুক্ত কিংবা এ বিশ্বাস নিয়ে করে যে, তাকে এভাবে সম্মান করলে আল্লাহ খুশী হবেন এবং তার তা'যীমের বরকতে বালা-মুসিবত কেটে যাবে—সর্বাবস্থায়ই তা শিরকমূলক আকীদা।

৪-দৈনন্দিন কাজকর্মে শিরক

আল্লাহ তাআলা বান্দাদেরকে শিখিয়েছেন যে, তারা পার্থিব কাজকর্মে তাকে স্মরণ করবে এবং যথাযথ মর্যাদা দান করবে যাতে ঈমান সংশোধিত হয় এবং কাজ-কর্মেও বরকত হয়। যেমন ঃ বিপদের সময় আল্লাহর নামে নযর ও মানত করা, কঠিন সময়ে তাকে ডাকা এবং কাজ শুরু করার সময় বরকতের জন্য তার নাম উচ্চারণ করা। সন্তান লাভ করলে এ নিয়ামত প্রাপ্তির শুকরিয়া আদায়ের জন্য তার নামে পশু যবেহ করা। সন্তানের নাম আবদুল্লাহ, আবদুর রহমান, ইলাহী বখশ, আমাতুল্লাহ প্রভৃতি রাখা। কৃষি উৎপাদন থেকে কিছু ফসল এবং উৎপন্ন ফলমূল থেকে কিছু পরিমাণ তার নামে আলাদা করা। পশু সম্পদের মধ্যে থেকে কিছু পশু আল্লাহর নামে নির্দিষ্ট করা এবং তার নামে যে পশু বায়তুল্লায় নিয়ে যাওয়া হবে তার প্রতি সম্মান বজায় রাখা। অর্থাৎ তার পিঠে আরোহণ না করা বা তার ওপর বোঝা না চাপানো। পানাহার ও পরিধানে আল্লাহর নির্দেশ মত চলা। যেসব জিনিস ব্যবহারের নির্দেশ আছে কেবল সেগুলো ব্যবহার করা এবং যেসব জিনিস ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়েছে সেসব থেকে বিরত থাকা। পৃথিবীতে অভাব ও সচ্ছলতা, রোগ-ব্যাধি ও সুস্থতা, জয় ও পরাজয়, উন্নতি ও অবনতি এবং দুঃখ ও আনন্দ যা কিছু আসে সবকিছুকেই আল্লাহর এখতিয়ারে মনে করা। যে কোনো কাজের ইচ্ছা করলে ইনশাআল্লাহ বলা। যেমন বলা যে, ইনশাআল্লাহ আমি অমুক কাজ

www.pathagar.com

করবো। মহান আল্লাহর নাম এমন মর্যাদার সাথে উচ্চারণ করা যাতে তার মর্যাদা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং নিজের দাসত্বের প্রকাশ ঘটে। যেমন বলা যে, আমাদের রব, আমাদের মালিক, আমাদের স্রষ্টা, আমাদের উপাস্য ইত্যাদি। কোনো সময় কসম করার প্রয়োজন দেখা দিলে তাঁরই নামে কসম করা। এসব বিষয় এবং এ ধরনের অন্যান্য বিষয় আল্লাহ তাআলা তার নিজের সম্মানের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন। তা সত্ত্বেও কেউ যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো প্রতি এ ধরনের সম্মান প্রদর্শন করে যেমন—কোনো কাজ আটকে থাকলে কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকলে তা চালু বা ঠিকঠাক করার জন্য আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে মানত করা। সন্তানের নাম আবদুন নবী, ইমাম বখশ, পীর বখশ রাখা। ক্ষেত-খামার ও বাগানের উৎপাদনে তাদের জন্য অংশ নির্ধারণ করা। ফল প্রস্তুত হয়ে গেলে প্রথমে তাদের নামের অংশ আলাদা করে তারপর তা ব্যবহার করা। পালিত পশুদের মধ্যে থেকে তাদের নামে পশু নির্দিষ্ট করে ঐগুলোর প্রতি সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শন করা। ঐসব পশুকে পানি ও খাদ্য থেকে কোনো সময় দূরে না রাখা। লাঠি বা পাথর দ্বারা কখনো না মারা। পানাহার ও পোশাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে এসব রসম-রেওয়াজের প্রতি লক্ষ্য রাখবে যে, অমুক অমুক ব্যক্তি অমুক অমুক খাবার খাবে না, অমুক অমুক বস্তু পরিধান করবে না, মৃৎপাত্রে (বিবি ফাতেমার)[১] নামে তৈরী নিয়াজ স্বামী, দাসী এবং স্বামীধারিণী নারী খাবে না। শাহ আবদুল হকের 'তোশা' কোনো হুঁকাখোর খেতে পারবে না। পৃথিবীর যত ভালমন্দকে তার সাথে সম্পর্কিত করা এবং বলা যে, অমুক অমুক ব্যক্তির ওপর তার অভিসম্পাত হয়েছে, তাই পাগল হয়ে গিয়েছে। অমুক ব্যক্তি অভাবী। কারণ সে তার নিকট থেকে বিতাড়িত। কিন্তু অমুক ব্যক্তিকে দেখ, তিনি তাকে দান করেছিলেন তাই সৌভাগ্য ও উন্নতি তার পদচুম্বন করছে। অমুক তারকা উদয়ের কারণে দুর্ভিক্ষ হয়েছে। অমুক কাজ অমুক দিনে অমুক সময় শুরু করা হয়েছিল তাই সম্পন্ন হতে পারলো না। কিংবা যদি বলা হয় যে, যদি আল্লাহ এবং রাসূল চান তাহলে আমি আসবো, কিংবা পীর সাহেবের মর্জি হলে এ কাজ হবে অথবা কথোপকথনকালে

১. বিবি অর্থ হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা। তাঁর নামে তৈরী নিয়াজকে "বিবির সাহনাক" বলা হতো। সাহনাক মাটির তৈরী ছোট তবাক বা থালা। কথিত আছে যে, জাহাঙ্গীরের আমলের এ নিয়াজের 'রসম' শুরু হয়। বাদশা জাহাঙ্গীর নূরজাহানকে বিয়ে করার পর তার প্রভাব-প্রতিপত্তি বেড়ে গেলে তার কোনো স্ত্রী এ প্রথাটা আবিষ্কার করে এবং শর্ত আরোপ করে যে, এ নিয়াজ প্রস্তুতে কেবল সেইসব মহিলাই অংশগ্রহণ করতে পারবে যারা দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করেনি। এ বিষয়টিকে তারা পবিত্রতার চূড়ান্ত মনে করতো। এর উদ্দেশ্য ছিল কেবল নূরজাহানকে হেয় ও অবমাননা করা। এ নিয়াজের প্রচলন ধীরে ধীরে ব্যাপকতা লাভ করে। শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহ)-এর সময়ে তা ঘরে ঘরে প্রচলিত ছিল এবং তাতে আরো কয়েকটি শর্ত যুক্ত হয়েছিল।

www.pathagar.com

কারো জন্যে দাতা, খোদাদের খোদা, মালেকুল মুলক এবং শাহানশাহ প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করা। শপথ বা কসমের প্রয়োজন দেখা দিলে নবী, কুরআন, আলী, পীর, কিংবা তাদের কবরসমূহের কিংবা নিজের প্রাণের কসম করা। এসব কিছুই শিরকের অন্তর্ভুক্ত এবং একে অভ্যাস ও আচার-আচরণে শিরক বলে। অর্থাৎ সাধারণ কাজকর্মে আল্লাহকে সম্মান প্রদর্শন করার ন্যায় গায়রুল্লাহর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। কুরআন ও হাদীসে এ চার ধরনের শিরক সম্পর্কেই সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। তাই পরবর্তী চারটি অধ্যায়ে আমরা এ বিষয়টি বর্ণনা করেছি।

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

শিরকের অকল্যাণ ও তাওহীদের কল্যাণকারিতা

শিরক ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَايَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَادُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ ط وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلاً بَّعِيْدًا ○ (النساء : ١١٦)

"আল্লাহ তার সাথে শরীক স্থাপনকে ক্ষমা করেন না। এছাড়া অন্য গোনাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। যে ব্যক্তি শিরক করলো সে সত্য পথ হারিয়ে বহুদূরে ছিটকে পড়লো।"–(সূরা আন নিসা ঃ ১১৬)

হালাল ও হারামের বাছবিচার না করা, চুরি করা এবং অনর্থক কাজে লিপ্ত থাকাও সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হওয়া। নামায রোযা পরিত্যাগ করা, স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির অধিকার নষ্ট করা এবং পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়াও সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হওয়া। কিন্তু যে ব্যক্তি শিরকের চোরাবালিতে আটকে পড়ে সে সত্যপথ থেকে সর্বাধিক বিচ্যুত হয়। কারণ, সে এমন একটি পাপে লিপ্ত হয়েছে যা তাওবা ছাড়া আল্লাহ তাআলা কখনো মাফ করবেন না। যদিও অন্য সব রকম গোনাহ তাওবা ছাড়াই আল্লাহ তাআলা মাফ করে দেবেন। এ থেকে জানা যায় যে, শিরক ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। এ অপরাধের শাস্তি অনিবার্য। যে ধরনের শিরকে লিপ্ত হলে মানুষ কাফের হয়ে যায় তার পরিণাম চিরস্থায়ী জাহান্নাম। এ ক্ষেত্রে তাকে জাহান্নাম থেকে উদ্ধারও করা হবে না কিংবা সে তার মধ্যে আরাম করতে পারবে না। নিম্ন পর্যায়ের শিরকের যে শাস্তি আল্লাহর তাআলার পক্ষ থেকে নির্ধারিত আছে তাও অবশ্য ভোগ করতে হবে।[১] অন্যান্য গোনাহর যে শাস্তি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নির্ধারিত রয়েছে তা দেয়া না দেয়া আল্লাহর মর্জির ওপর নির্ভরশীল।

শিরকের উদাহরণ

এ থেকে একথাও জানা গেল যে, শিরক অপেক্ষা বড় গোনাহ আর কিছুই নেই। নিম্নোক্ত উপমা থেকে বিষয়টি বুঝতে চেষ্টা করুন। বাদশাহর পক্ষ থেকে প্রজাদের অপরাধের শাস্তি নির্ধারিত আছে। যেমন ঃ চুরি, ডাকাতি, পাহারা দিতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়া, বিলম্বে দরবারে আসা, যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে

১. শিরক ছোট বা বড় যাই হোক না কেন সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ এবং তাওহীদের পরিপন্থীও বটে।

www.pathagar.com

আসা, সরকারের অর্থ পৌছানোর ক্ষেত্রে গাফলতি করা ইত্যাদি। এসব অপরাধের জন্য শাস্তি নির্ধারিত আছে। এ কিন্তু শাস্তি দেয়া না দেয়া বাদশাহর মর্জির ওপর নির্ভর করে। তিনি ইচ্ছা করলে ক্ষমাও করে দিতে পারেন। কিন্তু এমন কিছু অপরাধ আছে যা থেকে বিদ্রোহ প্রকাশ পায়। যেমন ঃ কোনো আমীর, উজীর, চৌধুরী, বা কর্মকারকে যদি বাদশাহর বর্তমানে বাদশাহ বানিয়ে দেয়া হয় অথবা তাদের কারো জন্য রাজমূকুট বা সিংহাসন তৈরী করে দেয়া হয় বা কাউকে খোদার ছায়া বলা হয় বা তার উদ্দেশ্যে শাহী সম্মান প্রদর্শন করা হয় কিংবা তার জন্য উৎসবের কোনো দিন নির্ধারিত করা এবং তার সামনে বাদশাহর মত নযর পেশ করা হয় তাহলে তা বিদ্রোহের অন্তর্ভুক্ত কাজ। এটা সর্বাপেক্ষা বড় অপরাধ এবং এর শাস্তিও পাওয়া উচিত। যে বাদশাহ এ ধরনের অপরাধের শাস্তি উপেক্ষা করে তার সালতানাত দুর্বল হয়ে পড়ে এবং জ্ঞানীগুণীরা এ ধরনের বাদশাহকে অযোগ্য বলে আখ্যায়িত করে। হে মানবকুল, সেই আত্মমর্যাদাশীল বাদশাহর বাদশাহকে ভয় করো যিনি সর্বাধিক আত্মমর্যাদাশীল এবং যার শক্তির কোনো সীমা-সংখ্যা নেই। তাহলে তিনি মুশরিকদেরকে শাস্তি দিবেন না কেন এবং শাস্তি না দিয়ে কিভাবে তাদেরকে ছেড়ে দিবেন ? আল্লাহ সমস্ত মুসলমানের ওপর রহমত বর্ষণ করুন এবং শিরকের মত ভয়ানক বিপদ থেকে তাদেরকে রক্ষা করুন। আমীন !

শিরক সবচাইতে বড় দোষ

আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

وَاِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَهُوَ يَعِظُهٗ يٰبُنَيَّ لَاتُشْرِكْ بِاللّٰهِ ط اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ ○ (لقمان : ١٣)

"উপদেশ দান করার সময় লোকমান যখন তার ছেলেকে বললেন ঃ "হে প্রিয় বেটা, আল্লাহর সাথে শরীক করো না। শিরক অতীব ভয়ানক যুলুম।"–(সূরা লোকমান ঃ ১৩)

আল্লাহ তাআলা হযরত লোকমানকে দূরদৃষ্টি দান করেছিলেন। তিনি তার জ্ঞানবুদ্ধির সাহায্যে বুঝতে পেরেছিলেন যে, একজনের অধিকার অন্য একজনকে দিয়ে দেয়া বড় অন্যায়। যে ব্যক্তি আল্লাহর অধিকার আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে থেকে কাউকে দিয়ে দেয় সে সবচেয়ে বড় ও মহত কারো হক সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাউকে দিয়ে দিল। কারণ, আল্লাহ সবচেয়ে বড়। আল্লাহর সাথে তার বান্দার সম্পর্ক হচ্ছে গোলামীর সম্পর্ক। কেউ যদি শাহী মূকুট কোনো চর্মকারের মাথায় পরিয়ে দেয় তাহলে তার চেয়ে বে-ইনসাফী আর কি হতে

www.pathagar.com

পারে ? নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো, প্রত্যেক ব্যক্তি—সে যত উঁচু মর্যাদার মানুষই হোক কিংবা সান্নিধ্য লাভকারী ফেরেশতাই হোক—খোদায়ী মর্যাদার সামনে একজন চর্মকারের মর্যাদার চেয়েও অধিক নিকৃষ্ট। শরীয়ত শিরককে যেভাবে বড় গোনাহ হিসেবে আখ্যায়িত করেছে তেমনি জ্ঞান-বুদ্ধিও একে বড় গোনাহ বলে স্বীকার করে। শিরক সবচেয়ে বড় দোষ। এটাই সত্য কথা। কারণ, মানুষের সবচেয়ে বড় দোষ বড়দের সাথে বে-আদবী করা। আল্লাহর চেয়ে বড় আর কে হতে পারে ? সুতরাং তার সাথে শিরক করা বে-আদবী।

কেবলমাত্র তাওহীদই নাজাতের পথ

মহান আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلاَّ نُوْحِىْٓ اِلَيْهِ اَنَّهٗ لَآاِلٰهَ اِلاَّآ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ ○

"তোমার পূর্বে আমি যত রাসূলকেই পাঠিয়েছি তার কাছে আমি এ মর্মে অহী প্রেরণ করেছি যে, আমি ছাড়া আর কেউ ইবাদাতের অধিকারী নয়। তাই শুধু মাত্র আমার ইবাদাত করো।"–(সূরা আল আম্বিয়া ঃ ২৫)

সমস্ত নবী-রাসূলই আল্লাহর পক্ষ থেকে এ নির্দেশ নিয়ে এসেছেন যে, শুধু আল্লাহকেই মানতে হবে এবং তাকে ছাড়া আর কাউকে মানা যাবে না। এ থেকে সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, তাওহীদ অনুসরণের নির্দেশ এবং শিরক অনুসরণের প্রতি নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে সমস্ত শরীয়তই একমত। তাই মুক্তির পথ শুধু এটিই, অন্য সকল পথই ভ্রান্ত।

আল্লাহ তাআলা শিরকের প্রতি বিমুখ

ইমাম মুসলিম হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى اَنَا اَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً اَشْرَكَ فِيْهِ مَعِىَ غَيْرِىْ تَرَكْتُهٗ وَشِرْكَهٗ وَاَنَا مِنْهُ بَرِىْءٌ

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মহান আল্লাহ বলেনঃ শরীকদের মধ্যে আমিই শিরক থেকে সর্বাধিক মুক্ত। কেউ যদি এমন কোনো কাজ করে যে কাজে সে আমার সাথে অন্য কাউকে শরীক

www.pathagar.com

করেছে তাহলে আমি তাকে এবং তার শিরককে পরিত্যাগ করি এবং তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যাই।"[১]

অর্থাৎ মানুষ যেভাবে তাদের যৌথ মালিকানাভুক্ত বস্তু নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয় আমি সেরূপ করি না। কারণ, আমি কারো মুখাপেক্ষী নই। যে ক্ষেত্রে কেউ আমার জন্য কাজ করতে অন্য কাউকে তার মধ্যে শামিল করে নেয় সে ক্ষেত্রে আমি আমার অংশও গ্রহণ করি না, বরং পুরো ঐ কাজটিকে অন্যের জন্যই পরিত্যাগ করি এবং তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যাই। এ থেকে অবগত হওয়া যায় যে, কেউ আল্লাহর উদ্দেশ্যে কোনো কাজ করলো এবং সেই একই কাজ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে করলো তাহলে সে শিরকে লিপ্ত হলো। এ থেকে একথাও জানা গেল যে, মুশরিকরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে যে কাজ করে তা আল্লাহর দরবারে গৃহীত হয় না, বরং আল্লাহ তার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকেন।

সৃষ্টির সূচনাতেই তাওহীদের স্বীকৃতি

وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيْٓ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ ج اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ط قَالُوْا بَلٰى ج شَهِدْنَا ج اَنْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غٰفِلِيْنَ○ اَوْ تَقُوْلُوْٓا اِنَّمَآ اَشْرَكَ اٰبَآؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِهِمْ ج اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُوْنَ○ (الاعراف : ١٧٢-١٧٣)

"আর যখন তোমার প্রতিপালক আদম সন্তানের পৃষ্ঠদেশ হতে তার সন্তানদের বের করলেন এবং তাদের থেকে স্বীকারোক্তি গ্রহণ করলেন এবং বললেন, আমি কি তোমাদের রব নই ? তারা বললো ঃ অবশ্যই। আমরা সাক্ষী থাকলাম। এ স্বীকারোক্তি গ্রহণের কারণ, যেন কিয়ামতের দিন তোমরা না বলো, আমরা তো এ বিষয়ে গাফিল ছিলাম। কিংবা যেন একথা বলতে না পার, আমাদের পূর্বে আমাদের পূর্বপুরুষগণই তো শিরক করেছিলো। আমরা তাদের পরবর্তী বংশধর। তবে কি পথভ্রষ্টদের কৃতকর্মের জন্য তুমি আমাদেরকে ধ্বংস করবে ?"

–(সূরা আল আরাফ ঃ ১৭২-১৭৩)

১. একথার পর মিশকাত শরীফে বর্ণিত হাদীসে একথাও বলা হয়েছে যে, আমি তার প্রতি অসন্তুষ্ট। সে যার জন্য এ কাজ করেছে সেই তাকে ঐ কাজের প্রতিদান দেবে।–(মিশকাত, মুদ্রিত মুজতাবায়ী প্রেস, ৪৫৪)

www.pathagar.com

عَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فِيْ تَفْسِيْرِ قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيْ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ قَالَ جَمَعَهُمْ فَجَعَلَهُمْ اَزْوَاجًا ثُمَّ صَوَّرَهُمْ فَاسْتَنْطَقَهُمْ فَتَكَلَّمُوْا ثُمَّ اَخَذَ عَلَيْهِمُ الْعَهْدَ وَالْمِيْثَاقَ وَاَشْهَدَهُمْ عَلَى اَنْفُسِهِمْ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوْا بَلٰى قَالَ فَاِنِّيْ اُشْهِدُ عَلَيْكُمُ السَّمٰوٰتِ السَّبْعَ وَالْاَرَضَ السَّبْعَ وَاَشْهِدَ عَلَيْكُمْ اَبَاَكُمْ اٰدَمَ اَنْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَمْ نَعْلَمْ بِهٰذَا اِعْلَمُوْا اَنَّهُ لَا اِلٰهَ غَيْرِيْ وَلَا رَبَّ غَيْرِيْ وَلَا تُشْرِكُوْا بِيْ شَيْئًا ـ اِنِّيْ سَاُرْسِلُ اِلَيْكُمْ رُسُلِيْ يُذَكِّرُوْنَ عَهْدِيْ وَمِيْثَاقِيْ وَاُنْزِلُ عَلَيْكُمْ كُتُبِيْ قَالُوْا شَهِدْنَا بِاَنَّكَ رَبُّنَا وَاِلٰهُنَا لَارَبَّ لَنَا غَيْرُكَ وَلَا اِلٰهَ لَنَا غَيْرُكَ [১]

উবাই ইবনে কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি "যখন তোমার রব আদমের সন্তানদের থেকে স্বীকারোক্তি নিয়েছিলেন" এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ আল্লাহ তাআলা আদম সন্তানদের একত্র করলেন এবং

১. হাদীসটির অবশিষ্ট অংশ নিম্নরূপ ঃ

فَاَقَرُّوْا بِذٰلِكَ وَرَفَعَ عَلَيْهِمْ اٰدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ فَرَاٰى الْغَنِيَّ وَالْفَقِيْرَ وَحُسْنَ الصُّوْرَةِ وَدُوْنَ ذٰلِكَ فَقَالَ رَبِّ لَوْلَا سَوَّيْتَ بَيْنَ عِبَادِكَ ؟ قَالَ اِنِّيْ اَحْبَبْتُ اَنْ اُشْكَرَ وَرَاٰى الْاَنْبِيَاءَ فِيْهِمْ مِثْلَ سُرُجٍ عَلَيْهِمُ النُّوْرُ وَخُصُّوْا بِمِيْثَاقٍ اٰخَرَ فِي الرِّسَالَةِ وَالنُّبُوَّةِ وَهُوَ قَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيّٖنَ مِيْثَاقَهُمْ اِلٰى قَوْلِهٖ عِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ ـ

তারা একথার স্বীকারোক্তি দিলো, আর তাদের সামনে হযরত আদম আলাইহিস সালামকে উচ্চে তুলে ধরা হলো। তিনি সবাইকে দেখছিলেন। তিনি দেখলেন তাদের মধ্যে ধনীও আছে এবং গরীবও আছে। আবার সুদর্শনও আছে এবং কুৎসিত দর্শনও আছে। এ দেখে তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে প্রভু! তুমি তাদের সবাইকে সমান করলে না কেন ? জবাবে তিনি বললেন ঃ আমি চাই, আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হোক। হযরত আদম আলাইহিস সালাম দেখলেন, তাদের মধ্যে নবী-রাসূলগণও আছেন। তারা প্রদীপের ন্যায় জ্বলজ্বল করছেন এবং তাদের চেহারা জ্যোতির্ময়। আল্লাহ তাআলা আম্বিয়া কিরাম আলাইহিমুস সালাম থেকে স্বতন্ত্র একটি প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করলেন। এ প্রতিশ্রুতির কথা কুরআন মজীদে এভাবে বলা হয়েছে। "আর সেই সময়ের কথা স্মরণ করো যখন আমি নবীদের নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছিলাম, তোমার থেকে, নূহ থেকে, ইবরাহীম থেকে, মূসা থেকে এবং মরিয়মের পুত্র ঈসা থেকে।"

www.pathagar.com

জোড়ায় জোড়ায় মিলালেন। অতপর তাদেরকে আকৃতি দান করলেন এবং বাকশক্তি দিলেন। যখন তারা বলতে শুরু করলো তখন তাদের থেকে স্বীকারোক্তি নিলেন। তাদেরকেই তাদের নিজেদের জন্য সাক্ষী বানিয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমি কি তোমাদের 'রব' নই ? জবাবে তারা বললো ঃ অবশ্যই আপনি আমাদের রব। তিনি বললেন ঃ আমি সাতটি আসমান ও সাতটি যমীনকে এবং তোমাদের পিতা আদমকেও তোমাদের ব্যাপারে সাক্ষী বানাচ্ছি যাতে কিয়ামতের দিন একথা না বলো যে, আমরা এ বিষয়ে অনবহিত ছিলাম। জেনে রাখো, আমি ছাড়া কোনো 'ইলাহ' নেই। আমি ছাড়া কোনো 'রব' নেই। আমার সাথে কোনো জিনিসকে শরীক করো না। আমি তোমাদের কাছে আমার রাসূল পাঠাতে থাকবো, যাঁরা তোমাদেরকে আমার সাথে কৃত এ স্বীকারোক্তি স্মরণ করিয়ে দেবে। তাছাড়া আমি তোমাদের কাছে আমার কিতাব প্রেরণ করবো। এতে সবাই জবাব দিল ঃ আমরা সবাই স্বীকার করছি যে, আপনিই আমাদের 'রব' ও 'ইলাহ'। আপনি ছাড়া আমাদের আর কোনো 'রব' বা 'ইলাহ' নেই।–(মুসনাদে আহমদ)

শিরক কোনো প্রমাণ হতে পারে না

হযরত উবাই ইবনে কা'ব উপরোল্লেখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, আল্লাহ তাআলা সকল আদম সন্তানকে একস্থানে একত্র করে তাদেরকে স্বতন্ত্র শ্রেণীতে বিন্যাস করলেন। যেমন ঃ নবী-রাসূল, আউলিয়া, শহীদ, নেককার, ফরমাবরদার ও নাফরমান সাবইকে আলাদা করলেন। অনুরূপ ইহুদী, খ্রীষ্টান ও মুশরিক প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীদেরকেও পৃথক পৃথকভাবে বিন্যাস করলেন। অতপর পৃথিবীতে যাকে যে আকৃতি দান করার ছিল সেখানে তাকে সেই আকৃতিতেই প্রকাশ করলেন। অর্থাৎ কাউকে সুদর্শন, কাউকে কুৎসিত, কাউকে চক্ষুষ্মান, কাউকে অন্ধ, কাউকে বাকশক্তি সম্পন্ন, কাউকে বোবা, আবার কাউকে খোঁড়া। অতপর তাদেরকে বাকশক্তি দান করে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমি কি তোমাদের রব নই ? তখন সবাই তাঁর রব হওয়ার স্বীকৃতি দিল। তখন তিনি তাদের থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করলেন যে, আমাকে ছাড়া কাউকে আদেশ দাতা ও মালিক মনে করবে না এবং আমাকে ছাড়া কাউকে উপাস্য হিসেবে মেনে নেবে না। তারা সবাই এ প্রতিশ্রুতি দান করলো। আল্লাহ তাআলা সাত আসমান, সাত যমীন এবং আদম আলাইহিস সালামকে এ বিষয় সাক্ষী বানালেন এবং বললেন ঃ তোমাদেরকে তোমাদের এ প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য নবী-রাসূল আসমানী কিতাব নিয়ে যাবেন। সৃষ্টির সূচনা পর্বে প্রত্যেক ব্যক্তি স্বতন্ত্রভাবে তাওহীদের স্বীকৃতি দিয়ে এবং শিরককে

www.pathagar.com

প্রত্যাখ্যান করে এসেছে। তাই শিরকের ক্ষেত্রে কাউকে নজীর হিসেবে পেশ করা যাবে না। সে পীর, ফকির, শায়েখ, বাপ, দাদা, বাদশাহ, মওলবী বা বুযর্গ যাই হোক না কেন ?

ভুলে যাওয়ার যুক্তি গৃহীত হবে না

কেউ যদি এ ধারণা পোষণ করে যে, পৃথিবীতে আগমনের পর সেই প্রতিশ্রুতি আমার স্মরণ নেই। তাই এখন যদি আমরা শিরক করি তাহলে আমাদেরকে পাকড়াও করা হবে না। কারণ, ভুলের ক্ষেত্রে পাকড়াও করার যৌক্তিকতা থাকে না। এর জবাব হলো, বহু কথাই মানুষের স্মরণে থাকে না, কিন্তু নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি স্মরণ করিয়ে দিলে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে। যেমন, কেউ যদি তার জন্ম তারিখ ভুলে যাওয়ার পর লোকজনের নিকট শুনে বলে যে, আমার জন্ম তারিখ অমুক সনের অমুক দিনের অমুক সময়। মানুষের কাছে শুনেই পিতা মাতাকে চিনে, অন্য কাউকে মা মনে করে না। কেউ যদি নিজের মায়ের হক আদায় না করে এবং অন্য কাউকে মা বলে পরিচয় দেয় তাহলে গোটা দুনিয়ার লোকই তাকে ঘৃণা করবে। তখন যদি সে বলে যে, ভাই, আমার জন্মের কথা তো আমার মনে নেই। তাই আমি তাকে কিভাবে মা হিসেবে গ্রহণ করতে পারি। তোমরা অকারণেই আমাকে তিরস্কার করছো। তাহলে মানুষ তাকে চরম আহমক এবং বে-আদব বলে মনে করবে। এ থেকে জানা যায় যে, শুধু মানুষের বলার কারণেই বহু বিষয় সম্পর্কে মানুষের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে। নবী-রাসূলদের ব্যাপার তো এর অনেক উর্ধে। তাদের বলার কারণে বিশ্বাস হবে না কেন ?

রাসূলগণ এবং আসমানী কিতাবসমূহের বুনিয়াদী শিক্ষা

এ আলোচনা থেকে জানা গেল যে, আলমে আরওয়াহ্‌তে সবাইকে ব্যক্তিগতভাবে তাওহীদ গ্রহণ করতে এবং শিরক বর্জন করতে তাকিদ করা হয়েছে। এ বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য এবং এ প্রতিশ্রুতির নবায়নের জন্যই সকল নবী-রাসূলকে পাঠানো হয়েছে। এক লাখ চব্বিশ হাজার নবী-রাসূলের মহত ও মুখ্য উদ্দেশ্য এবং একশ' চারটি ইলাহামী কিতাবের কেন্দ্রীয় লক্ষ্য এই যে, সাবধান ! তাওহীদের মধ্যে কোনো ত্রুটি আসতে দিও না, শিরকের ধারেও যেও না এবং আল্লাহ ছাড়া কাউকে আদেশ দাতা মনে করো না। আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে মালিক হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে তার কাছে আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য প্রার্থী হিসেবে নিজেকে পেশ করো না।

www.pathagar.com

নীচের হাদীসটির বিষয়বস্তু জানার পর তো কোনো অবস্থাতেই শিরকে লিপ্ত হওয়ার কোনো অবকাশ থাকে না।

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنهُ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتُشْرِكْ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَاِنْ قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ۔

"হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেছেন ঃ তোমাকে যদি হত্যা কিংবা আগুনে পুড়িয়েও মারা হয় তবুও আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করো না।"–(মুসনাদে আহমদ)

অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কাউকে নিজের উপাস্য হিসেবে স্বীকার করবে না এবং জিন বা শয়তান তোমাকে কষ্ট দিবে তারও কোনো পরোয়া করবে না। মুসলমানদেরকে প্রকাশ্য বিপদে যেমন ধৈর্যধারণ করা এবং তাদের ভয়ে নিজের ঈমানকে ক্ষতিগ্রস্ত না করা উচিত, ঠিক তেমনি অপ্রকাশ্য কষ্টেও (জিন-ভূত প্রভৃতির কষ্ট) ধৈর্য অবলম্বন করা উচিত, তাদের ভয়ে ঈমান নষ্ট করা উচিত নয়। এসব ক্ষেত্রে যে আকীদা পোষণ করতে হবে তা হচ্ছে, আরাম হোক বা কষ্ট প্রকৃতপক্ষে সবকিছুই মহান আল্লাহর এখতিয়ারে। আল্লাহ তাআলা কোনো কোনো সময় ঈমানদারদের পরীক্ষা করেন। ঈমানদারদেরকে তাদের ঈমানের মাত্রা অনুপাতে পরীক্ষা করা হয়। কখনো কখনো অসৎ লোকদের দ্বারা সৎলোকদের কষ্ট দেয়া হয় যাতে একনিষ্ঠ ও মুনাফিকদের পার্থক্য পরিষ্কার হয়ে যায়। অতএব, বাহ্যত আল্লাহর ইচ্ছায় যেভাবে খোদাভীরুগণ খোদাদ্রোহীদের থেকে এবং মুসলমানগণ কাফেরদের থেকে কষ্ট পেয়ে ধৈর্যধারণ করে থাকে এবং কষ্ট দেখে ঘাবড়িয়ে গিয়ে ঈমানের ক্ষতি করে না ঠিক তেমনি আল্লাহর ইচ্ছায় কখনো কখনো নেককার বান্দাগণ জিন ও শয়তানদের থেকে কষ্ট পেয়ে থাকেন। অতএব এ ক্ষেত্রেও ধৈর্য ও সহনশীলতার মাধ্যমে অগ্রসর হতে হবে। কষ্টের আশংকায় কোনো অবস্থায়ই তাদেরকে মানা যাবে না। এ আলোচনা থেকে জানা গেল যে, শিরকের প্রতি ঘৃণা বশত কেউ যদি গায়রুল্লাহকে পরিত্যাগ করে তাদের নযর-নিয়াজের সমালোচনা করে এবং ভ্রান্ত রীতি-নীতি উৎখাত করে এবং এ পথে তাকে কিছু অর্থ কিংবা মালের ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয় কিংবা কোনো শয়তান তাকে কোনো পীর বা শহীদের নামে কষ্ট দিতে থাকে তাহলে তাকে মনে করতে হবে যে, আল্লাহ তাআলা তার ঈমানকে পরীক্ষা করছেন। তাই তার উচিত হাসিমুখে তা বরদাশত করা এবং ঈমানের ওপর দৃঢ়পদ থাকা। মনে রেখো,

www.pathagar.com

আল্লাহ তাআলা যেভাবে জালেমদেরকে সুযোগ দেয়ার পর পাকড়াও করেন এবং মজলুমদেরকে তাদের জুলুমের খপ্পর থেকে মুক্ত করেন তেমনি সময়মত জালেম জিনদেরকেও পাকড়াও করবেন এবং তাওহীদের অনুসারীদেরকে তাদের জুলুম থেকে উদ্ধার করবেন।

عَنْ ابنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الذَّنْبِ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ قَالَ اَنْ تَدعُوْا لِلّٰهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ۔

"ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো ঃ হে আল্লাহর রাসূল, আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বড় গোনাহ কোন্‌টি। তিনি বললেন ঃ কাউকে আল্লাহর মত মনে করে ডাকা (শিরক করা)। অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।"

অর্থাৎ আল্লাহকে যেভাবে (তার জ্ঞান ও ক্ষমতার বিচারে) হাজের-নাজের মনে করা হয় এবং গোটা বিশ্ব-জাহানের কর্তৃত্ব তাঁরই মুঠোয় বলে বিশ্বাস করা হয় এবং সে কারণেই বিপদ ও প্রতিকূল পরিস্থিতিতে তাকে ডাকা হয় গায়রুল্লাহকেও অনুরূপ একই গুণে গুণান্বিত বলে বিশ্বাস করে ডাকা সবচাইতে বড় গোনাহ। কারণ, আর কারো মধ্যেই অভাব পূরণ করার এবং সর্বত্র হাজের নাজের থাকার যোগ্যতা নেই। তাছাড়াও আমাদের স্রষ্টা যখন আল্লাহ তখন সকল রকম প্রতিকূল ও কঠিন সময়ে আমাদের তাকেই ডাকা কর্তব্য, অন্য কাউকে দিয়ে আমাদের কি প্রয়োজন ? যেমন কেউ যদি কোনো বাদশাহর দাস হয়ে যায় সে ক্ষেত্রে সে তার প্রতিটি প্রয়োজন বাদশাহর কাছেই পেশ করবে। তার অন্য কোনো বাদশাহকে দিয়ে কি প্রয়োজন ? তাছাড়া আল্লাহর সমকক্ষ কেউ তো বাস্তবে নেইও। সুতরাং প্রয়োজন পূরণের জন্য অন্যদের কাছে যাওয়া অজ্ঞতা ও বোকামী ছাড়া আর কি ?

তাওহীদ ও ক্ষমা

عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى يَا ابْنَ اٰدَمَ اِنَّكَ لَوْ لَقِيْتَنِىْ بِقُرَابِ الْاَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيْتَنِىْ لَاتُشْرِكُ بِىْ شَيْئًا لَاَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً۔

www.pathagar.com

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মহান আল্লাহ বলেন ঃ "হে আদম সন্তান, তুমি যদি সারা দুনিয়ার গোনাহ নিয়ে আমার কাছে উপস্থিত হও কিন্তু আমার সাথে শিরক না করে থাকো তাহলে আমিও সারা দুনিয়ার সমান ক্ষমাসহ তোমার সাথে সাক্ষাত করবো।"–(তিরমিযি, আহমদ, দারেমী)

অর্থাৎ দুনিয়াতে বড় বড় গোনাহগার অতিক্রান্ত হয়েছে যাদের মধ্যে ফিরাউন, হামান প্রভৃতি ছিল। তাছাড়া শয়তানও এ দুনিয়াতে আছে। এসব গোনাহগারদের দ্বারা দুনিয়াতে যত গোনাহ হয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত হবে, অসম্ভব হলেও যদি ধরে নেয়া যায় যে, এক ব্যক্তি এ পরিমাণ গোনাহ করলো কিন্তু সে শিরক থেকে মুক্ত থাকলো, এ ক্ষেত্রে তার গোনাহর পরিমাণ যতটা, আল্লাহ তাআলা ঠিক ততটা রহমত ও মাগফিরাতই তার ওপর নাযিল করবেন। এ থেকে জানা যায় যে, তাওহীদের কল্যাণে সকল গোনাহই মাফ করে দেয়া হয়।[১] যেভাবে শিরকের অকল্যাণে সমস্ত ভাল কাজ ধ্বংস করে দেয়া হয়। বাস্তবতাও হচ্ছে এই যে, মানুষ যখন শিরক থেকে সর্ব প্রযত্নে পাক-পবিত্র থাকবে এবং তার আকীদা হবে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মালিক নেই। তাঁর শাসন ও কর্তৃত্ব থেকে পালিয়ে যাওয়ার কোনো জায়গা নেই। আল্লাহর অবাধ্য বান্দাকে আশ্রয় দেয়ার কেউ নেই। তাঁর সামনে সবাই অসহায়। কেউ তার নির্দেশ পাশ কাটিয়ে যেতে পারে না। তার বিরুদ্ধে কারো সাহায্যই কার্যকরী হতে পারে না এবং তার অনুমতি ছাড়া কেউ কারো জন্য সুপারিশও করতে পারবে না। এ আকীদা পোষণের পরে তার দ্বারা যেসব গোনাহ সংঘটিত হবে তা হবে মানবসূলভ দুর্বলতা এবং ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণে। সে এ গোনাহর ভারে পিষ্ট হতে থাকবে। লজ্জা ও অনুশোচনায় সে মাথা উঠাতে পারবে না। এ প্রকারের মানুষের ওপর নিসন্দেহে আল্লাহর রহমত নাযিল হয়। তার গোনাহ যতই বৃদ্ধি পেতে থাকে তার অনুতাপ-অনুশোচনা ততই বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ অবস্থা যতই বৃদ্ধি পেতে থাকবে তার প্রতি আল্লাহর রহমতও ততই বাড়তে থাকবে। এ বিষয়টি মনে রাখো যে, যে ব্যক্তি তাওহীদের অনুসরণের ব্যাপারে কঠোর তার গোনাহও এমন কাজ করে যা অন্যদের ইবাদত দ্বারাও হয় না। একজন তাওহীদবাদী ফাসেক একজন পরহেজগার মুশরিকদের চেয়ে হাজার গুণ উত্তম। যেমন একজন অপরাধী প্রজা একজন তোষামুদে বিদ্রোহীর চেয়ে হাজার গুণ উত্তম। কারণ, প্রথমোক্ত ব্যক্তি তার অপরাধের জন্য অনুতপ্ত, কিন্তু অপরজন সে জন্য গর্বিত।

১. হাদীসটির উদ্দেশ্য শিরকের চরম অকল্যাণকারিতা দূর করা। এর অর্থ এ নয় যে, শিরক মুক্ত থেকে অন্য সব গোনাহ করায় কোনো ক্ষতি নেই। গোনাহ মাফের ব্যাপারে শরীয়াতের সাধারণ বিধান বিবেচনায় থাকা প্রয়োজন। অর্থাৎ তাওবা ও ক্ষমা। তাওবা ছাড়া শিরকের গোনাহ মাফ হয় না।

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

শিরক ফিল ইল্‌ম বা জ্ঞানের ক্ষেত্রে শিরক

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَايَعْلَمُهَا اِلاَّ هُوَ ط وَيَعْلَمُ مَا فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ط وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ اِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِى ظُلُمٰتِ الْاَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَّلاَ يَابِسٍ اِلاَّ فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ○(الانعام : ٥٩)

"তারই হাতে রয়েছে অদৃশ্য বিষয়ের চাবিসমূহ যা তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না। সমুদ্রে ও স্থলভাগে যাকিছু আছে তা তিনি ছাড়া আর কেউ অবগত নয়। গাছের একটি পাতাও তার অজ্ঞাতসারে ঝরে পড়ে না। মাটির অন্ধকারে একটি শস্যদানাও অংকুরিত হয় না, কিংবা রসযুক্ত বা শুষ্ক কোনো বস্তু নেই যা আল্লাহর কিতাবে নেই।"-(সূরা আনআম ঃ ৫৯)

অর্থাৎ প্রকাশ্য জিনিসসমূহ জানার জন্য আল্লাহ তাআলা মানুষকে কিছু উপায়-উপকরণ দিয়েছেন। যেমন ঃ দেখার জন্য চোখ, শোনার জন্য কান, ঘ্রাণ নেয়ার জন্য নাক, স্বাদ গ্রহণের জন্য জিহ্বা, স্পর্শ করার জন্য হাত এবং বুঝার জন্য বুদ্ধি। এসব জিনিস মানুষের অধিকার ও ইচ্ছাধীন করে দিয়েছেন যাতে যখন ইচ্ছা তা কাজে লাগাতে পারে। যেমন ঃ চোখ দিয়ে দেখতে চাইলে চোখ খুললেই দেখতে পাবে এবং দেখতে না চাইলে চোখ বন্ধ করলেই দেখতে পাবে না। প্রতিটি অংগ-প্রত্যাংগের ব্যাপারও তাই। প্রকাশ্য বস্তুসমূহ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার চাবি মানুষকে দিয়েছেন। তালা খোলা না খোলা চাবির অধিকারীর যেমন ইচ্ছাধীন, তেমনি প্রকাশ্য বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা না করাও মানুষের ইচ্ছাধীন। সে ইচ্ছা করলে জানতে পারবে, ইচ্ছা না করলে জানতে পারবে না।

শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলাই অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখেন

কিন্তু গায়েব বা অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানার্জন মানুষের এখতিয়ারাধীন নয়। এর চাবিসমূহ আল্লাহ তাআলা নিজের কাছেই রেখেছেন। বড় বড় মানুষ বা নৈকট্য লাভকারী ফেরেশতাদেরকেও অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞানার্জনের ক্ষমতা দেয়া হয়নি। তাই ইচ্ছা করতেই কেউ মর্জিমাফিক অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান লাভ করতে পারে না। বরং কোনো কোনো সময় আল্লাহ তাআলা নিজের ইচ্ছায় অদৃশ্য

www.pathagar.com

বিষয়ের জ্ঞান যাকে যতটুকু অবহিত করতে ইচ্ছা করেন তাকে ততটুকু জানিয়ে দেন। এভাবে গায়েবী বিষয় জানিয়ে দেয়া আল্লাহর ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল, কারো আকাঙ্ক্ষার ওপর নয়। এভাবে কয়েকবার কোনো বিষয় সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মানে জেনে নেয়ার আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু তিনি তা জানতে পারেননি। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা হলে তা সাথে সাথে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। রাসূলের পবিত্র যুগে মুনাফিকরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র স্ত্রী উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আনহার প্রতি অপবাদ আরোপ করে। এতে তিনি অত্যন্ত কষ্ট পান। তিনি কয়েক দিন পর্যন্ত বিষয়টি সম্পর্কে অনুসন্ধান চালান কিন্তু কিছুই জানতে পারেন না। অতপর আল্লাহর ইচ্ছা হলে তিনি অহী পাঠিয়ে জানিয়ে দিলেন যে, মুনাফিকরা মিথ্যাবাদী এবং হযরত আয়েশা সিদ্দীকা পূতঃপবিত্র। তাই একজন মুসলমান তথা তাওহীদবাদীর আকীদা এই হওয়া জরুরী যে, অদৃশ্য ভাণ্ডারের চাবি আল্লাহ তাআলা তার নিজের কাছেই রেখেছেন এবং কাউকে এ ভাণ্ডারের খাজাঞ্চিও বানাননি। তিনি নিজ হাতে তালা খুলে এ ভাণ্ডার থেকে যাকে যতটা ইচ্ছা দিয়ে দেন। কে তার হাত বন্ধ রাখতে পারে ?

গায়েবী ইলমের দাবিদার মিথ্যাবাদী

এ আলোচনা থেকে জানা গেল যে, কেউ যদি দাবী করে যে, সে এমন জ্ঞানের অধিকারী যার সাহায্যে সে গায়েব বা অদৃশ্য বিষয় জানতে পারে এবং অতীত ও ভবিষ্যত সম্পর্কে জানিয়ে দিতে পারে তাহলে সে মিথ্যাবাদী এবং সে খোদায়ীর দাবি করছে। যদি কোনো নবী, অলী, জিন, ফেরেশতা, ইমাম, বুযর্গ, পীর, শহীদ, গণক, ভূত-প্রেত বা পরীকে এরূপ ক্ষমতার অধিকারী বলে বিশ্বাস করা হয় তাহলে যে বিশ্বাস করে সে মুশরিক এবং সে উপরোক্ত আয়াতকে অস্বীকার করে। যদি কাকতালীয়ভাবে কোনো গণকের কথা ঠিকও হয় তাতেও তার গায়েবী বিষয় জানা প্রমাণিত হয় না। কারণ, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তাদের কথা ভ্রান্ত হয়ে থাকে। এতেও জানা যায় যে, গায়েবী বিষয়ের জ্ঞান তাদের নাগালের বাইরে। অনুমানভিত্তিক কথা কখনো ঠিক আবার কখনো ভ্রান্ত হয়ে থাকে। গণনা, কাশফ এবং লক্ষণ নির্ণয়ের অবস্থাও অনুরূপ। কিন্তু অহী কখনো ভ্রান্ত হয় না এবং তা তাদের আয়ত্বাধীন নয়। আল্লাহ তাআলা তার ইচ্ছানুসারে যা চান বলে দেন। অহী কারো ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার ওপর নির্ভর করে না। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ ط وَمَا يَشْعُرُوْنَ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ

www.pathagar.com

"তুমি বলে দাও, আসমান ও যমীনে যারা আছে আল্লাহ ছাড়া তাদের কেউ-ই গায়েবী বিষয় জানে না। এমনকি তারা এ বিষয়টিও জানে না যে, কখন তাদের পুনরুত্থান ঘটানো হবে।"–(সূরা আন নামল ঃ ৬৫)

অর্থাৎ গায়েবী বিষয় জানার সাধ্য কারো নেই, সে যত বড় মানুষ বা ফেরেশতাই হোক না কেন। এর প্রমাণ হচ্ছে, দুনিয়ার সবাই জানে কিয়ামত হবে। কিন্তু কখন হবে তা কেউ-ই জানে না। যদি সবকিছুই জানা তাদের পক্ষে সম্ভব হতো তাহলে কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার দিন তারিখ তারা জেনে নিতে পারতো।

গায়েবী বিষয়

اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ ج وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ ج وَيَعْلَمُ مَا فِى الْاَرْحَامِ ط وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ط وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ بِاَىِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ○ (لقمن : ٣٤)

"শুধুমাত্র আল্লাহর কাছেই আছে কিয়ামতের জ্ঞান। তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনিই জানেন মাতৃগর্ভে যা আছে। কেউ জানে না সে আগামীকাল কি অর্জন করবে এবং কোন্ স্থানে তার মৃত্যু হবে। আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও সর্ববিষয়ে অবহিত।"–(সূরা লুকমান ঃ ৩৪)

গায়েবী বিষয়ের খবর আল্লাহই জানেন। তিনি ছাড়া আর কেউই গায়েবী জ্ঞানের অধিকারী নয়। কিয়ামত যে সংঘটিত হবে এ বিষয় সর্বজন বিদিত এবং নিশ্চিত। কিন্তু কেউ-ই জানে না তা কবে সংঘটিত হবে। আরো অনেক বিষয় সম্পর্কেও একই কথা বলা যায়। যেমন, জয়-পরাজয়, স্বাস্থ্য ও রোগ-ব্যাধি প্রভৃতি। এসব বিষয় সম্পর্কেও কারো কোনো জ্ঞান নেই। এসব বিষয় কিয়ামতের মত সর্বজন বিদিতও নয় আবার নিশ্চিতও নয়। অনুরূপ বৃষ্টি সম্পর্কেও কেউ বলতে পারে না যে, তা কখন হবে। অথচ বৃষ্টির মওসূম নির্দিষ্ট আছে এবং মওসূমে বৃষ্টি প্রায়ই হয়েও থাকে। অধিকাংশ মানুষ বৃষ্টির জন্য আগ্রহীও থাকে। কোনো প্রকারে যদি বৃষ্টির সময় জানা যেতো তাহলে কেউ না কেউ তা অবশ্যই জানতে পারতো। এছাড়া আছে মওসূমহীন বিষয় এবং যে বিষয়ে সব মানুষ আগ্রহীও নয়। যেমন, কারো জীবন বা মৃত্যু। অথবা সন্তান লাভ করা না করা কিংবা সম্পদশালী ও সম্পদহীন হওয়া কিংবা জয় বা পরাজয় বরণ করা। কোনো ব্যক্তি এসব বিষয় সম্পর্কে কিভাবে অবহিত হতে পারে? গর্ভের সন্তান সম্পর্কেও কেউ জানে না যে,[১] একটি হবে না একাধিক কিংবা

১. আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান। গর্ভস্থ সন্তানের সেক্স কেবল তখনই নির্ণয় করতে পারে যখন সে ভূমিষ্ঠ হওয়ার নিকটবর্তী হয়।

www.pathagar.com

পূর্ণাঙ্গ হবে না অপূর্ণাঙ্গ এবং সুদর্শন হবে না কুৎসিত। অথচ বিশেষজ্ঞগণ এসব বিষয়ের কার্যকারণ বর্ণনা করে থাকেন। কিন্তু নির্দিষ্টভাবে কারো অবস্থায়ই তাদের জানা নেই। তাছাড়া মানুষের অভ্যন্তরীণ অবস্থা কেউ কিভাবে অবহিত হবে ? যেমন, ধ্যান-ধারণা, ইচ্ছা, নিয়াত এবং ঈমান ও মুনাফেকীর অবস্থা। কেউ যখন নিজের সম্পর্কেই একথা জানে না যে, সে কাল কি করবে তখন অন্যদের অবস্থা কিভাবে জানবে ? তাছাড়া মানুষ যখন নিজের মৃত্যুর স্থান সম্পর্কেই জানে না তখন মৃত্যুর দিন বা সময় জানবে কিভাবে ? মোটকথা, আল্লাহ ছাড়া আর কেউ অজানা থেকে ভবিষ্যতের কথা জানে না। এ থেকে জানা যায় যে, গায়েবী বিষয় জানার দাবিদাররা সবাই মিথ্যাবাদী। কাশফ, গণনা বিদ্যা, রামাল বা অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞান লাভের বিদ্যা এবং সুলক্ষণ বা কুলক্ষণ নির্ণয় বিদ্যা সবই মিথ্যা, ধোঁকাবাজি ও শয়তানী ফাঁদ। মুসলমানদের উচিত এ ফাঁদে পা না দেয়া। কেউ যদি অদৃশ্য বিষয় জানে বলে দাবি না করে এবং অদৃশ্য বিষয় জানার ক্ষমতা আছে বলেও দাবী না করে, বরং দাবি করে যে, আল্লাহ তাআলা যে বিষয় আমাকে জানিয়েছেন তাও আমার এখতিয়ারাধীন ছিল না যে, যখন ইচ্ছা জেনে নিতাম তাহলে সে ক্ষেত্রে দু'টি সম্ভাবনা বিদ্যমান। হতে পারে, এ দাবির ক্ষেত্রে সে সত্যবাদী। আবার এও হতে পারে যে, এ দাবির ক্ষেত্রে সে মিথ্যাবাদী।

আল্লাহ ছাড়া কাউকে সাহায্যের জন্য ডেকো না

আল্লাহ তাআলা বলেছেন ঃ

وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لَّايَسْتَجِيْبُ لَهٗ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غٰفِلُوْنَ○(الاحقاف : ٥)

"সেই ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত আর কে, যে আল্লাহর পরিবর্তে এমন সত্তাকে ডাকে যা কিয়ামতের দিন পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দেবে না। আর ঐসব তাদের আবেদন নিবেদন সম্পর্কে অবহিতও নয়।"

–(সূরা আল আহকাফ ঃ ৫)

অর্থাৎ মুশরিকরা চরম পর্যায়ের আহমক। কারণ, তারা আল্লাহ তাআলার মত ক্ষমতা ও জ্ঞানের অধিকারীকে পরিত্যাগ করে অন্যদের কাছে আবেদন-নিবেদন পেশ করে যারা না শুনে তাদের আহ্বান, না আছে তাদের কোনো বিষয়ে ক্ষমতা ও শক্তি। এরা যদি কিয়ামত পর্যন্তও তাদেরকে ডাকতে থাকে তবুও তারা কিছু করতে সক্ষম হবে না। এ থেকে জানা যায় যে, যারা দূর

www.pathagar.com

থেকে বুযুর্গদের ডাকে এবং তাদেরকে ডেকে শুধু একথাই বলে যে, জনাব, আপনি দোয়া করুন যেন আল্লাহ তাআলা আমাদের অভাব পূরণ করে দেন। এ ধরনের কাজও শিরক। যদিও তারা এ কারণে একে শিরক মনে করে না যে, এখানে অভাব পূরণের দোয়া করা হয়েছে আল্লাহর কাছে। কেননা, অনুপস্থিত ব্যক্তিকে ডাকার কারণে এর মধ্যে শিরক এসে গেছে। কারণ এভাবে ঐসব অনুপস্থিত ব্যক্তিদের সম্পর্কে এ আকীদা পোষণ করা হয়েছে যে, তারা দূর কিংবা নিকট থেকে সমানভাবেই শুনতে পায়। অথচ এ বৈশিষ্ট এককভাবে মহান আল্লাহর। এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন যে, তারা এদের আহ্বান সম্পর্কে অবহিতও নয়। আহ্বানকারী কিয়ামত পর্যন্ত আহ্বান জানালেও তারা সে আহ্বান আদৌ শুনতে পাবে না।

উপকার ও ক্ষতি করার মালিক কেবল আল্লাহ

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

قُلْ لَّآ اَمْلِكُ لِنَفْسِيْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ط وَلَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ ج وَمَا مَسَّنِيَ السُّوْءُ ج اِنْ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ وَّبَشِيْرٌ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ○

"তুমি বলে দাও, আল্লাহর অনুমোদন ছাড়া আমার নিজের জন্যও কল্যাণ বা অকল্যাণ করার এখতিয়ার আমার নেই। যদি আমি অদৃশ্য বিষয় জানতাম তাহলে নিজের জন্য অধিক কল্যাণ আহরণ করতাম (অর্থাৎ আগেভাগেই নিজেকে রক্ষার ব্যবস্থা করতাম) এবং অকল্যাণ আমাকে স্পর্শ করতে পারতো না। আমি কেবল ঈমানদারদের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদদানকারী ছাড়া আর কিছুই নই।"–(সূরা আল আরাফ ঃ ১৮৮)

নবী (স) সমস্ত নবী-রাসূল আলাইহিমুস সালামের মাথার মুকুট। তাঁর থেকে বড় বড় মুজিযা প্রকাশ পেয়েছে। মানুষ তাঁর নিকট থেকেই দীনের তাৎপর্য ও নিগূঢ় তত্ত্ব শিখেছে। তাঁর প্রদর্শিত পথে চলেই মানুষ সম্মান ও মর্যাদা লাভ করেছে। আল্লাহ তাআলা তাঁকেই মানুষের কাছে নিজের প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরতে বলেছেন এভাবে যে, আমার না আছে কোনো শক্তি, না আমি গায়েবী বিষয় সম্পর্কে অবহিত। আমার ক্ষমতা সম্পর্কে অনুমান এ বিষয় থেকে করে নাও যে, আমি নিজের প্রাণের জন্যও ক্ষতি বা কল্যাণের মালিক নই, অন্যদের কল্যাণ বা অকল্যাণ করবো কিভাবে ? আমি যদি গায়েবী বিষয়ে জ্ঞানের অধিকারী হতাম তাহলে কোনো কাজ করার পূর্বেই তার লাভ-লোকসান সম্পর্কে জেনে নিতাম। যদি কোনো কাজের পরিণতি খারাপ বলে

www.pathagar.com

জানতে পারতাম তাহলে তা করতে কখনো উদ্যোগী হতাম না। গায়েবী বিষয় জানা একমাত্র আল্লাহর কাজ। আমি নবী বা বার্তাবাহক। নবী বা বার্তাবাহকের কাজ শুধু এই যে, সে খারাপ কাজের পরিণতি সম্পর্কে মানুষকে সাবধান করবে এবং ভাল কাজের সুফল সম্পর্কে সুসংবাদ দান করবে। এ কাজটিও কেবল তাদেরই কল্যাণ সাধন করবে যাদের অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস আছে। এ দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টি করাও আল্লাহর কাজ।

নবী-রাসূলদের মূল কাজ

নবী, রাসূল ও আউলিয়াদের শ্রেষ্ঠত্বই হচ্ছে এই যে, তারা মানুষকে আল্লাহর পথ দেখান এবং যেসব ভাল-মন্দ কাজ সম্পর্কে তারা ওয়াকিফহাল সে সম্পর্কে অবহিত করেন। আল্লাহ তাআলা তাদের তাবলীগ কর্মের মধ্যে প্রভাব দিয়েছেন। তাঁদের তাবলীগের দ্বারা বহু মানুষ সঠিক পথে ফিরে আসে। এ ধরনের কোনো শ্রেষ্ঠত্বই তাদেরকে দেয়া হয়নি যে, গোটা বিশ্ব-জাহানের ওপর কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা ও অধিকার তাদের আছে। ফলে তারা যাকে ইচ্ছা মেরে ফেলে, পুত্র-কন্যা দান করে বা সমাগত বিপদ দূরীভূত করে কিংবা আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে অথবা জয় পরাজয় দান করে কিংবা ধনী বা দরিদ্র বানিয়ে দেবে অথবা কাউকে বাদশাহ বানাবে এবং কাউকে পথের ভিখারী অথবা কাউকে আমীর এবং কাউকে উজীর। অথবা কারো অন্তরে ঈমান সৃষ্টি করবে এবং কারো অন্তর থেকে ঈমান ছিনিয়ে নেবে, কোনো রুগ্নকে সুস্থ এবং কোনো সুস্থকে রুগ্ন করবে। এসবই আল্লাহ তাআলার কাজ এবং তিনি ছাড়া ছোট বড় আর সবাই এ কাজ করতে অক্ষম, এ অক্ষমতার ক্ষেত্রে সবাই সমান।

নবী-রাসূলগণ গায়েবী বিষয়ে জ্ঞানের অধিকারী নন

অনুরূপ এটাও কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নয় যে, আল্লাহ তাআলা গায়েবী ইলমের চাবি তাদেরকে দিয়ে দিবেন। ফলে যখনই তারা ইচ্ছা করবে কারো মনের কথা কিংবা গায়েবী বিষয়ের কথা জেনে নেবে। অর্থাৎ অমুকের ঘরে সন্তান হবে কিনা, ব্যবসায়ে মুনাফা হবে কিনা কিংবা যুদ্ধে জয় হবে না পরাজয় ঘটবে। ছোট বড় সবাই সমানভাবে এসব বিষয়ে অজ্ঞ। তাছাড়া অনেক সময় কিছু কথা বিবেক-বুদ্ধি অনুসারে বা আলামত দেখে বলে দেয়া হয় এবং তা যেভাবে বলা হয়েছিলো ঠিক সেভাবেই বাস্তবে হতে দেখা যায়। কিংবা জ্ঞানী-গুণী ও বুদ্ধিমান লোকেরা অনেক সময় বুদ্ধি-বিবেক কিংবা লক্ষণ অনুসারে কিছু কথা বলেন এবং তা হুবহু ঠিক হয়ে যায় এবং কখনো বা ভুলও হয়। কিন্তু অহীর কথা ভুল বা মিথ্যা হয় না। তবে অহী কারো এখতিয়ারাধীন বিষয় নয়।

www.pathagar.com

গায়েবী বিষয়ের জ্ঞান সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উক্তি

عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ حِيْنَ بُنِيَ عَلَيَّ فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِيْ كَمَجْلِسِكَ مِنِّيْ فَجَعَلَتْ جُوَيْرِيَاتٌ لَّنَا يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ اٰبَائِيْ يَوْمَ بَدْرٍ اِذْ قَالَتْ اِحْدَاهُنَّ وَفِيْنَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِيْ غَدٍ فَقَالَ دَعِيْ هٰذَا وَقُوْلِيْ بِالَّذِيْ كُنْتِ تَقُوْلِيْنَ-

রুবাইয়ে বিনতে মুআওয়েয ইবনে আফরা[১] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ আমার বাসর শয্যার দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার কাছে আসলেন এবং আমার বিছানার ওপর আমার পাশে ঠিক ততখানি দূরে বসলেন যতখানি দূরে তুমি বসেছো। আমাদের কতিপয় ছোট ছোট মেয়ে দফ বাজিয়ে বদর যুদ্ধের শহীদদের কাহিনী বর্ণনা করতে শুরু করলো। গানের মধ্যে তাদের একজন একথাও বলে ফেললো যে, আমাদের নবী আগামীকালের কথাও জানেন। তখন নবী (স) বললেন ঃ একথা বাদ দাও এবং আগে যা বলছিলে তাই বলো।-(বুখারী)

অর্থাৎ রুবাইয়ে আনসারীর বিয়ের সময় নবী (স) তার কাছে গিয়ে বসেছিলেন। কচি মেয়েরা গানের মধ্যে একথাও বলে ফেলে যে, আমাদের নবী (স) আগামীকালের কথাও জানেন। কিন্তু নবী (স) তা বলতে নিষেধ করলেন এবং বললেন ঃ একথা বলবে না। এ থেকে জানা যায় যে, কোনো বড় মানুষ সম্পর্কেও এ আকীদা পোষণ করা যাবে না যে, তিনি গায়েবী বিষয় জানেন। কবিগণ রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠতেন এবং বলতেন যে, এটা অতিরঞ্জন (মুবালাগা) হিসেবে বলা হয়েছে। কিন্তু এ দাবী ভুল। কারণ, তিনি অল্প বয়স্কা মেয়েদেরকেও যেখানে এ ধরনের কবিতা পড়তে দেননি সেখানে প্রাপ্ত বয়স্ক কবিদের কবিতায় এ ধরনের কথা আবৃত্তির প্রশ্নই আসে না।

---

১. আফরা হযরত আওফ, মুআওয়েয ও মুয়ায (রা)-এর মায়ের নাম। হযরত আফরা (রা)-এর ছয়টি পুত্র সন্তান ছিল এবং তারা সবাই বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। তাদের মধ্যে দু'জন বদর যুদ্ধে শাহাদাত লাভ করেছিল এবং মুয়ায ও মুআওয়েয (রা) মিলে আবু জেহেলকে হত্যা করেছিলো।

www.pathagar.com

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার উক্তি

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ مَنْ اَخْبَرَكَ اَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلَمُ الْخَمْسَ الَّتِىْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ فَقَدْ اَعْظَمَ الْفِرْيَةَ -

"আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ কেউ যদি তোমাকে বলে যে, ইন্নাল্লাহা ইনদাহু ইলমুস সাআহ' (কেবল মাত্র আল্লাহর কাছেই রয়েছে কিয়ামতের জ্ঞান) আয়াতে আল্লাহ তাআলা যে পাঁচটি বিষয়ের কথা বলেছেন তা নবী (স) জানতেন, তাহলে সে একটি মারাত্মক অপবাদ আরোপ করে।"-(বুখারী)

এ পাঁচটি বিষয় সূরা লুকমানের শেষে বর্ণনা করা হয়েছে এবং এ বিষয়ে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে এও একটি যে, সব গায়েবী বিষয়ের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তাআলারই রয়েছে। অতএব, যে বলে যে, নবী (স) সব গায়েবী কথা জানতেন সে তাঁর ওপর মারাত্মক অপবাদ আরোপ করে। গায়েবী বিষয় তো আল্লাহ তাআলা ছাড়া কেউ-ই জানে না।

عَنْ اُمِّ الْعُلَاءِ الْاَنْصَارِيَّةِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّٰهِ لَا اَدْرِىْ وَاَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ مَايُفْعَلُ بِىْ وَلَا بِكُمْ -

উম্মুল আলা আনসারিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ আল্লাহর শপথ ! আমার সাথে এবং তোমাদের সাথে কি আচরণ করা হবে তা আমি জানি না। অথচ আমি আল্লাহর রাসূল।-(বুখারী)

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা বান্দার সাথে দুনিয়াতে, কবরে বা আখিরাতে যে আচরণ করবেন সে সম্পর্কে কোনো নবী বা অলী কেউ-ই জানেন না। তাঁরা নিজের অবস্থা যেমন জানেন না তেমনি অন্যের অবস্থাও জানেন না। অহীর মাধ্যমে কেউ যদি জানতে পারেন যে, অমুকের পরিণতি ভাল তাহলে তা হচ্ছে একটি সর্বোপরি ধারণা। তার চেয়ে অধিক অবগত হওয়া এঁদের সাধ্যাতীত।

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়

কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে শিরক

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

قُلْ مَنْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيْرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ○

سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ط قُلْ فَاَنّٰى تُسْحَرُوْنَ ○(المؤمنون : ٨٨-٨٩)

"তুমি বলে দাও, কে সেই সত্তা যার হাতে প্রতিটি জিনিসের এখতিয়ার, আর যিনি আশ্রয় দান করেন এবং তার বিরুদ্ধে কেউ আশ্রয় দিতে পারে না, যদি তোমরা জান তাহলে বলো। তারা বলবে ঃ (সে রকম সত্তা কেবল) আল্লাহ। তবুও কি করে বিভ্রান্ত হচ্ছো।"

–(সূরা আল মু'মিনূন ঃ ৮৮-৮৯)

অর্থাৎ যে মুশরিককেই জিজ্ঞেস করা হবে যে, এ রকম ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব কার যার ইচ্ছা ও কর্তৃত্বাধীন প্রতিটি জিনিস এবং তিনি যা ইচ্ছা করতে পারেন, তাকে বাধা দেয়ার কেউ নেই এবং তার কথা কেউ এড়িয়ে যেতে পারে না ? তারা বলবে আল্লাহ তাআলাই এরূপ সত্তা। এরপরও অন্যদের কাছে মনোবাঞ্ছা পূরণ করতে চাওয়া পাগলামি নয় তো আর কি ? এ থেকে জানা যায় যে, রিসালাত যুগেও মানুষ একথা স্বীকার করতো যে, আল্লাহর সমকক্ষ কেউ নেই। কিন্তু এরপরও তারা মূর্তিদেরকে তাদের উকীল মনে করে পূজা করতো এবং তাদের কাছে প্রার্থনা করতো। এ কারণেই তারা ছিল মুশরিক। আজও যদি কেউ এ বিশ্বজাহানে কোনো সৃষ্টির কর্তৃত্বে বিশ্বাস করে এবং তাকে তার উকীল মনে করে তার ইবাদত করে তাহলে সে মুশরিক হয়ে যাবে, যদিও সে তাকে আল্লাহ তাআলার সমকক্ষ মনে না করে এবং আল্লাহ তাআলার মত শক্তি ও ক্ষমতা তার মধ্যে আছে বলে বিশ্বাস না করে।

উপকার ও অপকার করার ক্ষমতা কেবল আল্লাহরই আছে

আল্লাহ তাআলা বলেছেন ঃ

قُلْ اِنِّيْ لَا اَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلَا رَشَدًا○قُلْ اِنِّيْ لَنْ يُّجِيْرَنِيْ مِنَ اللّٰهِ اَحَدٌ

وَّلَنْ اَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ مُلْتَحَدًا ○(الجن : ٢١-٢٢)

www.pathagar.com

"তুমি বলে দাও যে, আমি তোমাদের উপকার বা অপকার করার এখতিয়ার রাখি না। তুমি বলে দাও, কেউ আমাকে আল্লাহর হাত থেকে কখনো রক্ষা করতে পারবে না। আর তাকে ছাড়া আমি অন্য কোথাও আশ্রয় আশা করতে পারি না।"–(সূরা জ্বিন ঃ ২১-২২)

অর্থাৎ আমি তোমাদের অপকার বা উপকারের ক্ষমতা রাখি না। আমার উম্মত হওয়ার কারণে গর্বিত হয়ে এবং এ ধারণা করে সীমালংঘন করো না যে, আমাদের খুঁটি অত্যন্ত মজবুত, আমাদের উকীল অতীব শক্তিশালী এবং আমাদের সুপারিশকারী আল্লাহর অতি প্রিয়পাত্র। আমরা যা ইচ্ছা তাই করবো। তিনি আমাদেরকে আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচিয়ে নেবেন। কারণ, আমি নিজেই ভীত এবং আল্লাহ ছাড়া কোথাও আশ্রয়স্থল দেখি না। তাই অন্যদেরকে কি করে রক্ষা করবো ? এ থেকে জানা যায় যে, যেসব মানুষ পীরদের ভরসা করে আল্লাহকে ভুলে যায় এবং তার আদেশ লংঘন করে তারা প্রকৃতই পথভ্রষ্ট। কেননা, আল্লাহর রাসূল (স) দিনরাত সবসময় আল্লাহকে ভয় করতেন এবং তার রহমত ছাড়া রক্ষা পাওয়ার আর কোনো উপায় দেখতেন না। সুতরাং অন্যদের কোনো প্রশ্নই আসে না।

আল্লাহ ছাড়া কোনো রিযিকদাতা নেই

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَايَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ شَيْئًا وَّلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ○(النحل : ٧٢)

"মুশরিকরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে সেইসব সত্তার উপাসনা করে যারা আসমান ও যমীন থেকে রিযিক সরবরাহের কোনো ক্ষমতাই রাখে না এবং তারা তা করতে সক্ষমও নয়।"–(সূরা আন নাহল ঃ ৭৩)

অর্থাৎ তারা এমন সব লোকদেরকে আল্লাহর মত করে সম্মান প্রদর্শন করে যারা একেবারেই অসহায় এবং রিযিক সরবরাহের ব্যাপারে আদৌ কোনো ক্ষমতা রাখে না। তারা না আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করতে পারে, না যমীন থেকে কোনো কিছু অংকুরিত করতে পারে, তাদের কোনো রকম শক্তিই নেই। মানুষের মধ্যে ব্যাপকভাবে একটি কথা প্রচলিত আছে যে, বিশ্বজাহানে কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা বুযুর্গদের আছে। কিন্তু তারা আল্লাহর নির্ধারিত তাকদীর নিয়েই খুশী। আদব রক্ষা কল্পে তা করেন না, চুপ থাকেন। অন্যথায়, ইচ্ছা করলে গোটা বিশ্বজাহানকে উলট পালট করে দিতে পারেন। একথা সম্পূর্ণরূপে

www.pathagar.com

মিথ্যা। বাস্তবে বিশ্বজাহানে তাদের না কোনো কর্তৃত্ব আছে, না তাদের তা করার ক্ষমতা আছে। অর্থাৎ তাদের মধ্যে এ ধরনের কর্তৃত্ব করার যোগ্যতা ও শক্তিই নেই।

কেবলমাত্র আল্লাহকে আহবান করো

আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

وَلاَ تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَالاَ يَنْفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ ج فَاِنْ فَعَلْتَ فَاِنَّكَ اِذًا مِّنَ الظّٰلِمِيْنَ○(يونس : ١٠٦)

"আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদেরকে ডেকো না যারা তোমার উপকার বা অপকার কিছুই করতে পারে না। যদি তুমি এরূপ করো তাহলে যালেম হিসেবে পরিগণিত হবে।"–(সূরা ইউনুস ঃ ১০৬)

অর্থাৎ সম্মান ও প্রতিপত্তির অধিকারী আল্লাহর বর্তমানে দুর্বল মানুষদের ডাকা—যারা উপকার বা ক্ষতি কিছুই করতে পারে না—নিছক যুলুম মাত্র। কারণ, সবচেয়ে বড় সত্তার মর্যাদা দেয়া হচ্ছে একেবারেই হীনবল মানুষকে।

আল্লাহ আরো বলেন ঃ

قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ج لاَيَمْلِكُوْنَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَلاَ فِى الْاَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيْهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِّنْ ظَهِيْرٍ○وَلاَ تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ اِلاَّ لِمَنْ اَذِنَ لَهُ ط حَتّٰى اِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوْبِهِمْ قَالُوْا مَاذَا ۙ قَالَ رَبُّكُمْ ط قَالُوا الْحَقَّ ج وَهُوَ الْعَلِىُّ الْكَبِيْرُ○(سبا : ٢٢-٢٣)

"বলো, তোমরা আহ্বান করো তাদেরকে যাদেরকে আল্লাহর পরিবর্তে ইলাহ মনে করেছো। তারা আকাশ ও পৃথিবীতে অণু পরিমাণ বস্তুর মালিকও নয় এবং এ দু'য়ে তাদের কোনো অংশও নেই এবং তাদের কেউ তার সহযোগীও নয়। যাকে অনুমতি দেয়া হবে কেবল তারা ছাড়া আর কারো সুপারিশ আল্লাহর কাছে ফলপ্রসূ হবে না। পরে যখন তাদের অন্তর থেকে ভীতি দূরীভূত হবে তখন তারা একে অপরকে জিজ্ঞেস করবে, তোমাদের রব (প্রতিপালক) কি বললেন ? জবাবে তারা বলবে, যা সত্য তিনি তাই বলেছেন। তিনি সুউচ্চ ও মহান।"–(সূরা সাবা ঃ ২২-২৩)

www.pathagar.com

আল্লাহর অনুমতি ছাড়া শাফায়াত করা যাবে না

অর্থাৎ বিপদের সময় কারো নিকট থেকে প্রয়োজন পূরণের প্রার্থনা করা এবং যার কাছে প্রয়োজন পূরণের প্রার্থনা করা হলো তার প্রয়োজন পূরণ করা কয়েক প্রকার হতে পারে। যার কাছে প্রয়োজন পূরণের জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে সে নিজেই মালিক কিংবা তার অংশীদার অথবা মালিকের ওপর তার প্রভাব আছে। যেমন, বাদশাহ অনেক সময় কোনো কোনো আমীর-উমরার কথা মেনে নেন। কারণ তারা সালতানাতের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। তারা অসন্তুষ্ট হলে রাষ্ট্রের নিয়ম-শৃঙ্খলা নষ্ট হয়। অথবা যে মালিকের কাছে সুপারিশ করবে এবং অন্তর থেকে না মানলেও মালিক তার সুপারিশ মানতে বাধ্য। যেমন, রাজকুমারী ও রাণীদেরকে বাদশাহ ভালবাসেন এবং যেহেতু তিনি তাদেরকে ভালবাসেন তাই তাদের সুপারিশও প্রত্যাখ্যাত হয় না। এখন ভেবে দেখো, আল্লাহকে বাদ দিয়ে মুশরিকরা যেসব বুযুর্গকে ডাকে এবং তাদের কাছে নিজের প্রয়োজন পূরণের জন্য প্রার্থনা করে বিশ্বজাহানের মধ্যে তারা মক্ষিকার ডানারও মালিক নয়, কিংবা এক রতি পরিমাণের অংশীদারও নয় অথবা আল্লাহর সাম্রাজ্যের সদস্যও নয়। তারা আল্লাহ তাআলার সাহায্যকারী বা সহযোগী নয় যে, তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি তাদের কথা শুনবেন। এমনিই কাউকে কিছু দিয়ে দেয়া তো দূরের কথা আল্লাহর অনুমতি ব্যতিরেকে তারা কারোর সুপারিশের জন্য জিহ্বাও নাড়তে সক্ষম নয়। আল্লাহর দরবারে তাদের অবস্থা এই যে, তার নির্দেশের সামনে তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি পর্যন্ত লোপ পায় এবং তারা ভীত-সন্ত্রস্ত ও দিশেহারা হয়ে পড়ে। সম্মানবোধের প্রাবল্যে ও ভয়ে দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করার সাহস পর্যন্ত হয় না। বরং একজন আরেকজনকে জিজ্ঞেস করে যে, মহান রব কি বললেন ? এবং তা জানার পরে মেনে নিলাম বলা ছাড়া কোনো গত্যন্তর থাকে না। এ ক্ষেত্রে কারো উকালতি ও সহযোগিতা দানের দুঃসাহসের কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

শাফায়াতের প্রকারভেদ

এখানে একটি কথা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণ মানুষ নবী-রাসূল ও আউলিয়াদের শাফায়াতের ব্যাপারে গর্বিত এবং শাফায়াতের ভুল অর্থ গ্রহণ করে তারা আল্লাহকে ভুলে গেছে। মূলত শাফায়াত অর্থ হচ্ছে সুপারিশ। দুনিয়াতে সুপারিশের কয়েকটি পন্থা হতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, বাদশাহর দৃষ্টিতে চোরের চৌর্যকর্ম প্রমাণিত হয়ে গেছে। কিন্তু কোনো আমীর কিংবা উজীর সুপারিশ করে তাকে শাস্তি থেকে রক্ষা করেছে। বাদশাহ চোরকে রাষ্ট্রের আইন অনুসারে শাস্তিই দিতে চাচ্ছিলেন কিন্তু আমীরের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাকে বাঁচিয়ে দিচ্ছেন। কারণ, আমীর সাম্রাজ্যের একজন সদস্য। তার

www.pathagar.com

কারণে রাতদিন সাম্রাজ্যের উন্নতি হচ্ছে। বাদশাহর উচিত বিষয়টি বিবেচনা করা এবং তাকে অসন্তুষ্ট না করা। অন্যথায় রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়ে যাবে। তাই এ ক্ষেত্রে ক্রোধ দমন করে চোরকে ক্ষমা করা অত্যন্ত যুক্তিসংগত। এ ধরনের সুপারিশকে প্রতিপত্তিমূলক সুপারিশ বলে। অর্থাৎ আমীরের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও মর্যাদার কারণে তার কথা মেনে নেয়া হলো।

প্রতিপত্তিমূলক সুপারিশ সম্ভব নয়

মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহর দরবারে প্রতিপত্তিমূলক সুপারিশ একেবারেই অসম্ভব। যে ব্যক্তি কোনো গায়রুল্লাহকে এ ধরনের সুপারিশকারী বলে বিশ্বাস করে সে নিখাদ ও নির্ভেজাল মুশরিক এবং প্রকাণ্ড জাহেল। সে 'ইলাহ' শব্দের অর্থই উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়নি এবং মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর ক্ষমতা ও মর্যাদার তাৎপর্য বুঝতে পারেনি। মহান আল্লাহর ক্ষমতাই এমন যে, তিনি চাইলে 'কুন' শব্দ দ্বারা মুহূর্তের মধ্যে কোটি কোটি নবী, অলী, জিন, ফেরেশতা, জিবরাঈল এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমকক্ষ মানুষ সৃষ্টি করতে পারেন এবং এক পলকের মধ্যে আরশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত গোটা বিশ্বজাহানকে উলট-পালট করে আরেকটি জগত সৃষ্টি করতে পারেন। তিনি ইচ্ছা করলেই যে কোনো জিনিস সৃষ্টি হয়ে যায়। তার বস্তু ও সাজ-সরঞ্জামের প্রয়োজনই হয় না। আদম আলাইহিস সালাম থেকে কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সমস্ত মানুষ ও জিন যদি ফেরেশতা জিবরাঈল ও নবীদের মত হয়ে যায় তাতে আল্লাহ তা'আলার সাম্রাজ্যের জাঁকজমক কিছুই বৃদ্ধি পাবে না। আর যদি সবাই শয়তান ও দাজ্জাল হয়ে যায় তাতেও তার সাম্রাজ্যের শানশওকত কিছুমাত্র হ্রাস প্রাপ্ত হবে না। তিনি সর্বাবস্থায় সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ও বড় এবং সমস্ত বাদশাহর বাদশাহ। কেউ তার কোনো ক্ষতিও করতে পারে না আবার উপকারও করতে পারে না।[১]

১. শাহ ইসমাঈল শহীদ এখানে যা বলেছেন হযরত আবু যার (রা) বর্ণিত সহীহ মুসলিমের একটি হাদীস থেকে তার সমর্থন পাওয়া যায়। ঐ হাদীসে রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, মহান আল্লাহ বলেন ঃ

يَاعِبَادِىْ لَوْ اَنَّ اَوَّلَكُمْ وَاٰخِرَكُمْ وَاِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوْا عَلٰى اَتْقٰى قَلْبِ رَجُلٍ مِّنْكُمْ مَازَادَ ذٰلِكَ فِىْ مُلْكِىْ شَيْئًا ـ يَا عِبَادِىْ لَوْ اَنَّ اَوَّلَكُمْ وَاٰخِرَكُمْ وَاِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوْا عَلٰى اَفْجَرَ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِّنْكُمْ مَا نَقَصَ ذٰلِكَ مِنْ مُلْكِىْ شَيْئًا ـ

"হে আমার বান্দারা, তোমরা সব মানুষ যারা অতীত হয়ে গিয়েছো এবং ভবিষ্যতে আসবে যদি তোমাদের মধ্যেকার সবচেয়ে মুত্তাকী ব্যক্তির মত হয়ে যাও তাতে আমার সাম্রাজ্যের কিছুই বৃদ্ধি পাবে না। হে আমার বান্দারা, তোমরা সব মানুষ যারা অতীত হয়ে গিয়েছো এবং যারা ভবিষ্যতে আসবে যদি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে পাপিষ্ঠ ব্যক্তির মত হয়ে যাও তাতে আমার সাম্রাজ্যের একবিন্দু কমবে না।"

www.pathagar.com

ভালবাসা ও স্নেহমূলক সুপারিশও সম্ভব নয়

শাফায়াত বা সুপারিশের দ্বিতীয় পন্থাটি হচ্ছে, কোনো রাজ কুমার, রাণী বা বাদশাহর প্রিয়ভাজন ব্যক্তির উঠে দাঁড়িয়ে চোরকে শাস্তি দিতে না দেয়া। তার প্রতি ভালবাসার কারণে বাদশাহ তাকে অসন্তুষ্ট করতে চাইবেন না এবং চোরকে ক্ষমা করে দেবেন। তার এ সুপারিশকে ভালবাসা ও স্নেহমূলক সুপারিশ বলা হয়। তার প্রতি স্নেহ ভালবাসার কারণে বাধ্য হয়ে বাদশা একথা চিন্তা করে প্রিয়ভাজনের কথা মেনে নিলেন যে, প্রিয়ভাজন অসন্তুষ্ট হলে বাদশাহ নিজেই কষ্ট পাবেন। মহান আল্লাহর দরবারে এ ধরনের সুপারিশও সম্ভব নয়। কেউ কোনো নবী বা অলীকে যদি এ ধরনের সুপারিশকারী মনে করে সেও পাকা মুশরিক এবং খাঁটি জাহেল। বাদশাহর বাদশাহ মহান আল্লাহ তার বান্দাকে যতই ভাল বাসুন আর পুরস্কৃত করুন না কেন—অর্থাৎ কাউকে যতই হাবীব, খলীল, কালীম বা রূহুল্লাহ, ওয়াজীহুল্লাহ উপাধি দান করুন না কেন, কিংবা রাসূলে করীম, মাকীন, রূহুল কুদুস এবং রূহুল আমীনের মত বিশেষ সম্মানজনক উপাধিতে ভূষিত করুন না কেন—বাদশাহ বাদশাহ-ই এবং দাস দাস-ই। প্রত্যেকের নিজস্ব একটা অবস্থান আছে যা সে অতিক্রম করতে পারে না। দাস তাঁর দয়া ও অনুগ্রহ লাভ করে যেভাবে খুশীতে মাতোয়ারা হয় তেমনি তাঁর ভয়ে তার অন্তর সর্বদা প্রকম্পমান থাকে।

অনুমতিক্রমে সুপারিশ

সুপারিশের তৃতীয় পন্থা হচ্ছে, চোরের চুরি করা প্রমাণিত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সে পেশাদার চোর নয়। দুর্ভাগ্যজনকভাবে তার দ্বারা এ চুরিকর্ম সাধিত হয়েছে। সে এখন যারপরনেই লজ্জিত এবং অনুশোচনায় মস্তক অবনত। শাস্তির আশংকা তাকে চব্বিশ ঘণ্টা কুরে কুরে খাচ্ছে। আইনের প্রতি তার পূর্ণ সম্মানবোধ রয়েছে এবং নিজেকে সে অপরাধী, পাপী এবং শাস্তিযোগ্য বলে মনে করে এবং বাদশাহকে এড়িয়ে অন্য কারো কাছে গিয়ে ধর্ণা দেয় না বা তার মোকাবিলায় অন্য কারো সাহায্য চায় না। রাতদিন বাদশাহর মুখ পানে চেয়ে থাকে যে, তার মহান দরবার থেকে এ অপরাধীর কি শাস্তি নির্ধারিত হয়। তার করুণ অবস্থা দেখে বাদশাহর মনে দয়ার উদ্রেক করে এবং তিনি তাকে ক্ষমা করতে মনস্থ করেন। কিন্তু একই সাথে তিনি আইনের মর্যাদা যথাস্থানে রাখতে চান যাতে মানুষের মন থেকে আইনের প্রতি শ্রদ্ধা দূর হয়ে না যায়। এবার কোনো একজন আমীর বা উজীর বাদশাহর ইংগিতে দাঁড়িয়ে যান। বাদশাহ উক্ত আমীরের মর্যাদা রক্ষার্থে বাহ্যত তার সুপারিশের কথা বলে চোরের অপরাধ ক্ষমা করে দেন। আমীর এ কারণে চোরের জন্য সুপারিশ করেনি যে, সে তার আত্মীয় অথবা বন্ধু কিংবা তিনি তাকে সাহায্য করার

www.pathagar.com

দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। বরং বাদশাহর অভিপ্রায় দেখে সুপারিশের জন্য দাঁড়িয়েছিলেন। কারণ তিনি ছিলেন বাদশাহর আমীর, চোরের সাহায্যকারী না। কারণ, চোরের সাহায্যকারীও চোর। এ ধরনের "সুপারিশ শাফায়াত বিল ইয্ন" (অনুমতিক্রমে সুপারিশ) বলা হয়। আল্লাহ তাআলার মহান দরবারে এ ধরনের সুপারিশই করা হবে। কুরআন মজীদে নবী-রাসূল বা অলীদের যে সুপারিশের কথা বলা হয়েছে তা হবে এ ধরনের সুপারিশ।

সরল সঠিক পথ

প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য হচ্ছে আল্লাহকেই ডাকা এবং সবসময় তাকেই ভয় করা। সে তার কাছেই গোনাহ মাফ চাইবে। তার কাছে গোনাহ স্বীকার করবে। তাকেই মালিক ও সাহায্যকারী মনে করবে। আল্লাহ ছাড়া আর কাউকেই নির্ভরযোগ্য মনে করবে না এবং কখনো কারো সাহায্যের ওপর ভরসা করবে না। কারণ, তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু। তিনি তার দয়া ও মেহেরবাণীতে তোমার সব কাজ শুধরে দেবেন এবং সব গোনাহ ক্ষমা করে দেবেন। যাকে ইচ্ছা আদেশ দিয়ে তোমার সুপারিশকারী বানিয়ে দেবেন। অন্য সব বিষয় যেমন তার ওপর সোপর্দ করে থাকো অনুরূপ এ অভাবটিও তারই ওপর সোপর্দ করো। তিনি যাকে ইচ্ছা তোমার সুপারিশকারী বানিয়ে দেবেন। অন্য কারো সাহায্যের ওপর কখনো নির্ভর করবে না। তোমার সাহায্যের জন্য তাকেই ডাকো। প্রকৃত মালিককে কখনো ভুলে যেও না। তার দেয়া শরীয়াতের হুকুম-আহকামকে মর্যাদা দাও এবং ঐসব হুকুম-আহকামের মোকাবিলায় রেওয়াজ-রসমকে প্রত্যাখ্যান করো। শরীয়তের হুকুম-আহকাম বাদ দিয়ে রসম-রেওয়াজের অনুসরণ অত্যন্ত বড় গোনাহ। সমস্ত নবী-রাসূল ও অলীদের কাছে তা অত্যন্ত ঘৃণিত। তাঁরা কখনো এমন সব লোকের সুপারিশকারী হন না যারা রসম-রেওয়াজ পরিত্যাগ করে না এবং শরীয়তের হুকুম-আহকাম নষ্ট করে। তারা বরং ঐসব লোকের শত্রু হয়ে যান এবং তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট থাকেন। কেননা তারা আল্লাহর সন্তুষ্টিকে স্ত্রী-পুত্র, মুরীদ, শিষ্য, সাগরেদ, চাকর, বাকর ও বন্ধু-বান্ধব সবকিছুর ওপর অগ্রাধিকার দান করতেন এবং আল্লাহর জন্য তাদেরকে পরিত্যাগ করতেন। তারা যখন আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করতো তখন এঁরা তাদের শত্রু হয়ে যেতেন। যারা গায়রুল্লাহকে ডাকে তাদের এমন কি গুণাবলী রয়েছে যে, বড় বড় মহত ব্যক্তিগণ তাদের সাহায্যকারী হয়ে তাদের পক্ষ থেকে আল্লাহর সাথে ঝগড়া করবেন। এমনটি কখনো হবে না। বরং তাঁরা তাদের শত্রু। আল্লাহর জন্য বন্ধুত্ব এবং আল্লাহর জন্য শত্রুতাই তাদের নীতি। কারো সম্পর্কে যদি আল্লাহর সিদ্ধান্ত এই হয় যে, সে জাহান্নামের ইন্ধন তাহলে এঁরা তাকে আরো কয়েকটা ধাক্কা দিয়ে

www.pathagar.com

জাহান্নামে নিক্ষেপ করতে প্রস্তুত। তাঁরা তো আল্লাহর মর্জির অনুগত। যেদিকে তার সন্তুষ্টি হবে তাঁরাও সেদিকেই ঝুঁকবে।

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا ـ فَقَالَ يَا غُلَامُ اِحْفَظِ ـ اَللّٰهُ يَحْفَظْكَ ـ اِحْفَظِ اللّٰهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ وَاِذَا سَاَلْتَ فَاسْئَلِ اللّٰهَ وَاِذَا اِسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ وَاعْلَمْ اَنَّ الْاُمَّةَ لَوْ اِجْتَمَعَتْ عَلٰى اَنْ يَنْفَعُوْكَ بِاشْئٍ لَمْ يَنْفَعُوْكَ بِشَيْئٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ لَكَ وَلَوْ اِجْتَمَعُوْا عَلٰى اَنْ يَضُرُّوْكَ بِشَئٍ لَمْ يَضُرُّوْكَ اِلاَّ بِشَيْئٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْاَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ ـ

"ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ একদিন আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর পেছনে ছিলাম। তিনি বললেন ঃ হে বালক, আল্লাহকে স্মরণ রাখো আল্লাহও তোমাকে স্মরণ রাখবেন। আল্লাহকে স্মরণ রাখো, তাকে তোমার সামনে দেখতে পাবে। তুমি যখন কিছু চাবে তখন আল্লাহর কাছেই চাবে। সাহায্য প্রার্থনা করলে আল্লাহর কাছেই করবে। জেনে রাখো, সমস্ত মানুষ যদি তোমার কোনো উপকার করতে চায় তাহলেও ততটুকুই করতে পারবে যা আল্লাহ তোমার জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছেন। আর যদি সব মানুষ মিলে তোমার কোনো ক্ষতি করতে চায় তাহলেও ততটুকুই করতে পারবে যতটুকু আল্লাহ তোমার জন্য নির্ধারিত করে রেখেছেন। কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে এবং লেখাসমূহ শুষ্ক হয়ে গিয়েছে।"

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা প্রকৃত বাদশাহ। পৃথিবীর বাদশাহদের ন্যায় অহংকারী নন যে, কেউ যতই মাথা কুটুক না কেন অহংকার বশত সেদিকে ভ্রূক্ষেপই করবেন না। এ কারণে প্রজারা বাদশাহদের কাছে সরাসরি প্রার্থনা করে না, বরং আমীর-উমরার মাধ্যমে প্রার্থনা করে যাতে তাদের খাতিরে দরখাস্ত মঞ্জুর হয়। কিন্তু মহান আল্লাহর কাজ তা নয়। তিনি অত্যন্ত দয়ালু ও দানশীল। তার কাছে পৌঁছার জন্য কারো উকালতির প্রয়োজনই পড়ে না। আল্লাহ তাআলা আলাদা আলাদাভাবে প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি খেয়াল রাখেন। কেউ সুপারিশ করুক বা না করুক তিনি সবাইকে স্মরণ করেন। তিনি পবিত্র, সমুন্নত ও সবকিছুর উর্ধে। তাঁর দরবার দুনিয়ার রাজা বাদশাহদের মত নয় যে,

www.pathagar.com

প্রজারা সেখানে পৌঁছতেই পারে না, আমীর-উমরারাই তাদের ওপর শাসন কর্তৃত্ব চালায় এবং প্রজাগণকে তাদের হুকুম বাধ্য হয়েই মানতে হয়। বরং তাঁর দরবার হচ্ছে খোদায়ী দরবার এবং তিনি তার বান্দাদের অতি নিকটে। অতি সাধারণ মানুষও আন্তরিকভাবে তার প্রতি মনযোগ দিলে সে তাকে সামনেই দেখতে পাবে। বান্দার নিজের গাফলতির পর্দা ছাড়া তাকে আড়াল করার আর কোনো পর্দাই নেই।

আল্লাহ সবচেয়ে নিকটে

কেউ যদি আল্লাহ থেকে দূরে থেকে থাকে তাহলে সে নিজের গাফলতির কারণেই দূরে আছে। অন্যথায় তিনি সবার অতি নিকটে। যে ব্যক্তি কোনো নবী বা অলীকে এজন্য ডাকে যে, তিনি তাকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেবেন তখন সে একথা বুঝে না যে, নবী বা অলী তার থেকে বহু দূরে। আল্লাহ তার চেয়ে অনেক নিকটে। কথাটা এভাবে বুঝা যাবে যে, এক দাস বাদশাহর দরবারে একাই উপস্থিত। বাদশাহ তার আবেদন-নিবেদন শোনার জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত। কিন্তু তখন কোনো আমীরের স্মরণাপন্ন হয়ে তাকে অনুরোধ করছে, জনাব, আমার আবেদনটা বাদশাহর সামনে পেশ করুন। এ রকম একজন দাস সম্পর্কে তোমার ধারণা কি ? একথা তো সুস্পষ্ট যে, এ দাসটি হয় অন্ধ না হয় বদ্ধ পাগল। প্রতিটি মানুষ আল্লাহর কাছেই প্রার্থনা করবে, প্রতিকূল অবস্থায় তার কাছে সাহায্য চাবে এবং দৃঢ়ভাবে একথা বুঝে নেবে যে, তাকদীরের লেখা কখনো মুছে যেতে পারে না। যদি গোটা দুনিয়ার মানুষ মিলে কারো উপকার বা ক্ষতি করতে চায় তাহলেও ভাগ্যলিপির অধিক কিছুই করতে পারবে না। এ আলোচনা থেকে জানা যায় যে, তাকদীর বদলে দেয়ার শক্তি কারো নেই। যার তাকদীরে সন্তান নেই তাকে কে সন্তান দেবে এবং যার আয়ুষ্কাল ফুরিয়ে এসেছে কে আছে যে তার জীবনকাল বাড়িয়ে দিতে পারবে ? সুতরাং আল্লাহ তার অলীদেরকে তাকদীর বদলে দেয়ার ক্ষমতা দান করেছেন একথা মিথ্যা। কথা হলো আল্লাহ তাআলা কখনো কখনো তার সব বান্দার দোয়াই কবুল করেন এবং নবী-রাসূল ও অলীদের অধিকাংশ দোয়াই কবুল করেন। দোয়া করার তাওফীকও তিনিই দান করেন এবং কবুলও তিনিই করেন। দোয়া করা এবং তারপর উদ্দেশ্য সফল হওয়া দু'টি বিষয়ই তাকদীরে লিপিবদ্ধ আছে। দুনিয়ার কোনো কাজই তাকদীরের বাইরে নয়। কোনো মানুষ সে ছোট হোক বা বড় হোক, নবী হোক বা অলী হোক তার মধ্যে কোনো কাজ করার ক্ষমতা নেই। তবে তার এতটুকু ক্ষমতা আছে যে, সে দোয়া করতে পারে। এরপর মালিকের ইচ্ছা, তিনি ইচ্ছা করলে মেহেরবানী করে তা গ্রহণ করতে পারেন। আবার হিকমতের কারণে তা গ্রহণ নাও করতে পারেন।

www.pathagar.com

শুধুমাত্র আল্লাহর ওপর ভরসা কর

عَنْ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ قَلْبَ ابْنِ اٰدَمَ بِكُلِّ وَادٍ شُعْبَةٌ فَمَنِ اتَّبَعَ قَلْبُهُ الشُّعُبَ كُلَّهَا لَمْ يُبَالِ اللّٰهُ بِاَيِّ وَادٍ اَهْلَكَهُ وَمَنْ تَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ كَفَاهُ الشُّعُبَ۔

"আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ প্রত্যেক প্রান্তরে মানুষের অন্তরের জন্য একটি পথ আছে। যে ব্যক্তি তার অন্তরকে সব পথে পরিচালিত করে সে ক্ষেত্রে আল্লাহ পরোয়া করেন না সে কোন্ প্রান্তরে ধ্বংস হলো। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ভরসা করে আল্লাহ তাআলা তার জন্য সব পথের ব্যাপারে যথেষ্ট হয়ে যান।"–(ইবনে মাজা)

অর্থাৎ মানুষ যখন বিপদগ্রস্ত হয় কিংবা তার কোনো জিনিসের প্রয়োজন পড়ে তখন তার চিন্তা-ভাবনা বিভিন্ন মুখী হয়ে পড়ে। সে মনে করে অমুক নবী, ইমাম, পীর, শহীদ বা পরীকে আহ্বান করা যাক কিংবা অমুক গণকের কাছে প্রার্থনা করা যাক বা অমুক মৌলবী সাহেবকে দিয়ে শুভ বা অশুভ লক্ষণ নির্ণয় করা যাক। যে ব্যক্তি এভাবে প্রতিটি ধ্যান-ধারণার পেছনে ছুটতে থাকে আল্লাহ তার দিক থেকে তার রহমতের দৃষ্টি ফিরিয়ে নেন, তাকে তার একনিষ্ঠ বান্দাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেন না এবং আল্লাহ তাআলার প্রশিক্ষণ ও হিদায়াতের পথ তার হাতছাড়া হয়ে যায়। সে এই ধ্যান-ধারণার পেছনে ক্রমাগত ছুটতে ছুটতেই ধ্বংস হয়ে যায়। কেউ ধর্মহীন, কেউ নাস্তিক, কেউ মুশরিক আবার কেউ সবকিছুর অস্বীকারকারী হয়ে যায়। আর যে ব্যক্তি কেবল আল্লাহর ওপর ভরসা করে, কোনো অমূলক ধ্যান-ধারণার পিছে ছুটে না সে আল্লাহ তাআলার প্রিয় বান্দা। তার জন্যে হিদায়াতের পথসমূহ উন্মুক্ত হয়ে যায় এবং তার হৃদয়-মন এমন শান্তি ও স্বস্তি লাভ করে যা ধ্যান-ধারণার পিছে ছুটে বেড়ানো ব্যক্তিদের ভাগ্যে জোটে না। ভাগ্যলিপি তো বাস্তবরূপ লাভ করেই কিন্তু অমূলক ধ্যান-ধারণার পেছনে ছুটে বেড়ানো ব্যক্তি অযথা দুশ্চিন্তা ও অশান্তির মধ্যে ডুবে থাকে এবং আল্লাহর ওপর নির্ভরকারী শান্তি ও স্বস্তি লাভ করে।[১]

---

১. وَعَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَسْئَلْ اَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا حَتّٰى يَسْئَالَهُ الْمِلْحَ وَحَتّٰى يَسْئَلَهُ شِسْعَ نَعْلِهِ اِذَا انْقَطَعَ۔

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য তার রবের কাছে সকল প্রয়োজন পূরণের জন্য প্রার্থনা করা। এমনকি লবণও তার কাছে চাইবে এবং জুতার ফিতা ছিঁড়ে গেলেও তার কাছে চাইবে।

www.pathagar.com

আল্লাহ্ তাআলাকে পৃথিবীর বাদশাহদের মত মনে করো না যে, তিনি বড় বড় কাজ নিজে করেন এবং ছোট ছোট কাজ চাকর বা অধীনস্তদের দিয়ে করান। ফলে লোকজনকে ছোট ছোট কাজের জন্য চাকরদের কাছে আবেদন-নিবেদন করতে হয়। মহান আল্লাহর কারখানা এরূপ নয়। তিনি সর্বশক্তিমান। চোখের পলকে তিনি অসংখ্য ছোট বড় কাজ আঞ্জাম দিয়ে থাকেন। তার রাজত্বে কেউ তার শরীক ও সমকক্ষ নেই। তাই অতীব ছোট ছোট বিষয় সরাসরি তার কাছেই প্রার্থনা করো। কারণ, তিনি ছাড়া আর কেউ ছোট জিনিসও দিতে পারে না বড় জিনিসও দিতে পারে না।

আত্মীয়তা কোনো কাজে আসে না

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ دَعَا النَبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَابَتَهُ فَعَمَّ وَخَصَّ فَقَالَ يَابَنِىْ كَعْبِ بْنِ لُؤَىٍّ اَنْقِذُوْا اَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ فَاِنِّىْ لَااَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا اَوْقَالَ فَاِنِّىْ لَااُغْنِىْ عَنْكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا وَيَابَنِىْ مُرَّةَ بْنَ كَعْبٍ اَنْقِذُوْا اَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ فَاِنِّىْ لَااُغْنِىْ عَنْكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا ـ وَيَابَنِىْ عَبْدِ شَمْسٍ اَنْقِذُوْا اَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ فَاِنِّىْ لَااُغْنِىْ عَنْكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا ـ وَيَابَنِىْ عَبْدِ مَنَافٍ اَنْقِذُوْا اَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ فَاِنِّىْ لَا اُغْنِىْ عَنْكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا ـ وَيَابَنِىْ هَاشِمٍ اَنْقِذُوْا اَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ فَاِنِّىْ لَااُغْنِىْ عَنْكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا وَيَابَنِىْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اَنْقِذُوْا اَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ فَاِنِّىْ لَااُغْنِىْ عَنْكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا ـ وَيَا فَاطِمَةُ اَنْقِذِىْ نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ سَلِيْنِىْ مَا شِئْتِ مِنْ مَالِىْ فَاِنِّىْ لَااُغْنِىْ عَنْكِ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا

হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ যে সময় 'ওয়ানযির আশীরাতাকাল আকরাবীন' (তোমার নিকট আত্মীয়দেরকে সাবধান করো) আয়াত নাযিল হলো তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর আত্মীয়দের ডেকে বললেন ঃ হে কা'ব ইবনে লুয়াইয়ের সন্তানেরা, নিজেদেরকে দোযখ থেকে রক্ষা করো। আমি তোমাদেরকে

www.pathagar.com

আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষার ব্যাপারে কিছুই করতে পারবো না। হে মুররা ইবনে কা'বের সন্তানেরা ! নিজেদেরকে দোযখের আগুন থেকে রক্ষা করো। আমি তোমাদেরকে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষার ব্যাপারে কিছুই করতে পারবো না। হে আবদে শামসের সন্তানেরা, নিজেদেরকে দোযখের আগুন থেকে রক্ষা করো। আমি তোমাদেরকে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষার ব্যাপারে কিছুই করতে পারবো না। হে আবদে মানাফের সন্তানেরা, নিজেদেরকে দোযখের আগুন থেকে রক্ষা করো। আমি তোমাদেরকে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষার ব্যাপারে কিছুই করতে পারবো না। হে আবদুল মুত্তালিবের সন্তানেরা, নিজেদেরকে দোযখের আগুন থেকে রক্ষা করো। আমি তোমাদেরকে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষার ব্যাপারে কিছুই করতে পারবো না। হে ফাতেমা, নিজেকে আযাব থেকে রক্ষা করো। আমার অর্থ-সম্পদ যতটা ইচ্ছা নিয়ে নাও। আমি তোমাকে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষার ব্যাপারে কিছুই করতে পারবো না।–(বুখারী ও মুসলিম)

অর্থাৎ যারা কোনো বুযুর্গ ব্যক্তির আত্মীয় তারা ঐ বুযুর্গের সাহায্যের ভরসা করে। তাই তারা অহংকারী হয়ে নির্ভীক হয়ে যায়। এ কারণে আল্লাহ তার প্রিয় নবীকে তার আত্মীয়-স্বজনদের সাবধান করে দিতে বলেছেন। তিনি এক এক করে সবাইকে এমনকি তার আদরের কন্যাকেও পরিষ্কার ভাষায় বলে দিয়েছেন যে, মানুষের এখতিয়ারাধীন বিষয়েই কেবল আত্মীয়তার অধিকার দেয়া সম্ভব। আমার অর্থ-সম্পদ আমার এখতিয়ারাধীন এবং তা দেয়ার ব্যাপারে আমি কৃপণতা প্রদর্শন করবো না। কিন্তু যে বিষয় আল্লাহর হাতে, যেখানে আমার কোনো এখতিয়ার নেই—সে ব্যাপারে আমি কাউকে সাহায্য করতে বা কারো উকীল হতে সক্ষম নই। প্রত্যেক ব্যক্তি কিয়ামতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করুক এবং আজই দোযখ থেকে বাঁচার চিন্তা করুক। কোনো বুযুর্গের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক আল্লাহর দরবারে কোনো কাজে আসবে না। মানুষ নিজে নেক কাজ না করলে মুক্তি পাওয়া কঠিন ব্যাপার।

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

ইবাদাতের ক্ষেত্রে শিরক

ইবাদাতের সংজ্ঞা

আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য বান্দাদেরকে নির্দিষ্ট কিছু কাজ শিখিয়েছেন সেইসব কাজকে ইবাদত বলে।

আল্লাহ্ তাআলা তাকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য কি কি কাজ করতে বলেছেন আমরা এখানে তা আলোচনা করতে চাই, যাতে গায়রুল্লাহ্র জন্য ঐসব কাজ না করা হয় এবং শিরক থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

ইবাদত কেবল আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট

আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ ز اِنِّىْ لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۝ اَنْ لَّاتَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰهَ ط

اِنِّىْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ اَلِيْمٍ ۝ (هود : ٢٥ـ٢٦)

"আমি নূহকে তার কওমের কাছে (নবী হিসেবে) প্রেরণ করেছিলাম। সে তাদেরকে বললো ঃ হে কওম! আমি তোমাদের জন্য এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ভীতি প্রদর্শনকারী যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো ইবাদাত করো না। আমি তোমাদের জন্য কিয়ামতের কষ্টদায়ক আযাবের আশংকা করি।"

–(সূরা হূদ ঃ ২৫-২৬)

অর্থাৎ হযরত নূহ আলাইহিস সালামের সময় থেকে মুসলমান ও কাফেরদের মধ্যে বিরোধ চলে আসছে। আল্লাহ্র প্রিয় বান্দারা একথাই বলে এসেছেন যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকে আল্লাহ্র মত সম্মান প্রদর্শন করো না এবং তাকে সম্মান প্রদর্শনের নিদর্শন স্বরূপ যেসব কাজ নির্দিষ্ট তা আর কারো জন্য করো না।

সিজদা কেবল আল্লাহকেই করতে হবে

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

لَاتَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَهُنَّ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ

تَعْبُدُوْنَ ۝ (حم السجدة : ٣٧)

www.pathagar.com

"সূর্য বা চাঁদকে সিজদা করো না। যিনি ঐগুলোকে সৃষ্টি করেছেন তাকে সিজদা করো যদি তোমরা তারই ইবাদত করে থাকো।"

–(সূরা হা-মীম-আস-সাজদা ঃ ৩৭)

এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, ইসলামে সিজদা পাওয়ার অধিকারী একমাত্র সৃষ্টিকর্তা। তাই কোনো সৃষ্টিকে সিজদা করা যাবে না। সে চাঁদ-সূর্য, নবী-অলী কিংবা জিন-ফেরেশতা যাই হোক না কেন। কেউ যদি বলে পূর্ববর্তী ধর্মসমূহে সৃষ্টিকে সিজদা করা প্রচলিত ছিল। যেমন ফেরেশতারা হযরত আদম আলাইহিস সালামকে এবং হযরত ইয়াকুব আলাহিস সালাম হযরত ইউসুফকে সিজদা করেছিলেন।[১] এ কারণে আমরাও যদি কোনো বুযুর্গকে সম্মানসূচক সিজদা করি তবে ক্ষতি কি ? মনে রেখো, এতে শিরক প্রমাণিত হয় এবং ঈমান নষ্ট হয়ে যায়। হযরত আদম আলাইহিস সালামের শরীয়তে বোনকে বিয়ে করা জায়েয ছিল। এটাকে দলীল মনে করে এসব লোক যদি বোনকে বিয়ে করে তাতে ক্ষতি কি ? কিন্তু এতে মারাত্মক ক্ষতি আছে। কারণ, বোনেরা স্থায়ী হারাম মেয়েদের অন্তর্ভুক্ত যা কোনো অবস্থায়ই হালাল নয়। ব্যাপার হলো, মানুষকে আল্লাহর নির্দেশের সামনে মাথানত করা উচিত, আল্লাহর আদেশকে বিনা বাক্য ব্যয়ে মনে প্রাণে মেনে নেয়া উচিত। অথবা বাদানুবাদ করা উচিত নয় যে, পূর্ববর্তী লোকদের জন্য তো এ আদেশ ছিল না কিন্তু আমাদের জন্য কেন ? এ ধরনের কথায় মানুষ কাফের হয়ে যায়। এ বিষয়কে একটি উদাহরণের মাধ্যমে বুঝার চেষ্টা করো। এক বাদশাহর রাজত্বে দীর্ঘদিন পর্যন্ত একটি আইন চালু ছিল পরবর্তী সময়ে আইন রচয়িতাগণ তা বাতিল করে তদস্থলে আরেকটি আইন রচনা করে চালু করে। এখন যদি কেউ বলে যে, আমরা কেবল প্রথম আইনটিই মানবো। এ ক্ষেত্রে যে নতুন আইন মানবে না সে বিদ্রোহী। আর বিদ্রোহীর শাস্তি হচ্ছে জেলখানা। অনুরূপ আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারীর জন্য রয়েছে জাহান্নাম।

গায়রুল্লাহকে ডাকা শিরক

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَاَنَّ الْمَسٰجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا ۝ وَاَنَّهٗ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوْهُ كَادُوْا يَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِ لِبَدًا ط قُلْ اِنَّمَا اَدْعُوْا رَبِّيْ وَلَا اُشْرِكُ بِهٖ اَحَدًا ۝

১. এখানে শারয়ী অর্থে সিজদা শব্দটি ব্যবহার করা হয়নি। কারণ, শারয়ী অর্থে একমাত্র আল্লাহকেই সিজদা করা জায়েয, আর কাউকে নয়। এখানে বরং সিজদার আভিধানিক অর্থসমূহের মধ্যে নত হওয়া, সম্মান প্রদর্শন করা বা অভিবাদন জানানো অর্থে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে যা জাপান, কোরিয়া প্রভৃতি দেশের লোকেরা করে থাকে। লেখক এখানে বিভ্রান্তিতে পতিত হয়েছেন।–(অনুবাদক)

www.pathagar.com

"মসজিদসমূহ আল্লাহরই জন্য। সুতরাং আল্লাহর সাথে তোমরা আর কাউকে ডেকো না। আর আল্লাহর বান্দা যখন তাকে ডাকার জন্য দাঁড়ালো তখন তার কাছে ভিড় জমালো। বলো, আমি আমার প্রতিপালককেই ডাকি এবং তার সাথে কাউকে শরীক করি না।"–(সূরা জিন ঃ ১৮-২০)

অর্থাৎ আল্লাহর কোনো বান্দা যখন পাক-সাফ হয়ে পরিচ্ছন্ন মনে আল্লাহকে ডাকে তখন এসব মূর্খেরা মনে করে সে অত্যন্ত কামেল লোক। যাকে ইচ্ছা সে দিতে পারে এবং যার থেকে ইচ্ছা ছিনিয়ে নিতে পারে। তাই তারা তার কাছে এ আশায় দলে দলে হাজির হয় যে, সে তাদের ভাগ্য গড়ে দেবে। এখন সেই বান্দার কর্তব্য হচ্ছে সঠিক কথা বলে দেয়া। অর্থাৎ একথা বলে দেয়া যে, বিপদের সময় আল্লাহ তাআলাকেই ডাকা উচিত। এটা কেবল তারই অধিকার, অন্য কারো নয়। উপকার ও ক্ষতির আশা একমাত্র আল্লাহর থেকেই করা উচিত। কারণ, গায়রুল্লাহর সাথে এ ধরনের কাজ করা শিরক। আমি শিরক ও শিরকে লিপ্ত হওয়াকে ঘৃণা করি। যে আমার সাথে এ ধরনের আচরণ করতে চায় আমি তার প্রতি সন্তুষ্ট নই। দেয়া ও নেয়া আল্লাহর কাজ। তিনিই দেন আবার তিনিই নিয়ে নেন। আমার হাতে কিছুই নেই। তিনিই আমার ও তোমাদের রব। অতএব এসো, বাতিল উপাস্যদের পরিত্যাগ করে সেই এক ও লা-শরীক আল্লাহকে ডাক যিনি তার একত্বে, খোদায়ীতে, রবুবিয়াতে (প্রতিপালনের কাজে) এবং হিকমতে অনন্য।

এ আলোচনা থেকে জানা গেল যে, (হাত বেঁধে) আদবের সাথে দাঁড়ানো, ডাকা এবং নামের অযীফা পাঠ সেসব কাজের অন্তর্ভুক্ত যেসব কাজকে মহান আল্লাহ তার সম্মানের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন। গায়রুল্লাহর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা শিরক।

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَاَذِّنْ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاْتُوْكَ رِجَالاً وَّعَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ يَّاْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ
لِّيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِىْ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمٰتٍ عَلٰى مَارَزَقَهُمْ مِّنْ
بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ ج فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيْرَ ـ ثُمَّ لْيَقْضُوْا تَفَثَهُمْ
وَلْيُوْفُوْا نُذُوْرَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ ○ (الحج : ٢٧-٢٩)

"তুমি মানব সমাজের মাঝে হজ্জের জন্য ঘোষণা দান করো। তারা তোমার কাছে পায়ে হেঁটে ও কৃশ উটের পিঠে সওয়ার হয়ে দূর দূরান্ত

www.pathagar.com

থেকে আসবে যাতে নিজেদের কল্যাণময় স্থানসমূহে উপস্থিত হতে পারে এবং তাদেরকে চতুষ্পদ জন্তুসমূহ থেকে যে রিযিক দান করেছেন তার ওপর নির্দিষ্ট দিনসমূহে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে পারে। অতপর তোমরা নিজেরা তা থেকে খাও এবং দুস্থ ও অভাবগ্রস্তদেরকেও খাওয়াও। অতপর তারা যেন তাদের অপরিচ্ছন্নতা দূর করে, নিজেদের মানতসমূহ পূরণ করে প্রাচীন গৃহের তাওয়াফ করে।"–(সূরা আল হাজ্জ ঃ ২৭-২৯)

আল্লাহর নির্ধারিত স্থানসমূহের তাযীম করা

আল্লাহ তাআলা তাকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য কিছু স্থান নির্দিষ্ট করেছেন, যেমন ঃ কা'বা, আরাফাত, মুযদালিফা, মিনা, সাফা, মারওয়া, মাকামে ইবরাহীম, মসজিদে হারাম এবং সমগ্র মক্কা তথা গোটা হারাম এলাকা। মানুষের মনে এসব স্থান পরিদর্শনের আগ্রহ সৃষ্টি করেছেন। যাতে দুনিয়ার আনাচে-কানাচে থেকে মানুষ সওয়ারীতে আরোহণ করে বা পায়ে হেঁটে বায়তুল্লাহর যিয়ারতের জন্য ছুটে আসে। সফরের কষ্ট সহ্য করে বিশেষ একটি সেলাইবিহীন কাপড় পরিধান করে একটা নির্দিষ্ট বেশে সেখানে উপস্থিত হয় এবং আল্লাহর নামে কুরবানী করে। নিজেদের মানত পূরণ করে, বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করে এবং প্রভুর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের যে আকাঙ্ক্ষা হৃদয়-মনে উথলিয়ে উঠছে বায়তুল্লায় এসে তা পূরণ করে, তার চৌকাঠ চুম্বন করে। এর দরজার সামনে কেঁদে কেঁদে দোয়া করবে। কেউ বায়তুল্লাহর গিলাফ ধরে কেঁদে কেঁদে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছে, কেউ ই'তিকাফে বসে রাতদিন আল্লাহকে স্মরণ করছে, কেউ চুপচাপ আদবের সাথে দাঁড়িয়ে তা দেখে চক্ষু শীতল করছে। আল্লাহ তা'আলার সম্মান ও মর্যাদার জন্যই এ কাজ করা হয়। এসব কাজের জন্য আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং তাতে উভয় জগতের কল্যাণ অর্জিত হয়। অতএব, গায়রুল্লাহর প্রতি সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শনের জন্য এ ধরনের কাজ করা শিরক। কোনো কবর যিয়ারতের জন্য অথবা কোনো স্থান থেকে দীর্ঘ পথ ভ্রমণের কষ্ট স্বীকার করে আসা এবং ধূলামলিন হয়ে সেখানে পৌঁছা, সেখানে গিয়ে পশু কুরবানী করা, মানত পূরণ করা, কোনো ঘর বা কবরের তাওয়াফ করা তার আশেপাশের মাঠঘাট ও বন-জংগলের আদব করা, সেখানে শিকার না করা, সেখানকার গাছপালা না কাটা, ঘাসের ডাটা না ছেঁড়া বা না উপড়ানো এবং এ ধরনের অন্যান্য কাজকর্ম করা এবং তার দ্বারা উভয় জগতের কল্যাণের আশা করা সবই শিরক। এ থেকে দূরে থাকা কর্তব্য। কারণ শরীয়ত যেসব স্থানের সম্মান করার নির্দেশ দিয়েছে সেসব স্থান ছাড়া আর কোনো স্থানের ব্যাপারে এরূপ করা এবং এসব দীনের অন্তর্ভুক্ত মনে করা বিদআত। আনুগত্য একমাত্র আল্লাহর করা উচিত, মাখলুকের নয়।

www.pathagar.com

গায়রুল্লাহর নামের জিনিস হারাম

আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

قُلْ لَّآ اَجِدُ فِيْ مَا اُوْحِيَ اِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗٓ اِلَّآ اَنْ يَّكُوْنَ مَيْتَةً اَوْ دَمًا مَّسْفُوْحًا اَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَاِنَّهٗ رِجْسٌ اَوْ فِسْقًا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَاِنَّ رَبَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○(الانعام : ١٤٥)

"বলো, আমার কাছে যে অহী পাঠানো হয়েছে তাতে মানুষ যা খায়, তার মধ্যে মৃত জন্তু, বহমান রক্ত ও শূকরের মাংস ছাড়া আমি আর কিছুই নিষিদ্ধ পাই না। কেননা, এগুলো অবশ্যই অপবিত্র এবং অবৈধ আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গ করার কারণে। তবে কেউ অবাধ্য না হয়ে এবং সীমালংঘন না করে তা গ্রহণ করতে নিরুপায় হলে তোমার প্রতিপালক ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"–(সূরা আল আনআম ঃ ১৪৫)

অর্থাৎ শূকর, রক্ত ও মৃত যেমন হারাম তেমনি সেসব জন্তুও হারাম যা গোনাহর অবস্থায় আছে। আল্লাহর নামে নয় বরং অন্য কোনো নামে উৎসর্গীত। এ থেকে জানা গেল যে, যে জন্তুকে কোনো সৃষ্টির জন্য নির্দিষ্ট করা হয় তা হারাম ও নাপাক। যেমন, বলা হলো যে, এটা সাইয়েদ আহমদ কবীরের গরু, এটা শায়খ সাদ্দুর বকরী ইত্যাদি ইত্যাদি। এ আয়াতে একথা বলা হয়নি যে, এসব জন্তু কেবল তখনই হারাম হবে যদি যবেহ করার সময় গায়রুল্লাহর নাম নিয়ে যবেহ করা হবে। বরং শুধু গায়রুল্লাহর নামে নির্দিষ্ট করার কারণেই হারাম হয়ে গিয়েছে। মুরগী, বকরী, উট বা গরু যদি কোনো সৃষ্টি অর্থাৎ নবী বা অলীর নামে নির্দিষ্ট করা হয় তবে তা নির্ভেজাল হারাম ও অপবিত্র হয়ে যায় এবং নাম নির্দিষ্টকারী মুশরিক হয়ে যায়।

হুকুম দেয়ার অধিকারী শুধু আল্লাহ

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

يٰصَاحِبَيِ السِّجْنِ ءَاَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُوْنَ خَيْرٌ اَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ○ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖٓ اِلَّآ اَسْمَآءً سَمَّيْتُمُوْهَآ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ مَّآ اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ○

www.pathagar.com

اِنِ الْحُكْمُ اِلاَّ لِلّٰهِ ط اَمَرَ اَلاَّ تَعْبُدُوْٓا اِلاَّ اِيَّاهُ ط ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لاَيَعْلَمُوْنَ ○ (يوسف : ٣٩-٤٠)

"হে আমার কারা-সংগীদ্বয়, ভিন্ন ভিন্ন বহু প্রতিপালকই ভাল, না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ ? তাকে বাদ দিয়ে তোমরা শুধু নামসমূহের পূজা করছো—যে নাম নির্ধারণ করেছো তোমরা ও তোমাদের বাপ-দাদারা যার সপক্ষে আল্লাহ কোনো প্রমাণ নাযিল করেননি। হুকুম দেয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহর। তিনি তোমাদেরকে হুকুম দিয়েছেন যেন কেবল তারই ইবাদত করো। এটাই সহজ-সরল দীন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।"–(সূরা ইউসুফ ঃ ৩৯-৪০)

একজন দাসের কয়েকজন মনিব হওয়া কষ্টদায়ক। যদি তার সবার চেয়ে শক্তিশালী একজন মনিব থাকে তাহলে তা কতইনা উত্তম। অতএব, মালিক প্রকৃতপক্ষে একজনই যিনি মানুষের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেন এবং তার কাজ গুছিয়ে দেন। তার মোকাবিলায় মিথ্যা মালিকদের কোনো ক্ষমতা ও মর্যাদাই নেই। বরং এটা একটা ভিত্তিহীন ধারণা যে, কারো এখতিয়ারাধীন বৃষ্টি বর্ষণ এবং কারো শস্য উৎপন্ন করা এখতিয়ারাধীন। কেউ সন্তান-সন্ততি দান করে, কেউ সুস্থতা দান করে। তারপর আবার নিজেরাই তাদের নাম নির্ধারণ করে নিয়েছে যে, অমুক কাজের দায়িত্বশীলের নাম অমুক এবং অমুক কাজের দায়িত্বশীলের নাম অমুক। নিজেরাই আবার সেসব কাজের সময় তাদেরকে ডাকে। কিছুকাল পরে সেটাই একটা রেওয়াজে পরিণত হয়।

মনগড়া নাম শিরক

আল্লাহ ছাড়া কে আছে এবং এ নামে আর কাউকে পাওয়া যায় না। কারো যদি এ নাম থেকেও থাকে তাহলে আল্লাহর ইচ্ছায় তার কোনো দখল নেই। সব কাজ করতে যিনি সক্ষম ও স্বাধীন তিনিই আল্লাহ। আর যার নাম মুহাম্মদ বা আলী তার কোনো কাজের এখতিয়ার নেই। এ ধরনের ধ্যান-ধারণা পোষণের জন্য আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দেননি। তাছাড়া কোনো মাখলুকের নির্দেশ নির্ভরযোগ্য নয়। আল্লাহ তা'আলাই এ ধরনের ধ্যান-ধারণা পোষণ করতে নিষেধ করেছেন্। এতদসত্বেও কে আছে এ বিষয়ে যার কথা গ্রহণ করা যেতে পারে। আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে চলাই প্রকৃত দীন। আল্লাহর নির্দেশের মোকাবিলায় অন্য যে কোনো নির্দেশকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এ পথ থেকে দূরে সরে পড়েছে। তারা তাদের পীর, ইমাম ও বুযুর্গদের পথকে আল্লাহর পথের চেয়ে অগ্রাধিকারযোগ্য মনে করে নিয়েছে।

www.pathagar.com

নিজেদের তৈরী করা রেওয়াজ শিরক

উপরোক্ত আলোচনা থেকে জানা যায় যে, কারো নির্বাচিত পথ ও রীতি-নীতি না মানা এবং আল্লাহ তা'আলার বিধি-বিধান মেনে নেয়াই সেই পথ নিজের সম্মান ও মর্যাদার জন্য আল্লাহ তা'আলা যা নির্ধারণ করেছেন।[১] কেউ যদি এ একই আচরণ কোনো সৃষ্টির সাথে করে তাহলে সে পাকা মুশরিক। রাসূলদের মাধ্যমেই আল্লাহর নির্দেশ মানুষের কাছে পৌছা সম্ভব। যদি কোনো ইমাম, মুজতাহিদ, গাওস, কুতুব, মওলবী, মোল্লা, পীর, মাশায়েখ, বাপ-দাদা, বাদশাহ, উজীর কিংবা পণ্ডিতের কথা কিংবা তাদের রীতিনীতিকে শরীয়াতের বিধি-বিধানের তুলনায় অগ্রাধিকারযোগ্য মনে করে এবং কুরআন হাদীসের বর্তমানে পীর-মাশায়েখ ও ইমামদের কথা বা উক্তিকে পেশ করে কিংবা কোনো নবী সম্পর্কে এ আকীদা পোষণ করে যে, তাদের আদেশ-নিষেধই শরীয়ত, তাদের মন যা চাইতো তাই ইচ্ছামত বলে দিতো আর তা মেনে চলা উম্মতের জন্য ফরয হয়ে যেতো এ ধরনের কথা শিরকের প্রমাণ বহন করে। প্রকৃত আদেশ দাতা আল্লাহ। নবী মানুষের কাছে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ পৌছিয়ে দেন মাত্র। কুরআন ও হাদীসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কথা মেনে নিতে হবে এবং পরিপন্থী কথা পরিত্যাগ করতে হবে। এটাই হওয়া উচিত সবার আকীদা।

সম্মানের জন্য মানুষকে সামনে দাঁড় করিয়ে রাখা নিষিদ্ধ

عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَّتَمَثَّلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ۔

হযরত মু'য়াবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কোনো মানুষ সামনে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকুক (সম্মান প্রদর্শনের জন্য) যে ব্যক্তি তা পসন্দ করে সে যেন জাহান্নামের মধ্যে তার স্থান বানিয়ে নেয়।-(তিরমিযি)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আশা করে যে, মানুষ তার সামনে আদবের সাথে হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকবে, নড়াচড়া করবে না, এদিক ওদিক দেখবে না এবং কোনো কথাবার্তাও বলবে না, বরং মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকবে সে দোযখী।

১. অর্থাৎ আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া আর কারো নির্দেশ দলীল হতে পারে না। যে ব্যক্তি সৃষ্টির মধ্যেকার কারো নির্দেশ বা পথ ও রীতি-নীতিকে দলীল মনে করে সে শিরকে লিপ্ত। মৃত্যুর আগেই যদি সে সত্যিকার তাওবা না করে তাহলে চিরদিন জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে থাকবে।

www.pathagar.com

কেননা, সে খোদায়ীর দাবীদার, যে সম্মান ও মর্যাদা আল্লাহর সত্তার জন্য নির্ধারিত তা সে নিজের জন্য চায়। নামাযরত ব্যক্তি নামাযের মধ্যে হাত বেঁধে এদিক সেদিক না তাকিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। দাঁড়িয়ে থেকে সম্মান দেখানো আল্লাহর সত্তার সাথে নির্দিষ্ট। এতে বুঝা যায় আদব ও সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে কারো সামনে দাঁড়িয়ে যাওয়া নাজায়েয ও শিরক।

মূর্তি ও স্থানের পূজা শিরক

عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ اُمَّتِىْ بِالْمُشْرِكِيْنَ وَحَتّٰى تَعْبُدَ قَبَائِلُ مِنْ اُمَّتِى الْاَوْثَانَ۔

"সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ ততদিন পর্যন্ত কিয়ামত আসবে না যতদিন না আমার উম্মতের কতিপয় গোত্র মুশরিকদের সাথে মিলিত হবে এবং মূর্তিপূজা না করবে।"

–(তিরমিযি)

মূর্তি দুই ধরনের হয়ে থাকে। কারো নামের ছবি বা মূর্তি তৈরী করে তার পূজা করা। এ ধরনের মূর্তিকে আরবীতে "সনম" বলে। কোনো স্থান, গাছ, পাথর, কাঠ, অথবা কাগজকে কারো নামে নির্দিষ্ট করে তার পূজা করা। একে আরবীতে ওয়াসান বলে। কবর, চিল্লা, মাযার, ছড়ি, তাযিয়া, ঝাণ্ডা, শিদ্দা[১] ইমাম কাসেম ও শেখ আবদুল কাদেরের মেহেন্দী, উস্তাদ ও মাশায়েখদের বসার স্থান ওয়াসান হিসেবে পরিগণিত। অনুরূপ শহীদদের নামের তাক এবং এ ধরনের কোনো কোনো স্থান রোগের নামে বিখ্যাত যেমন ঃ শিতলনা, ভবানী, কালি কানফা এবং বারাহী প্রভৃতির নামের সাথে কোনো স্থান সম্পর্কিত। এসবকে ওয়াসান বলে। 'সনম' এবং 'ওয়াসান' দু'টোর পূজার দ্বারা শিরক প্রমাণিত হয়। নবী (স) বলেছেন ঃ কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে মুসলমানরা এ ধরনের শিরকে লিপ্ত হবে। তারা ভারত ও আরবের মুশরিকদের মত মূর্তির পূজা করবে না। এ উভয় শ্রেণীর লোকই মুশরিক এবং আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহর দুশমন।

---

১. কারবালার শহীদদের স্মরণে তাযিয়ার সাথে ঝাণ্ডা উত্তোলন করা হয়।

www.pathagar.com

গায়রুল্লাহর নামে যবেহ লা'নতের কারণ

عَنْ اَبِى الطُّفَيْلِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ عَلِيًّا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَخْرَجَ صَحِيْفَةً فِيْهَا لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللّٰهِ۔

"আবুত তুফাইল রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন ঃ) হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু একখানা সহীফা বের করলেন যার মধ্যে এ হাদীসটি লিপিবদ্ধ ছিল যে, যে ব্যক্তি গায়রুল্লাহর নামে কোনো জন্তুকে যবেহ করে আল্লাহ তার ওপর লা'নত করেছেন।"–(মুসলিম)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া কোনো মাখলুকের নামে কোনো জন্তুকে যবেহ করে সে অভিশপ্ত। হযরত আলী (রা) একটি সহীফায় নবী (স)-এর কয়েকটি হাদীস লিখে রেখেছিলেন। তার মধ্যে এ হাদীসটিও ছিল। এ থেকে জানা গেল কেবলমাত্র আল্লাহ তা'আলার নাম নিয়ে কোনো জন্তুকে যবেহ করলে তা হালাল হয়। গায়রুল্লাহর নামে কোনো জন্তুকে যবেহ করা শিরক এবং এভাবে ঐ জন্তুও হারাম হয়ে যায়। অনুরূপ যবেহ করার সময় আল্লাহর নাম নেয়া হলেও গায়রুল্লাহর নামে যে জন্তুর নামকরণ করা হয়েছে তাও হারাম হয়ে যায়।

কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার নিদর্শন

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ يُعْبَدُ اللَّاتُ وَالْعُزَّ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنْ كُنْتَ لَاَظُنُّ حِيْنَ اَنْزَلَ اللّٰهُ هُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَلَوْكَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ـ اِنَّ ذٰلِكَ تَامًّا قَالَ اَنَّهُ سَيَكُوْنَ مِنْ ذٰلِكَ مَا شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ يَبْعَثُ اللّٰهُ رِيحًا طَيِّبَةً فَتُوَفِّىْ كُلُّ مَنْ كَانَ فِىْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِن خَرْدَلٍ مِنْ اِيْمَانٍ فَيَبْقَى مَنْ لَاخَيْرَ فِيْهِ فَيَرْجِعُوْنَ اِلَى دِيْنِ اٰبَائِهِمْ۔

"আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ দিন ও রাত শেষ হবে না যতক্ষণ না পুনরায় লাত ও উয্যার পূজা করা হয়। আমি বললাম হে আল্লাহর রাসূল,

www.pathagar.com

আল্লাহ তা'আলা 'হুয়াল্লাযী আরসালা রাসূলাহু বিল হুদা ওয়া দীনিল হাক্কি লিইউযহিরাহু আলাদদীনি কুল্লিহি ওয়া লাও কারিহাল মুশরিকুন" (তিনি সেই মহান সত্তা যিনি তার রাসূলকে হিদায়াত ও দীনে হক সহ প্রেরণ করেছেন যাতে তাকে সমস্ত দীনের ওপর বিজয়ী করে দেন। যদিও মুশরিকদের তা অপসন্দ হয়) আয়াত নাযিল করেছিলেন তখন আমার ধারণা হয়েছিলো যে, শেষ পর্যন্ত দীন এটাই থাকবে। নবী (স) বললেন ঃ যতদিন আল্লাহ পাক চাইবেন দীন এ অবস্থায়ই থাকবে। অতপর আল্লাহ একটি পবিত্র হাওয়া প্রেরণ করবেন। তাতে সেসব লোক সবাই মৃত্যু বরণ করবে যাদের অন্তরে সরিষা পরিমাণও ঈমান থাকবে। এরপর থাকবে কেবল খারাপ লোকেরা এবং তারা তাদের বাপ-দাদার ধর্মে ফিরে যাবে।"

–(মুসলিম)

অর্থাৎ হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা সূরা তাওবার এ আয়াত থেকে একথা বুঝেছেন যে, কিয়ামত পর্যন্ত ইসলামের বিজয় থাকবে। এতে নবী (স) বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা যতদিন চাইবেন দীন ততদিন এ অবস্থায়ই থাকবে। এরপর আল্লাহ তা'আলা একটি পবিত্র বাতাস প্রেরণ করবেন এর ফলে যেসব লোকের অন্তরে সামান্য পরিমাণ ঈমানও থাকবে তারা মৃত্যুবরণ করবে এবং বে-দীন দুরাচার লোক অবশিষ্ট থাকবে। তাদের অন্তরে না থাকবে রাসূলের মর্যাদা, না দীনের প্রতি আগ্রহ। তারা তাদের জাহেল ও মুশরিক বাপ-দাদার রীতিনীতি গ্রহণ করবে। অতপর তারা মুশরিকদের পথ অবলম্বন করে মুশরিক হয়ে যাবে। এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, শেষ যামানায় প্রাচীন জাহেলিয়াত পুনরায় বিস্তার লাভ করবে। মুসলমানদের মধ্যে বর্তমানে প্রাচীন ও আধুনিক সবরকম জাহেলিয়াত বিদ্যমান। নবী (স)-এর ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হচ্ছে। মুসলমানরা নবী, অলী, শহীদ, ইমামদের সাথে শিরকমূলক আচরণ করছে। অনুরূপ প্রাচীন শিরকও তাদের মধ্যে বিস্তার লাভ করছে। তারা কাফেরদের মূর্তিকে মেনে চলছে এবং তাদের রীতিনীতি অনুসরণ করছে। যেমন ঃ পণ্ডিত পুরোহিতদের কাছে তাকদীর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। কুলক্ষণ নির্ণয় করছে। শিতলার পূজা করছে। হনুমান, মুনাচামারী,[১] এবং কালুপীরের পূজা করছে। হোলি, দিওয়ালী, নওরাজ ও মেহেরজানের[২] অনুষ্ঠান পালন করছে। চন্দ্রের বৃশ্চিক রাশিতে[৩] প্রবেশ প্রভৃতি বিষয়কে মানছে। এসব রীতিনীতি হিন্দু ও মুশরিকদের রীতিনীতি। এগুলো এখন মুসলমানদের মধ্যে

১. বাংলার বিখ্যাত মহিলা যাদুকর।

২. নওরোজ ও মেহেরজান অগ্নি পূজকদের অনুষ্ঠান।

৩. চন্দ্রের বৃশ্চিক রাশিতে প্রবেশকে অলক্ষুণে মনে করা হতো।

www.pathagar.com

ছড়িয়ে পড়েছে। এতে বুঝা যায়, মুসলমানদের মধ্যে শিরকের দরজা এমনভাবে খুলবে যে, তারা কুরআন ও হাদীস পরিত্যাগ করে বাপ-দাদার রীতিনীতির অনুসারী হয়ে যাবে।

স্থান পূজা জঘন্যতম লোকদের কাজ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخرُجُ الدَّجَّالُ فَيَبْعَثُ اللّٰهُ عِيسٰى بنَ مَرْيَمَ فَيَطْلُبُهُ فَيُهْلِكُهُ ثُمَّ يُرْسِلُ اللّٰهُ رِيْحًا بَارِدَةً مِنْ قِبَلِ الشَّامِ فَلاَ يَبْقٰى عَلٰى وَجْهِ الْاَرْضِ اَحَدٌ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ اِيْمَانٍ اِلاَّ قَبَضَتْهُ فَيَبْقٰى شِرَارُ النَّاسِ فِيْ خِفَّةِ الطَّيْرِ وَاَحْلاَمِ السِّبَاعِ لاَيَعْرِفُوْنَ مَعْرُوفًا وَلاَ يُنْكِرُوْنَ مُنْكَرًا فَتَتَمَثَّلُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ فَيَقُوْلُ اَلاَ تَسْتَحْيُوْنَ فَيَقُوْلُوْنَ فَمَاذَا تَأْمُرُنَا فَيَأْمُرُهُمْ بِعِبَادَةِ الْاَوْثَانِ وَهُمْ فِيْ ذٰلِكَ دَارُ رِزْقُهُمْ حَسَنٌ عَيْشُهُمْ۔

"হযরত ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ দাজ্জালের আবির্ভাব হলে আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে পাঠাবেন। তিনি তাকে খুঁজে বের করে হত্যা করবেন। এরপর আল্লাহ তা'আলা শামের (সিরিয়া) দিক থেকে পৃথিবীতে একটা ঠাণ্ডা বায়ু প্রবাহিত করবেন। ফলে যার অন্তরে একবিন্দু পরিমাণও ঈমান থাকবে তা তার মৃত্যু ঘটাবে। অতপর নিকৃষ্ট লোকেরা পাখির মত বিবেক-বুদ্ধিহীন এবং ছিঁড়ে কেড়ে খাওয়া হিংস্র[১] জন্তুর ন্যায় থাকবে। তারা না ভাল কথাকে ভাল জানবে, না মন্দ কথাকে মন্দ। অতপর শয়তান তাদের কাছে মানুষের বেশে এসে বলবে ঃ তোমাদের কি লজ্জা হয় না ? তারা জিজ্ঞেস করবে ঃ আপনি আমাদেরকে কি করতে বলেন ? সে তখন তাদেরকে মূর্তি পূজার আদেশ দেবে। তারা এ কাজে মগ্ন হয়ে পড়বে। তারা অঢেল রিযিক লাভ করতে থাকবে এবং আরামে জীবন কেটে যেতে থাকবে।"–(মুসলিম)

১. শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দেস দেহলবী احلا الباع فى خنفة الطيروا -এর অনুবাদ করেছেন ঃ বুদ্ধিহীনতায় পাখীর মত এবং হিংস্রতায় চতুষ্পদ জন্তুর মত।" এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন ঃ মানুষ পাপাচার ও বিপর্যয় ছড়াতে এবং প্রবৃত্তির আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পাখির মত দ্রুততর ও হালকা এবং যুলুম ও রক্তপাতে হিংস্র জন্তুর মত ভীষণ ও ভয়াবহ হবে।

www.pathagar.com

অর্থাৎ আখেরী যামানায় ঈমানদার মানুষ নিঃশেষ হয়ে যাবে, বে-ঈমান এবং নির্বুদ্ধিরাই অবশিষ্ট থাকবে যারা অন্যের অর্থ-সম্পদ আত্মসাত করবে। এ কাজে তারা মোটেই লজ্জাবোধ করবে না এবং তাদের মধ্যে ভাল মন্দের বাছ-বিছার থাকবে না। এ অবস্থায় শয়তান সম্মানিত ব্যক্তির রূপ ধরে এসে তাদেরকে বুঝাবে যে, দেখো, বে-দীনি খুবই জঘন্য ব্যাপার। তোমরা দীনদার হয়ে যাও। তার কথা শুনে তাদের মধ্যে দীনের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হবে। কিন্তু তারা কুরআন ও হাদীস অনুসারে চলবে না, বরং নিজেদের বুদ্ধি-জ্ঞান অনুসারে দীনের কথা তৈরী করে শিরকে লিপ্ত হয়ে পড়বে। এ অবস্থায় তাদের জীবনোপকরণে আরো স্বাচ্ছন্দ্য আসবে এবং জীবন অতীব আরাম-আয়েশে কেটে যেতে থাকবে। তারা মনে করবে যে, তারা ঠিক পথেই চলছে। আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট আছেন। এ কারণেই তাদের অবস্থা শুধরে গেছে। শেষ পর্যন্ত তারা আরো বেশী করে শিরকের মধ্যে ডুবে যাবে। কারণ, তারা মনে করবে, আমরা যতই রসম-রেওয়াজ মেনে চলছি ততই আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ হচ্ছে। এ কারণে মুসলমানদের উচিত আল্লাহকে ভয় করা। তিনি অনেক সময় ঢিল দেবার পরে পাকড়াও করেন। অনেক সময় এমনও হয় যে, মানুষ শিরকে লিপ্ত হয় এবং গায়রুল্লাহর কাছে তার আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য প্রার্থনা করে। আল্লাহ তা'আলা প্রমাণ চূড়ান্ত করার জন্য তার ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেন। কিন্তু সে ভেবে বসে যে, আমি সত্য পথের ওপরেই আছি। গায়রুল্লাহর অনুসরণ যথাযথ না হলে আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ হতো না। তাই আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর পাওয়া না পাওয়ার ওপর নির্ভর করো না এবং এ কারণে আল্লাহ তা'আলার দেয়া সত্য দীন অর্থাৎ তাওহীদকে পরিত্যাগ করো না। এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, মানুষ যতই জেদী ও একগুঁয়ে হোক না কেন, যতই গোনাহর মধ্যে ডুবে থাকে না কেন, যতই আপাদমস্তক বে-হায়া হয়ে যাক না কেন, পরের অর্থ-সম্পদ ভোগে যতই লজ্জাহীন হোক না কেন এবং যতই ভালমন্দের মধ্যে পার্থক্য না করুক না কেন তা শিরকে লিপ্ত হওয়া এবং গায়রুল্লাহকে মানার চাইতে উত্তম। কারণ শয়তান ঐ কথাটি বাদ দিয়ে একথাটিই শিখিয়ে থাকে।[১]

মূর্তির তাওয়াফ করা

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاتَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَضْطَرِبُ اِلَيَاتُ نِسَاءِ دَوْسٍ حَوْلَ ذِى الْخَلَصَةِ ـ

১. একথাটির উদ্দেশ্য হচ্ছে, শিরকের চরম অকল্যাণকারিতা সুস্পষ্ট হয়ে যাওয়া। এর উদ্দেশ্য এ নয় যে, শিরক থেকে দূরে অবস্থান করে গোনাহ করায় কোনো ক্ষতি নেই।

www.pathagar.com

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "যতদিন না যুলখালাসা মূর্তির চারপাশে দাওস গোত্রের মেয়েদের নিতম্ব না দুলবে (যতদিন তারা তার তাওয়াফ না করবে) ততদিন কিয়ামত হবে না।"–(বুখারী, মুসলিম)

আরবে দাওস নামে একটি গোত্র ছিল। জাহেলী যুগে তাদের যুলখালাসা নামক একটি মূর্তি ছিল। রাসূলুল্লাহ (স)-এর সময়ে সেটিকে ভেঙ্গে ফেলা হয়েছিলো। নবী (স) ভবিষ্যত বাণী করেছেন যে, কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে মানুষ ঐ মূর্তিটিকে পুনরায় মানতে থাকবে এবং দাওস গোত্রের মেয়েরা তার তাওয়াফ করবে। তিনি যেন তাদের নিতম্ব দুলানো দেখতে পেয়েছেন। এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, বায়তুল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ঘর প্রদক্ষিণ করা শিরক এবং কুফরী রীতি।

www.pathagar.com

সপ্তম অধ্যায়

রীতিনীতি ও আচার-অভ্যাসের ক্ষেত্রে শিরক করা কুফরী

এ অধ্যায়ে এমন সব আয়াত ও হাদীস বর্ণিত হয়েছে যা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পার্থিব কাজকর্মে মানুষ যেসব পন্থায় আল্লাহ তা'আলার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে থাকে গায়রুল্লাহর সাথে অনুরূপ আচরণ করা শিরক।

শয়তানের প্রতারণা

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

اِنْ يَّدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖٓ اِلَّآ اِنٰثًا ج وَاِنْ يَّدْعُوْنَ اِلَّا شَيْطٰنًا مَّرِيْدًا ۙ لَّعَنَهُ اللّٰهُ وَقَالَ لَاَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا ۙ وَّلَاُضِلَّنَّهُمْ وَلَاُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ اٰذَانَ الْاَنْعَامِ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ ط وَمَنْ يَّتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِيْنًا ۙ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيْهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا ۙ اُولٰٓئِكَ مَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ ز وَلَا يَجِدُوْنَ عَنْهَا مَحِيْصًا ۙ

"তার (আল্লাহ) পরিবর্তে তারা দেবীরই পূজা করে এবং বিদ্রোহী শয়তানদেরও পূজা করে। আল্লাহ তাকে লা'নত করেছেন। সে বলে ঃ আমি অবশ্যই তোমার বান্দাদের একটা নির্দিষ্ট অংশকে আমার অনুসারী বানিয়ে নেব। আমি তাদেরকে অবশ্যই পথভ্রষ্ট করবো। তাদের মনে মিথ্যা কামনা-বাসনার সৃষ্টি করবো। আমি তাদেরকে নির্দেশ দেব, তারা পশুর কর্ণচ্ছেদ করবে এবং আমি তাদেরকে আরো নির্দেশ দেব তারা আল্লাহর সৃষ্টি বিকৃত করবে। কেউ আল্লাহর পরিবর্তে শয়তানকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করলে সে প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাদের মনে মিথ্যা আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি করে। শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয় তা ছলনা মাত্র। এদের আশ্রয়স্থল জাহান্নাম। তারা তা থেকে নিষ্কৃতির উপায় খুঁজে পাবে না।"–(সূরা আন নিসা ঃ ১১৭-১২১)

অর্থাৎ যারা গায়রুল্লাহকে ডাকে তারা তাদের ধারণায় নারীদের (দেবীদের)-ই পূজারী। কেউ হযরত বিবিকে, কেউ আসিয়াকে, কেউ লাল পরীকে, কেউ কাল পরীকে, কেউ শিতলাকে এবং কেউ কালিকে পূজা করে।

www.pathagar.com

এসব কেবল খেয়াল মাত্র। অন্যথায় এর কোনো বাস্তবতা নেই। এরা না নারী, না পুরুষ। এসব নিছক খেয়াল এবং শয়তানী প্রতারণা যা তারা দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করেছে। এরা যা বলে এবং কোনো কোনো সময় যে তামাশা দেখায় তা শয়তান ছাড়া কিছুই নয়।

এ মুশরিকদের সমস্ত ইবাদত বন্দেগী শয়তানের জন্য হচ্ছে। এছাড়া তারা তাদের ধারণা অনুসারে সকল নযর-নিয়াজ নারীদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করে থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা গ্রহণ করে শয়তান। এভাবে তারা না দীনি কল্যাণ লাভ করছে, না আখেরাতের কল্যাণ লাভ করছে। কেননা, শয়তান আল্লাহর দরবার থেকে বিতাড়িত। তার দ্বারা মানুষের কোনো কল্যাণ হতে পারে না। সে মানুষের দুশমন। তার দ্বারা কি করে মানুষের কল্যাণ হতে পারে ? সে তো আল্লাহ তা'আলার সামনেই বলেছে, আমি তোমার বহুসংখ্যক বান্দাকে আমার বান্দা বানিয়ে নেব আমি তাদের বিবেক-বুদ্ধি এমনভাবে নষ্ট করবো যে, তারা নিজেদের ধ্যান-ধারণাকেই অনুসরণ করতে থাকবে। আমার নামে জীব-জন্তু নির্ধারণ করবে যার ওপর আমার নিয়াজের চিহ্ন থাকবে। যেমন ঃ তার কান চিরে বা কেটে দেবে। তার গলায় কোমরবন্ধ বেঁধে দেবে, মাথায় মেহেন্দী লাগিয়ে দেবে এবং মুখের মধ্যে পয়সা রেখে দেবে। মোটকথা তারা এসব জন্তুর জন্য এমন সব চিহ্ন ব্যবহার করবে যা দ্বারা প্রকাশ পাবে যে, এ জন্তুটি অমুকের নিয়াজ। শয়তান আল্লাহর দরবারে একথাও বলে এসেছে যে, আমার প্রভাবে মানুষ আল্লাহর প্রতিষ্ঠিত পরিচয়কে বিকৃত করে ফেলবে। কেউ কারো নামে টিকি রাখবে, কেউ কারো নামে নাক বা কান ছিদ্র করবে, কেউ দাড়ি মুণ্ডন করবে এবং কেউ দাড়ি, মোচ ও ভ্রূ চেঁছে ফকিরী প্রকাশ করবে। এসব হচ্ছে শয়তানী কাজ এবং ইসলামের পরিপন্থী বিষয়। যে ব্যক্তি আল্লাহর ন্যায় মহত ও দয়ালু সত্তাকে পরিত্যাগ করে শয়তানের মত শত্রুর পথ অবলম্বন করেছে সে সত্যিকার অর্থেই প্রতারিত হয়েছে। কারণ, প্রথমত শয়তান হচ্ছে শত্রু। দ্বিতীয়ত, সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করা ছাড়া সে আর কিছু করতে সক্ষম নয়। সে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দ্বারা মানুষকে সাময়িকভাবে এই বলে ভুলিয়ে রাখে যে, যদি অমুককে মান তাহলে এসব কল্যাণ হবে এবং অমুককে মানলে অমুক অমুক কল্যাণ হবে। সে এ বলে মানুষকে লম্বা চওড়া আশার বাণী শোনায় যে, যদি এত পরিমাণ অর্থ থাকে তাহলে এরূপ এবং এরূপ বাগান তৈরী হয়ে যাবে এবং সুদৃশ্য প্রাসাদ নির্মিত হবে। এসব আশা-আকাঙ্ক্ষা যেহেতু পূরণ হয় না তাই ঘাবড়ে গিয়ে মানুষ আল্লাহকে ভুলে অন্যদের পানে ছুটে যেতে থাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাই হয় যা ভাগ্যে থাকে। কাউকে মানা বা না মানায় কিছুই হয় না। এটা নিছক একটা শয়তানী প্রতারণা এবং তার চক্রান্ত ও ধোঁকাবাজি।

www.pathagar.com

শেষাবধি এর পরিণাম এ দাঁড়ায় যে, মানুষ শিরকে লিপ্ত হয়ে জাহান্নামী হয়ে যায় এবং শয়তানের ফাঁদে এমনভাবে আটকা পড়ে যে, হাজারো চেষ্টায়ও ভাগ্যে মুক্তি জোটে না।

সন্তান-সন্ততির ব্যাপারে শিরকমূলক রীতিনীতি

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا ج فَلَمَّا تَغَشّٰهَا حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيْفًا فَمَرَّتْ بِهٖ ج فَلَمَّآ اَثْقَلَتْ دَّعَوَا اللّٰهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ اٰتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ○ فَلَمَّآ اٰتٰهُمَا صَالِحًا جَعَلاَ لَهٗ شُرَكَآءَ فِيْمَآ اٰتٰهُمَا فَتَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ○(الاعراف : ١٨٩-١٩٠)

"তিনিই সেই মহান সত্তা যিনি তোমাদেরকে একটি প্রাণী (মানুষ) থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে তার স্ত্রীকেও সৃষ্টি করেছেন যাতে সে প্রশান্তি লাভ করতে পারে। যখন সে তার সাথে মিলিত হলো তখন সে গর্ভবতী হলো। সে তা বহন করেই চলাফেরা করতে থাকলো। অতপর গর্ভ যখন ভারী হয়ে আসলো তখন উভয়েই তাদের রব.(প্রতিপালক)-কে ডাকলো। তাকে বললো ঃ যদি তুমি আমাদের সুস্থ-নিখুঁত সন্তান দান করো তাহলে আমরা তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবো। তিনি তাদেরকে সুস্থ-নিখুঁত সন্তান দিলে ঐ সন্তানে আল্লাহর শরীক বানাতে শুরু করলো। তাদের এ শিরক থেকে আল্লাহ অনেক উর্ধে।"

–(সূরা আল আরাফ ঃ ১৮৯-১৯০)

অর্থাৎ সূচনাতেও আল্লাহ তা'আলাই মানুষ সৃষ্টি করেছেন। তাকে স্ত্রী দান করেছেন এবং তাদের মধ্যে ভালবাসা সৃষ্টি করেছেন। অতপর সন্তান লাভের সম্ভাবনা দেখা দিলে উভয়ে এই বলে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে শুরু করেছে যে, যদি সুস্থ ও নিখুঁত সন্তান জন্মলাভ করে তাহলে আমরা মহান আল্লাহর অসীম অনুগ্রহের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবো। কিন্তু আকাঙ্ক্ষা অনুসারে সন্তান জন্মলাভ করলে তারা গায়রুল্লাহকে মানতে এবং তার সামনে নজর নিয়াজ পেশ করতে শুরু করলো। কেউ সন্তানকে কারো কবরের কাছে নিয়ে যায়, কেউ আস্তানায় নিয়ে যায়, কেউ আবার কারো নামে টিকি রাখে এবং গলায় মালা পরিয়ে দেয় আবার কেউ বেড়ি পরিয়ে দেয়।[১] কেউ কাউকে ফকির

১. মানতের শৃঙ্খল। মানতের সময় পূরণ হয়ে গেলে নযর-নিয়াজ দেয়ার পর বেড়ি খুলে ফেলে। পরিভাষায় একে বেড়ি পরানো বলে।

www.pathagar.com

বানিয়ে দেয় এবং নাম রাখলেও শিরকমূলক নাম রাখে, যেমন ঃ নবী বখশ, আলী বখশ, পীর বখশ, শীতলা বখশ, গন্দা বখশ, যমুনা দাস ইত্যাদি। আল্লাহ তো এসব নিয়াজের মুখাপেক্ষী নন। কিন্তু এসব মূর্খদের ঈমান অবশ্যই নষ্ট হয়ে যায়।

কৃষিকাজ এবং ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রেও শিরক

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْاَنْعَامِ نَصِيْبًا فَقَالُوْا هٰذَا لِلّٰهِ بِزَعْمِهِمْ وَهٰذَا لِشُرَكَائِنَا ج فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ اِلَى اللّٰهِ ج وَمَا كَانَ اللّٰهِ فَهُوَ يَصِلُ اِلٰى شُرَكَائِهِمْ ط سَاءَ مَايَحْكُمُوْنَ ○ (الانعام : ١٣٦)

"আল্লাহ যে শস্য ও গবাদি পশু সৃষ্টি করেছেন তার মধ্যে থেকে তারা আল্লাহর জন্য এক অংশ নির্দিষ্ট করে এবং নিজেদের ধারণা অনুসারে বলেঃ এটা আল্লাহর জন্য এবং এটা আমাদের শরীক (দেবতা)-দের জন্য। অতপর যা তাদের শরীকদের জন্য তা আল্লাহর কাছে পৌছতো না। কিন্তু যা আল্লাহর জন্য নির্ধারিত তা তাদের শরীকরা পেয়ে যেতো। তাদের সিদ্ধান্ত অত্যন্ত নিকৃষ্ট।"–(সূরা আল আনআম ঃ ১৩৬)

অর্থাৎ সমস্ত ফসল ও পশু আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু মুশরিকরা এর মধ্যে থেকে যেভাবে আল্লাহর জন্য নিয়াজ নির্ধারণ করতো ঠিক একইভাবে গায়রুল্লাহদের জন্যও করতো। কিন্তু গায়রুল্লাহর নিয়াজের প্রতি যেভাবে সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শন করতো আল্লাহর নিয়াজের প্রতি তা করতো না।

গবাদি পশুর ক্ষেত্রে শিরক

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَقَالُوْا هٰذِهٖٓ اَنْعَامٌ وَّحَرْثٌ وَّحِجْرٌ ق لَايَطْعَمُهَا اِلَّا مَنْ نَّشَآءُ بِزَعْمِهِمْ وَاَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُوْرُهَا وَاَنْعَامٌ لَّايَذْكُرُوْنَ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا اِفْتِرَآءً عَلَيْهِ ط سَيَجْزِيْهِمْ بِمَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ○ (الانعام : ١٣٨)

"তারা নিজেদের ধারণা অনুযায়ী বলে ঃ এসব গবাদি পশু ও শস্য ক্ষেত্র নিষিদ্ধ। আমরা যাকে ইচ্ছা করি সে ছাড়া আর কেউ এসব খেতে পারবে

www.pathagar.com

না। কিছু সংখ্যক গবাদি পশুর পিঠে আরোহণ নিষেধ করা হয়েছে এবং কিছু সংখ্যক পশুকে যবেহ করার সময় তারা আল্লাহর নাম বলে না। এসবই তারা আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনার উদ্দেশ্যে বলে। তিনি তাদেরকে তাদের এ মিথ্যা রচনার প্রতিফল অবশ্যই দিবেন।"

–(সূরা আল আনআম ঃ ১৩৮)

অর্থাৎ শুধুমাত্র নিজের ধারণার ভিত্তিতেই মানুষ বলে দেয় যে, অমুক জিনিস অস্পৃশ্য, তা কেবল অমুক ব্যক্তি খেতে পারে। কোনো কোনো জন্তুকে দিয়ে ভার বহন করানো হয় না এবং তার পৃষ্ঠেও আরোহণ করা হয় না। কারণ তা অমুকের নিয়াজের জন্তু, তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা উচিত। কোনো কোনো জন্তুকে আবার গায়রুল্লাহর নামে নামকরণ করতো। কারণ, মনে করা হতো যে, এভাবে আল্লাহ খুশী হবেন এবং উদ্দেশ্যও পূরণ হবে। তাদের এসব ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-ভাবনা মিথ্যা। তারা এজন্য অবশ্যই শাস্তি লাভ করবে।

মহান আল্লাহ আরো বলেছেন ঃ

مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْ بَحِيْرَةٍ وَّلَا سَآئِبَةٍ وَّلَا وَصِيْلَةٍ وَّلَا حَامٍ ۙ وَّلٰكِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ۖ وَاَكْثَرُهُمْ لَايَعْقِلُوْنَ ○ (المائدة : ١٠٣)

"বাহীরা, সায়েবা, ওয়াসীলা ও হাম আল্লাহ স্থির করেননি। কিন্তু কাফেররা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে। তাদের অধিকাংশই উপলব্ধি করে না।"–(সূরা আল মায়েদা ঃ ১০৩)

কারো নামে কোনো জন্তুর নামকরণ করা হলে তার কান চিরে দেয়া হতো। একে বাহীরা বলা হতো। ষাঁড়কে বলা হতো সায়েবা। যে জন্তু সম্পর্কে মানত করা হতো যে, তার গর্ভে নর বাচ্চা হলে নিয়াজ হিসেবে দান করা হবে। কিন্তু তার নর ও মাদি উভয় প্রকার বাচ্চা হলে নরটাকেও নিয়াজ হিসেবে দেয়া হতো না। এ ধরনের জোড়া বাচ্চাকে ওয়াসীলা বলা হতো। আর যে জন্তুটির দশটি পর্যন্ত বাচ্চা হয়ে যেতো তার পিঠে আরোহণ করা বা ভার বহন করা পরিত্যাগ করতো। এ ধরনের জন্তুকে হাম বলা হতো। এসব বিষয় শরীয়ত নির্দেশিত নয়, বরং রীতিনীতি নির্ভর। এ থেকে জানা গেল, কারো নামে কোনো জন্তুকে নির্দিষ্ট করা এবং তার ওপর তার চিহ্ন এঁটে দেয়া এবং অমুকের নিয়াজ গরু, অমুকের বকরী এবং অমুকের মুরগী এসব হচ্ছে জাহেলী রসম এবং শরীয়তের পরিপন্থী কাজ।

www.pathagar.com

হালাল ও হারামের ব্যাপারে আল্লাহর ওপর মিথ্যা আরোপ

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَا تَصِفُ اَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هٰذَا حَلَالٌ وَّهٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ـ اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَايُفْلِحُوْنَ ـ

"তোমাদের মুখ থেকে সাধারণত যে মিথ্যা বেরিয়ে আসে তেমন করে আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করে বলো না যে, এটা হালাল এবং ওটা হারাম। যারা আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করে তারা সফলকাম হতে পারবে না।"–(সূরা আন নাহল ঃ ১১৬)

অর্থাৎ নিজের পক্ষ থেকে হালাল ও হারাম বানিয়ে নিয়ো না। এটা আল্লাহ তা'আলার কাজ। এভাবে বললে আল্লাহ তা'আলার প্রতি মিথ্যা আরোপ করা হয়। অমুক কাজ এভাবে করলে ঠিক হবে অন্যথায় সব বিগড়ে যাবে এ ধারণা পোষণ করা ভুল। আল্লাহ তা'আলার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে মানুষ সফলকাম হতে পারে না। এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, মুহাররম মাসে পান খাওয়া যাবে না, লাল পোশাক পরিধান করা যাবে না, হযরত বিবির নিয়াজ পুরুষেরা খেতে পারবে না। যার নিয়াজে অমুক অমুক তরকারি থাকতে হবে, মোটা রুটিও থাকবে এবং তা দাসী ও দ্বিতীয়বার বিবাহকারিণী নারী, নীচ প্রকৃতির এবং চরিত্রহীন লোক খেতে পারবে না। শাহ আবদুল হক সাহেবের উপহার হালুয়া অতি সাবধানে বানাবে এবং হুঁকাসেবীদের দিবে না। শাহ মাদারের নিয়াজ মালিদা' বুআলী কলন্দরের নিয়াজ সেমাই এবং আসহাবে কাহাফের গোশত রুটি। বিয়ের সময় অমুক অমুক অনুষ্ঠান এবং মৃত্যুর সময় অমুক অমুক অনুষ্ঠান করা জরুরী। স্বামীর মৃত্যুর পর বিয়ে করবে না, বিয়ের আসরে বসবে না এবং আচার প্রস্তুত করবে না। অমুক ব্যক্তি নীল রঙের পোশাক এবং অমুক ব্যক্তি লাল রঙের পোশাক পরিধান করবে না। এসবই শিরক। মুশরিকরা আল্লাহর কাজে হস্তক্ষেপ করে এবং নিজেরা আলাদা শরীয়াত রচনা করে।

তারকাসমূহের প্রভাব স্বীকার করা শিরক

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ نِ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ عَلٰى اَثَرِسَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا

www.pathagar.com

انْصَرَفَ اَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ هَلْ تَدْرُوْنَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ قَالَ اَصْبَحَ مِنْ عِبَادِىْ مُؤْمِنٌ بِىْ وَكَافِرٌ فَاَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللّٰهِ وَرَحْمَتِهٖ فَذٰلِكَ مُؤْمِنٌ بِىْ وَكَافِرٌ بِالْكَوَاكِبِ وَاَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذٰلِكَ كَافِرٌ بِىْ وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوَاكِبِ۔

"যায়েদ ইবনে খালেদ জুহানী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ একদিন রাসূলুল্লাহ (স) হুদায়বিয়া প্রান্তরে রাতের বেলা বৃষ্টি হওয়ার পর সকাল বেলা আমাদের সাথে বেলা ফজরের নামায পড়লেন। নামায শেষে লোকজনের দিকে ঘুরে বললেন ঃ তোমরা কি জান, তোমাদের রব কি বলেছেন ? জবাবে সবাই বললেন ঃ আল্লাহ ও তার রাসূলই সর্বাধিক অবগত। তিনি বললেন ঃ তিনি (তোমাদের রব) বলেছেন ঃ আমার বান্দারা এমন অবস্থায় রাত্রি কাটিয়ে ভোর করেছে যে, তাদের মধ্যে কিছুসংখ্যক ছিল মু'মিন এবং কিছুসংখ্যক ছিল কাফের। যে বলেছে যে, আল্লাহর দয়া ও রহমতে বৃষ্টি হয়েছে সে আমার প্রতি বিশ্বাস পোষণ করেছে এবং তারকাসমূহকে অস্বীকার করেছে। আর যে বলেছে যে, অমুক অমুক তারকার[১] কারণে বৃষ্টি হয়েছে সে আমার সাথে কুফরী করেছে এবং তারকার প্রতি ঈমান পোষণ করেছে।"–(বুখারী ও মুসলিম)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি বিশ্বজাহানের পরিচালনায় সৃষ্টির প্রভাব আছে বলে মনে করে তাকে আল্লাহ তা'আলা তার অস্বীকারকারীদের মধ্যে গণ্য করেন। কারণ সে তারকা পূজারী। আর যে একথা বিশ্বাস করে যে, গোটা বিশ্ব-জাহান আল্লাহর নির্দেশে চলছে সে তার প্রিয় বান্দা, সে তারকার পূজারী নয়। এ থেকে জানা যায় যে, যারা মনে করে, সময়ের মধ্যে ভালমন্দ সময় আছে এবং ভালমন্দ তারিখ বা দিন সম্পর্কে জানার জন্য যারা গণকদের কথায় বিশ্বাস করে তারা শিরকে লিপ্ত হয়। কারণ, এসব বিষয় গণকদের সাথে সম্পর্কিত এবং গণকদের বিশ্বাস করা তারকা পূজারীদের কাজ।

---

১. نوء শব্দের অর্থ তারকা বা রাশি। بنوء كذا অর্থ চন্দ্রের রাশিসমূহের প্রভাবে। পারিভাষিক অর্থে نوء বলতে বুঝায় সেসব তারকা বা চন্দ্রের রাশিসমূহ যা রাতদিন আবর্তিত হতে থাকে এবং প্রতি ঘন্টায় তাদের প্রভাব ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। এসব দেখেই সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের লক্ষণ নির্ণিত হয়। এটা সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত।

www.pathagar.com

জ্যোতিষ, যাদুকর ও গণকরা কাফের

عَنْ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اقْتَبَسَ بَابًا مِّنْ عِلْمِ النُّجُوْمِ لِغَيْرِمَا ذَكَرَ اللّٰهُ فَقَدِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِّنَ السِّحْرِ الْمُنَجِّمُ كَاهِنٌ وَالْكَاهِنُ سَاحِرٌ وَالسَّاحِرُ كَافِرٌ۔

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ আল্লাহ যা বর্ণনা করেছেন তার বাইরে কেউ যদি 'ইলমে' নুজুমের কোনো বিষয় শেখে যে জাদুর একটি অংশ শিখলো। নুজুমী হচ্ছে গণক, গণক হচ্ছে যাদুকর আর যাদুকর হচ্ছে কাফের।"–(রাযীন)[১]

অর্থাৎ পবিত্র কুরআনে তারকারাজি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার ক্ষমতা ও হিকমত সম্পর্কে জানা যায়, তার দ্বারা আসমান সুন্দর দেখা যায় এবং তা দ্বারা শয়তানকে মেরে তাড়িয়ে দেয়া হয়।[২] একথা বলা হয়নি যে, আল্লাহর সৃষ্টিতেও তার হাত আছে বা পৃথিবীর কল্যাণ অকল্যাণেও তাদের প্রভাব রয়েছে। এরপরও যদি কেউ তারকাসমূহের উপরোক্ত উপকারসমূহের কথা বাদ দিয়ে বলে যে, তাদের প্রভাবই বিশ্ব-জাহানের সবকিছু কার্যকর এবং সাথে সাথে সে গায়েবেরও দাবি করে। যেমন, জাহেলী যুগে গণকরা জিনদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে গায়েবী কথা বর্ণনা করতো ঠিক তেমনি নুজুমীরা তারকারাজির সাহায্যে অবহিত হয়ে বলে থাকে। ফলে গণক, নুজুমী প্রভৃতি একই পথের পথিক। গণকরা যাদুকরদের মত জিনদের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করে। জিনদের কথা মানা ছাড়া তাদের সাথে বন্ধুত্ব সৃষ্টি হতে পারে না। যখন তাদের আহ্বান করে ভোগ দেয়া হবে তখনই বন্ধুত্ব সৃষ্টি হবে। তাই এসব হচ্ছে কুফরী ও শিরকমূলক কথা। আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে শিরক থেকে পবিত্র রাখুন। আমীন।

নুজুম ও রামাল-এর প্রতি বিশ্বাস গোনাহর কাজ

عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ قَالَ

---

১. রাযীন ইবনে মুয়াবিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একজন ইমাম পর্যায়ের মুহাদ্দিস। তিনি তাঁর গ্রন্থে সিহাহ সিত্তার বাইরের হাদীসও বর্ণনা করেছেন। তিনি ষষ্ঠ হিজরী শতকে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর গ্রন্থের নাম 'আত তাজরীদু ফিল জাময়ী বাইনান সিহাহ'।

২. কুরআন মজীদে তারকাসমূহের তিনটি উপকার বর্ণিত হয়েছে। আকাশের সৌন্দর্য, শয়তানদের মেরে তাড়িয়ে দেয়া এবং সমুদ্র ও স্থলভাগে ভ্রমণকারীদের দিকনির্দেশনা দান।

www.pathagar.com

رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَتٰى عَرَّافًا فَسَاَلَهُ عَنْ شَيْئٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةُ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً۔

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোনো ভবিষ্যত বক্তার কাছে গিয়ে তাকে কোনো বিষয়ে জিজ্ঞেস করলো তার চল্লিশ রাতের নামায গৃহীত হয় না।"–(মুসলিম)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি গায়েবী কথা বলার দাবি করে কেউ যদি তার কাছে গিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করে তাহলে প্রশ্নকারীর চল্লিশ রাতের ইবাদত গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা সে শিরকে লিপ্ত হয়েছে আর শিরক ইবাদতের জ্যোতিকে নিভিয়ে দেয়। জ্যোতিষী, ভাগ্য গণনা, ভাল-মন্দ লক্ষণ নির্ণয়কারী এবং কাশ্‌ফের অধিকারী সবাই ভবিষ্যত বক্তার অন্তর্ভুক্ত।

শুভ-অশুভ লক্ষণ নির্ণয় কুফরী রীতি

عَنْ قَطَنِ بْنِ قَبِيْصَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلْعِيَافَةُ وَالطَّرْقُ وَالطِّيَرَةُ مِنَ الْجِبْتِ۔

কাবীছা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। নবী (স) বলেছেন ঃ শুভ-অশুভ লক্ষণ নির্ণয়ের জন্য পাখি উড়ানো[১] বা কংকর নিক্ষেপ করা কুফরী হিসেবে পরিগণিত।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلطِّيَرَةُ شِرْكٌ اَلطِّيَرَةُ شِرْكٌ اَلطِّيَرَةُ شِرْكٌ۔

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ শুভাশুভ লক্ষণ নির্ণয় শিরক। শুভাশুভ লক্ষণ নির্ণয় শিরক। শুভাশুভ লক্ষণ নির্ণয় শিরক।–(আবু দাউদ)

আরবে শুভ-অশুভ লক্ষণ নির্ণয়ের ব্যাপার ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল এবং তার ওপর আরবদের গভীর বিশ্বাসও ছিল। লোকে যাতে এ কাজ থেকে বিরত থাকে তাই নবী (স) কয়েকবার একথাটি বলেছেন।

১. العيافة বলা হয় পাখি বা হরিণ ছেড়ে দেয়া। যদি তা ডাইনের দিকে যায় তাহলে একে কল্যাণকর মনে করা হতো এবং বাঁ দিকে গেলে অকল্যাণকর মনে করা হতো এবং কাজ বন্ধ রাখতো। تطير অর্থও তাই। طرق অর্থ কংকর নিক্ষেপ করা বা বালুর ওপর রেখা টানা। এভাবেও শুভ ও অশুভ লক্ষণ নির্ণয় করতো।

www.pathagar.com

وَعَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاهَامَّةَ وَلَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ وَاِنْ تَكُنِ الطِّيَرَةُ فِىْ شَيْئٍ فَفِى الدَّارِ وَالْفَرْسِ وَالْمَرْأَةِ۔

সা'দ ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ পেঁচক- ছোঁয়াচে রোগ ও কুলক্ষণ বলে কিছু নেই। কোনো জিনিসে যদি কুলক্ষণ থাকতো তাহলে তা থাকতো বাড়ী, ঘোড়া, ও নারীতে।"–(আবু দাউদ)

আরবরা বিশ্বাস করতো যে, নিহত ব্যক্তির প্রতিশোধ নেয়া না হলে তার মাথার খুলি থেকে পেঁচা বেরিয়ে প্রতিশোধের জন্য আহাজারী করে বেড়ায়। একে 'হামাহ' বা পেঁচক বলা হয়। নবী (স) বলেছেন ঃ এটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন কথা। এ থেকে জানা যায় যে, পুনর্জন্মবাদও অকাট্য ভিত্তিহীন কথা। আরবে কোনো কোনো রোগ যেমন চুলকানি, কুষ্ঠ প্রভৃতি সম্পর্কে মানুষের ধারণা ছিল যে, তা একজন থেকে আরেকজনের হয়ে যায়। এ সম্পর্কে নবী (স) বলেছেন যে, একথাও ভুল। এ আলোচনা থেকে জানা গেল যে, মানুষের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ধারণার কারণে তারা বসন্তরোগী থেকে দূরে থাকে এবং শিশুদের তাদের কাছে যেতে দেয় না এটা কুফরী রীতি এবং না মানাই উচিত। (অর্থাৎ এ বিশ্বাস পোষণ করা উচিত নয় যে, আল্লাহর হুকুম ছাড়া অমুক ব্যক্তির রোগ আপনা থেকেই হয়ে যাবে। কারণ, রোগব্যাধি আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে হয়ে থাকে। তবে চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে সতর্কতা অবলম্বনে কোনো ক্ষতি নেই)।

মানুষের মধ্যে একথাও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে আছে যে, অমুকের জন্য অমুক কাজ অকল্যাণকর, তার জন্য তা খাটে না। একথাও ভুল। নবী (স) বলেছেন ঃ একথার কোনো প্রভাব থেকে থাকলে তা তিনটি জিনিসের ক্ষেত্রে খাটতে পারে। অর্থাৎ বাড়ী, ঘোড়া ও স্ত্রীলোক।[১] এসব কোনো কোনো সময় অকল্যাণকর প্রমাণিত হয়। কিন্তু এসব অকল্যাণ সম্পর্কে অবহিত হওয়ার কোনো পন্থাই বর্ণনা করা হয়নি। তবে সম্মুখভাগে প্রশস্ত এবং পেছনে সংকীর্ণ ঘর[২] চিৎ কপাল ঘোড়া এবং উঁচু কপাল নারী অলক্ষুণে বলে মানুষের মধ্যে যে

১. অন্য হাদীসে নবী (স) এ বিষয়টি সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ খারাপ বা অলক্ষুণে বাড়ী হচ্ছে সেটি যার প্রতিবেশী খারাপ। খারাপ ও অলক্ষুণে স্ত্রীলোক হচ্ছে সেই যে, বদমেজাজী ও দুশ্চরিত্র এবং খারাপ ও অলক্ষুণে হচ্ছে সেই ঘোড়া যা বেয়াড়া।

২. এ ধরনের ঘরকে অলক্ষুণে মনে করা হয়।

www.pathagar.com

একটা ব্যাপক ধারণা আছে তা মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। মুসলমানদের একথার প্রতি আদৌ ভ্রূক্ষেপ করা উচিত নয়। যদি নতুন ঘর বা ঘোড়া খরিদ করা হয় কিংবা নারীকে বিয়ে করা হয় তাহলে তার থেকে কল্যাণ লাভের জন্য এবং অকল্যাণ থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করতে হবে। অন্য আর সব বিষয়ে এ ধারণা পোষণ করা যাবে না যে, অমুক কাজ কল্যাণকর হয়েছে এবং অমুক কাজ অকল্যাণকর হয়েছে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاعَدْوَى وَلَا هَامَّةَ وَلَا صَفَرَ ـ

"আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ছোঁয়াচে, পেঁচক ও সাফার বলে কিছু নেই।"–(বুখারী)

আরবের লোকেরা যে রোগে মানুষ সর্বক্ষণ ক্ষুধার্ত থাকে এমন লোক সম্পর্কে এ ধারণা পোষণ করতো যে, তার পেটে কোনো কিছু প্রবেশ করে আছে যা তার পেটের সব খাদ্য সাবাড় করে ফেলে। এ কারণে বেচারার পেট ভরে না। এ ভূত তাদের কাছে 'সাফার' নামে পরিচিত ছিল। নবী (স) বলেছেন ঃ এটা একটা কুসংস্কার মাত্র, ভূত বা অন্য কিছুই নয়। এ থেকে জানা যায় যে, রোগ-ব্যাধি কোনো ভূত-প্রেতের প্রভাবে হয় না। কতিপয় মানুষ কিছু সংখ্যক রোগ-ব্যধিকে ভূত-প্রেতের প্রভাব বলে মনে করে। কিন্তু এ ধারণা ভ্রান্ত। জাহেলী যুগে সফর মাসকে অশুভ মনে করা হতো। এ মাসে মানুষ কোনো নতুন কাজ করতো না। এটাও ভ্রান্ত ধারণা প্রসূত। এ থেকে জানা যায় যে, সফর মাসের তের দিনকে অশুভ মনে করা এবং ঐসব দিনে বিপদাপদ আসে বলে বিশ্বাস করা ভুল। অথচ এ বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করেই ঐ তের দিনকে তিক্ত করে নামকরণ করা হয়েছে। এও বিশ্বাস করা হয় যে, উক্ত তের দিনের কাজসমূহ নষ্ট বা খারাপ হয়ে যায়। অনুরূপ কোনো জিনিস কিংবা তারিখ অথবা দিন অথবা ঘণ্টাকে অলক্ষুণে মনে করা শিরক হিসেবে গণ্য।

عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخَذَ بِيَدِ مَجْذُوْمٍ فَوَضَعَهَا مَعَهُ فِى الْقَصْعَةِ فَقَالَ كُلْ ثِقَةً بِاللّٰهِ وَتَوَكُّلاً عَلَيْهِ ـ

হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। "রাসূলুল্লাহ (স) একজন কুষ্ঠরোগীর হাত নিজের খাবার পাত্রে নিয়ে বললেন ঃ আল্লাহর প্রতি নির্ভরতা ও ভরসা রেখে খাও।"–(ইবনে মাজা)

www.pathagar.com

অর্থাৎ আমাদের নির্ভরতা হচ্ছে আল্লাহর ওপর। তিনি যাকে ইচ্ছা রোগগ্রস্ত করে দেন এবং যাকে ইচ্ছা সুস্থ করে দেন। আমরা কারো সাথে খাওয়া থেকে বিরত থাকি না এবং এতেই রোগ হয়ে যাবে বলে বিশ্বাস করি না।

আল্লাহ তা'আলাকে সুপারিশকারী বানাবে না

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْرَابِيٌّ فَقَالَ جُهِدَتِ الْاَنْفُسُ وَجَاعَ الْعِيَالُ وَهَلَكَتِ الْاَمْوَالُ فَاسْتَسْقِ اللّٰهَ لَنَا فَاِنَّا نَسْتَشْفَعُ بِكَ عَلَى اللّٰهِ وَنَسْتَشْفَعُ بِاللّٰهِ عَلَيْكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبْحَانَ اللّٰهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ فَمَا زَالَ يُسَبِّحُ حَتّٰى عُرِفَ ذٰلِكَ فِيْ وُجُوْهِ اَصْحَابِهٖ ثُمَّ قَالَ وَيْحَكَ اِنَّهُ لَايُسْتَشْفَعُ بِاللّٰهِ عَلٰى اَحَدٍ شَاْنُ اللّٰهِ اَعْظَمُ مِنْ ذٰلِكَ وَيْحَكَ اَتَدْرِيْ مَا اللّٰهُ ؟ اِنَّ عَرْشَهُ عَلٰى سَمٰوٰتِهٖ هٰكَذَا وَقَالَ بِاَصَابِعِهٖ مِثْلُ الْقُبَّةِ عَلَيْهِ وَاِنَّهُ لَيَئِطُّ بِهٖ اَطِيْطَ الرَّحْلِ بِالرَّاكِبِ۔

জুবায়ের ইবনে মুত'য়েম রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ এক বদ্দু (গ্রাম্য আরব) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললো ঃ মানুষ কষ্টের মধ্যে নিপতিত হয়েছে, শিশুরা ক্ষুধায় কাতরাচ্ছে এবং জীব-জন্তু মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে। আপনি আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা করুন। আমরা আল্লাহর কাছে আপনাকে এবং আপনার কাছে আল্লাহকে সুপারিশকারী বানাতে চাই। একথা শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ সুবহানাল্লাহ ! সুবহানাল্লাহ ! অর্থাৎ আল্লাহ অতীব পবিত্র। তিনি এত দীর্ঘক্ষণ ধরে আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করতে থাকলেন যে, সাহাবাদের চেহারায়ও তার প্রভাব ফুটে উঠলো। এরপর তিনি বললেন ঃ তোমার জন্য আফসোস, আল্লাহ তা'আলা কারো কাছে সুপারিশ করেন না। তার মর্যাদা ও অবস্থান এ থেকে অনেক মহান ও সমুন্নত। তোমার জন্য পরিতাপ, তুমি কি জান, আল্লাহর পরিচয় কি ? তার আরশ আসমানসমূহের ওপর এভাবে আছে। তিনি আঙ্গুলসমূহ দিয়ে গম্বুজের মত বানিয়ে বুঝালেন। এর কারণে তা চিৎকার করে উঠছে। যেমন আরোহীর ভারে উটের হাওদার কাষ্ঠখণ্ড থেকে শব্দ উত্থিত হয়।–(আবু দাউদ)

www.pathagar.com

অর্থাৎ একবার আরবে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। বৃষ্টিও হচ্ছিলো না। এক গ্রাম্য আরব তখন নবী (স)-এর কাছে এসে মানুষের দুর্দশার বর্ণনা করলো এবং তাকে দোয়া করার জন্য বললো। সে এও বললো ঃ আমরা চাই, আপনি আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে এবং আল্লাহ আপনার কাছে সুপারিশ করুন। একথা শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর ভয়ে কাঁপতে থাকলেন এবং তার মুখে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশক কথা উচ্চারিত হলো। উপস্থিত সবার চেহারায়ও আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের কথা ভেবে পরিবর্তনের চিহ্ন ফুটে উঠলো। অতপর তিনি সেই গ্রাম্য লোকটিকে বুঝিয়ে বললেন যে, এখতিয়ার তো মালিকেরই। সুপারিশের কারণে তিনি যদি কাজ করেন তাহলে সেটা তার মেহেরবানী। যখন বলা হলো যে, আমরা আল্লাহকে সুপারিশকারী বানিয়ে নবীর কাছে নিয়ে এসেছি তখন যেন মালিক ও ক্ষমতার অধিকারীকে নবীর অবস্থানে নিয়ে আসা হলো। অথচ এ মর্যাদার অধিকারী কেবলমাত্র আল্লাহ তা'আলা। ভবিষ্যতে এ ধরনের কথা মুখ থেকে উচ্চারণও করবে না। আল্লাহ তা'আলার মর্যাদা অনেক অনেক বেশী। সমস্ত নবী-রাসূল ও অলী তার সামনে একটি পরমাণু থেকেও নগণ্য। গোটা আসমান ও যমীনকে তার আরশ একটি গম্বুজের মত আবেষ্টন করে আছে। এত বিশাল হওয়া সত্ত্বেও আরশ এ শাহান-শাহের বড়ত্ব ও বিশালত্বকে ধারণ করতে অক্ষম এবং তার গুরুভারে তা শব্দ করছে। কোনো মাখলুক তার বিশালত্ব সম্পর্কে ধারণাই করতে পারে না এবং নিজেদের কল্পনা দিয়েও তার বিশালত্বকে পরিমাপ করতে পারে না। তার কাজে হস্তক্ষেপ করা এবং তার বিশাল সাম্রাজ্যে হস্তক্ষেপ তো দূরের কথা সেনাবাহিনী মন্ত্রী-উপদেষ্টাহীন শাহানশাহ এক মুহূর্তে যিনি কোটি কোটি কাজ আঞ্জাম দেন তিনি কি করে কারো কাছে এসে সুপারিশ করতে পারেন এবং তার সামনে কেউ স্বাধীন হতে পারে। সুবহানাল্লাহ ! সমস্ত মানুষের মধ্যে সর্বাধিক উত্তম মানুষ ও আল্লাহর একান্ত প্রিয় বান্দা আল্লাহর রাসূল, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরই অবস্থা এই যে, একজন গ্রাম্য আরবের মুখ থেকে একটি অযৌক্তিক কথা উচ্চারিত হওয়ায় তিনি ভয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ছেন এবং আরশ থেকে যমীন পর্যন্ত তার যে বড়ত্ব ছড়িয়ে আছে তার বর্ণনা দিতে শুরু করছেন। তাদের কথা আর কি বলা যাবে যারা তার সাথে ভাইয়ের মত বা বন্ধুর মত সম্পর্ক রয়েছে বলে মনে করে এবং প্রতিযোগিতা করে কথা সৃষ্টি করে। কেউ বলে, আমি মাত্র একটি কড়ি দিয়ে রবকে খরিদ করেছি। কেউ বলে, আমি রবের চাইতে দুই বছরের বড়। কেউ বলে আমার রব যদি আমার পীরের আকৃতি ছাড়া অন্য কোনো আকৃতিতে প্রকাশিত হন তাহলে আমি কখনো তাকে দেখবই না। আবার কেউ এ কবিতা বলে ঃ

www.pathagar.com

دل اربر محمد ریش دارم ــ رقابت باخدائے خوش دارم

আমার হৃদয় মুহাম্মাদ (স)-এর প্রেমে ক্ষতবিক্ষত। আমি আমার রবের সাথে শত্রুতা পোষণ করি।

কেউ বলেছেন ঃ

باخدا دیوانے باش وبا محمد هو شیار

অর্থাৎ 'রব' (প্রভু) এর সাথে পাগলের ন্যায় আচরণ কর কিন্তু মুহাম্মাদ (স)-এর সাথে আচরণের সময় অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করো।

কেউ 'হাকীকতে মুহাম্মাদী" (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মর্যাদা ও অবস্থান)-কে "হাকীকতে উলুহিয়া" (খোদায়ীর মর্যাদা ও অবস্থান) থেকেও উত্তম বলে বর্ণনা করে। আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন ! আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন !! এসব মুসলমানের কি হয়েছে ? পবিত্র কুরআন বর্তমান থাকতে তাদের জ্ঞান-বিবেক-বুদ্ধির ওপর পাথর চেপে আছে কেন ? এটা কত মারাত্মক গোমরাহী। হে আল্লাহ, তুমি আমাদের রক্ষা করো। হে আল্লাহ, তুমি আমাদের রক্ষা করো। আমীন ! কোনো একজন কবি এত সুন্দর কথা বলেছেন ঃ

از خدا خواهیم توفیق ادب ــ بے ادب محروم گشت ازفضل رب

আমরা আল্লাহর কাছে আদব (ভদ্রতা ও শিষ্টাচার)-এর তাওফীক প্রার্থনা করছি। কারণ, বে-আদব আল্লাহর করুণা থেকে বঞ্চিত থাকে।

একটি খতম পড়ার রীতি মানুষের মধ্যে বেশ প্রচলিত আছে যার মধ্যে একথাটিও বলা হয়ে থাকে যে, "ইয়া শায়খ আবদাল কাদের জিলানী শাইয়ান লিল্লাহি" অর্থাৎ হে শায়খ আবদুল কাদের জিলানী আল্লাহর ওয়াস্তে আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করো। এটা শুধু শিরকই নয়, সুস্পষ্ট শিরক।[১] আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে এ থেকে রক্ষা করুন। আমীন ! এমন কথা মুখ থেকে উচ্চারণ করো না যা থেকে শিরক প্রকাশ পায় বা বে-আদবী হিসেবে গণ্য হয়। এটা আল্লাহ তা'আলার অনেক বড় মর্যাদা ও পরিচয় যে, তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ, পূর্ণ ও চিরস্থায়ী বাদশাহর বাদশাহ। একটি বিষয়ে পাকড়াও করা বা একটি কথায় ক্ষমা করে দেয়া কেবল তারই কাজ। একথা বলাও বে-আদবী যে, বাহ্যিকভাবে বে-আদবীমূলক কথা ব্যবহার করে তার দ্বারা ভাল কোনো

১. রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাদীস অনুসারে দোয়ার আগে ও পরে দরুদ শরীফ পাঠ করা দোয়া কবুল হওয়ার কারণ হয়। কারো 'অসীলা' দেয়া শ্রেষ্ঠ তিন যুগ এবং চার ইমামের কারো থেকে বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত নয়। তাই এ কাজ থেকেও দূরে থাকা উচিত।

www.pathagar.com

অর্থ গ্রহণ করেছে। কারণ, আল্লাহর সত্তা এ ধরনের হেঁয়ালিপনার অনেক ঊর্ধে। কোনো ব্যক্তি যদি তার সম্মানাহ কোনো ব্যক্তির সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে থাকে তাহলে তা অতি নিন্দনীয় মনে করা হবে। ঠাট্টা-বিদ্রূপ অন্তরঙ্গ বন্ধুদের সাথে হতে পারে, পিতা বা বাদশাহর সাথে নয়।

আল্লাহ তা'আলার কাছে সর্বাধিক প্রিয় নাম

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَحَبَّ اَسْمَائِكُمْ عَبْدُ اللّٰهِ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ۔

"আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ তোমাদের নামসমূহের মধ্যে সর্বাধিক প্রিয় নাম হচ্ছে আবদুল্লাহ ও আবদুর রহমান।"–(মুসলিম)

আবদুল্লাহ (আল্লাহর বান্দা), আবদুর রহমান (রহমানের বান্দা) কত প্রিয় নাম ! আবদুল কুদ্দুস, আবদুল জলীল, আবদুল খালেক, ইলাহী বখশ, আল্লাহ দাদ প্রভৃতি নামও অনুরূপ উত্তম। কারণ, এসব নাম আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত।

আল্লাহর নামে কারো উপনাম রেখো না

عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ لَمَّا وَفَدَ اِلٰى رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ قَوْمِهٖ سَمِعَهُمْ يُكَنُّوْنَهُ بِاَبِى الْحَكَمِ فَدَعَاهُ رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَكَمُ وَاِلَيْهِ الْحَكَمُ فَلِمَ تُكَنَّى اَبَا الْحَكَمِ۔

শুরাইহ ইবনে হানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তার পিতা হাদী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, যখন তিনি তার কওমের প্রতিনিধি দলের সাথে রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে আসলেন তখন শুনলেন যে, তারা (আমার কওমের লোকজন) আমাকে আবুল হাকাম উপনামে ডেকে থাকে। তিনি আমাকে ডেকে বললেন ঃ একমাত্র আল্লাহ হচ্ছেন 'হাকাম'। হুকুমের অধিকারীও তিনিই। তোমার উপনাম আবুল হাকাম (হুকুমের অধিকারী) রাখা হয়েছে কেন ?–(আবু দাউদ, নাসায়ী)

www.pathagar.com

অর্থাৎ সিদ্ধান্ত ও নির্দেশ দিয়ে বিবাদ মিটিয়ে দেয়া আল্লাহর কাজ। এর প্রকাশ ঘটবে আখিরাতে। সেখানে আগের ও পরের সকল বিবাদীয় বিষয়ের সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে। কোনো সৃষ্টিরই এরূপ ক্ষমতা নেই। এ থেকে জানা গেল, যেসব শব্দ কেবল আল্লাহর জন্য প্রয়োগ করা যেতে পারে তা অন্য কারো জন্য ব্যবহার করা যাবে না। যেমন ঃ শাহানশাহ কেবল আল্লাহকেই বলা যাবে। কারণ, তিনি সমগ্র বিশ্বজাহানের রব, যা ইচ্ছা করতে পারেন। সুতরাং একথাটি কেবল আল্লাহ তা'আলার জন্যই বলা যেতে পারে। অনুরূপ মা'বুদ সর্বাধিক জ্ঞানী, বে-পরোয়া এসব শব্দও আল্লাহ তা'আলার ক্ষেত্রে প্রয়োগ হতে পারে। তিনি এসবের উপযুক্ত।

শুধু মাশাআল্লাহ বলবে

عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاتَقُوْلُوْا مَاشَاءَ اللّٰهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ وَقُوْلُوْا مَاشَاءَ اللّٰهُ وَحْدَهُ ـ

"হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা এভাবে বলবে না যে, যা আল্লাহ ও মুহাম্মাদ চান, বরং বলবে যে, একমাত্র আল্লাহ যা চান।"–(শারহুস সুন্নাহ)

অর্থাৎ খোদায়ীর ক্ষেত্রে কোনো সৃষ্টির কোনো দখল বা কর্তৃত্ব নেই, সে যত বড় এবং যত নৈকট্যের অধিকারীই হোক না কেন। যেমন, এভাবে কোনো কথা বলা যাবে না যে, আল্লাহ ও রাসূল চাইলে কাজ হয়ে যাবে। কেননা, বিশ্বজাহানের সব কাজ আল্লাহর ইচ্ছায়ই হয়, রাসূলের ইচ্ছায় কিছুই হয় না। কেউ যদি জিজ্ঞেস করে যে, অমুকের মনের কথা কি অথবা অমুকের বিয়ে কবে হবে অথবা অমুক গাছে কতটা পাতা আছে বা আসমানে কতগুলো তারকা আছে তাহলে তার জবাবে এভাবে বলা যাবে না যে, আল্লাহ এবং রাসূলই জানেন। কারণ, গায়েবী বিষয়ের জ্ঞান কেবল আল্লাহরই আছে, রাসূলের এ বিষয়ে কোনো জ্ঞান নেই। দীনি বিষয়ে যদি এভাবে জবাব দেয়া হয় তাহলে কোনো ক্ষতি নেই। কেননা, আল্লাহ তা'আলা তার রাসূলকে জানিয়ে দিয়েছেন এবং মানুষকে তার রাসূলের আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন।

গায়রুল্লাহর নামে শপথ করা শিরক

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللّٰهِ فَقَدْ اَشْرَكَ ـ

www.pathagar.com

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে শপথ করলো সে শিরকে লিপ্ত হলো।"
–(তিরমিযী)

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بنِ سَمُرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَتَحْلِفُوا بِالطَّوَاخِىْ وَلاَ بِاٰبَائِكُمْ۔

আবদুর রহমান ইবনে সামুরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা প্রতিমাদের নামে কিংবা বাপ-দাদার নামে শপথ করো না।–(মুসলিম)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ يَنْهَاكُمْ اَنْ تَحْلِفُوْا بِاٰبَائِكُمْ مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللّٰهِ اَوْ لِيَصْمُتْ

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে বাপ-দাদার নামে শপথ করতে নিষেধ করেন। কেউ শপথ করতে চাইলে আল্লাহর নামে শপথ করবে, নয়তো চুপ থাকবে।–(বুখারী, মুসলিম)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِىْ خَلْفِهِ بِاللَّاتِ وَالْعُزّٰى فَلْيَقُلْ لَااِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ۔

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (স) বলেছেন ঃ শপথকালে কেউ যদি লাত ও উয্যার নাম বলে ফেলে তাহলে বলা উচিত 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই)।–(বুখারী ও মুসলিম)

জাহেলী যুগে প্রতিমা বা মূর্তিদের (দেব-দেবী) নামে শপথ করা হতো। ইসলাম গ্রহণের পর কোনো মুসলমানের মুখ থেকে যদি অভ্যাসবশত অবচেতনভাবে প্রতিমাদের নামে শপথ উচ্চারিত হয়ে যায় তাহলে সে তৎক্ষণাৎ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' পড়ে তাওহীদের স্বীকৃতি দেবে। এ থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো শপথ করা যাবে না। অবচেতন মনে মুখ থেকে গায়রুল্লাহর শপথ উচ্চারিত হয়ে গেলে তৎক্ষণাৎ তাওবা করতে হবে।

www.pathagar.com

মুশরিকরা যেসব জিনিসের শপথ করে সেসব জিনিসের শপথ করা হলে ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে।

মানত সম্পর্কে নবী (স)-এর ফায়সালা

عَنْ ثَابِتِ بْنِ ضَحَّاكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ نَذَرَ رَجُلٌ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَّنْحَرَ اِبِلاً بِبَوَانَةَ فَاَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَخْبَرَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ كَانَ فِيْهَا وَثَنٌ مِنْ اَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ قَالُوْا لاَ قَالَ هَلْ كَانَ فِيْهَا عِيْدٌ مِّنْ اَعْيَادِهِمْ قَالُوْا لاَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْفِ بِنَذْرِكَ فَاِنَّهُ لاَوَفَاءَ لِنَذْرٍ فِىْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ۔

"সাবেত ইবনে দাহ্হাক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুগে এক ব্যক্তি মানত করলো যে, সে বাওয়ানা নামক স্থানে গিয়ে উট নহর (যবেহ) করবে। পরে সে রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে গিয়ে তার এ মানত সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করলো। নবী (স) তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ জাহেলী যুগে যেসব স্থানের পূজা করা হতো সেটি এমন কোনো স্থান নয়তো ? সবাই বললো, না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ সেখানে কি কোনো পর্ব বা অনুষ্ঠান পালন করা হতো ? তারা বললেন ঃ না। তখন তিনি বললেন ঃ তোমার মানত পূরণ কর। কারণ, যে মানত পূরণ আল্লাহর নাফরমানি হয় কেবল সেই মানত পূরণ করা নিষিদ্ধ।"–(আবু দাউদ)

এ আলোচনা থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে মানত করা গোনাহর কাজ। এ ধরনের মানত পূরণ না করা উচিত। কারণ, এমনিতো এটা গোনাহর কাজ। তারপর এটা পূরণ করা গোনাহর ওপর গোনাহ করা। এ আলোচনা থেকে এ কথাও জানা গেল যে, যে স্থানে গায়রুল্লাহর নামে কোনো জন্তুকে বলি দেয়া হয় বা গায়রুল্লাহর পূজা হয় কিংবা সমবেতভাবে শিরকমূলক কাজ করা হয় সেখানে আল্লাহর নামে নির্দিষ্ট করা জন্তুও নেয়া যাবে না এবং সৎ নিয়তে হোক বা অসৎ নিয়তে হোক তাতে অংশগ্রহণও করা উচিত না। কেননা, তাতে অংশগ্রহণ একটা খারাপ বিষয়।

www.pathagar.com

আল্লাহকে সিজদা করা এবং নবী (স)-কে সম্মান প্রদর্শন করা

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِيْ نَفَرٍ مِّنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ فَجَاءَ بَعِيْرٌ فَسَجَدَ لَهُ فَقَالَ اَصْحَابُهُ يَارَسُوْلَ اللّٰهُ يَسْجُدُ لَكَ الْبَهَائِمُ وَالشَّجَرُ فَنَحْنُ اَحَقُّ اَنْ نَسْجُدُ لَكَ فَقَالَ اَعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَاَكْرِمُوْا اَخَاكُمْ۔

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন ঃ) মুহাজির ও আনসারদের একটি দলের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (স)-ও উপস্থিত ছিলেন। ইতিমধ্যে একটি উট এসে তাঁকে সিজদা করলো। সাহাবাগণ বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল, জীবজন্তু ও বৃক্ষ আপনার উদ্দেশ্যে সিজদা করে, আপনাকে সিজদা করার অধিকার তাদের চেয়ে তো আমাদেরই বেশী। তিনি বললেন ঃ তোমাদের রবের ইবাদাত কর এবং তোমাদের ভাইদেরকে সম্মান কর।-(মুসনাদে আহমদ)

অর্থাৎ সমস্ত মানুষ পরস্পর ভাই। যে অধিক সম্মানের অধিকারী সে বড় ভাই। তাকে বড় ভাইয়ের মত সম্মান কর। কিন্তু সবার মালিক ও প্রভু আল্লাহ। ইবাদত করতে হবে তারই। এ থেকে জানা যায় যে, আল্লাহর যত বড় নৈকট্যলাভকারী বান্দাই হোক না কেন, সে নবী হোক, রাসূল হোক বা অলী হোক তারা সবাই আল্লাহর অসহায় বান্দা এবং আমাদের ভাই। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। তাই তাঁরা আমাদের বড় ভাইয়ের মত। আমাদেরকে তাদের আনুগত্য করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কারণ, আমরা ছোট। অতএব, তাদেরকে মানুষের মত সম্মান কর এবং ইলাহ বানিয়ে নিয়ো না। একথাও জানা গেল যে, কোনো কোনো সম্মানিত ব্যক্তিকে জীব-জন্তু ও বৃক্ষরাজিও সম্মান করে। এ কারণে কারো কারো দরবারে সিংহ কারো কারো দরবারে হাতী এবং কারো কারো দরবারে বাঘ এসে হাজির হয়। কিন্তু মানুষের উচিত নয় তাদের অনুকরণ করা। আল্লাহ প্রদত্ত বিধান অনুযায়ী মানুষ তাদের সম্মান করতে পারে, তার বেশী কিছু করতে পারে না। যেমন ঃ কবরের পাশে স্থায়ীভাবে থাকার অনুমোদন শরীয়তে নেই। তাই কখ্খনো কবরের প্রতিবেশী হওয়া যাবে না, যদিও দিন-রাত কবরের পাশে বাঘ-সিংহ বসে থাকে। কারণ, পশুর অনুকরণ মানুষের জন্য উচিত নয়।

www.pathagar.com

عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَتَيْتُ الْحِيْرَةَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُوْنَ لِمَرْزُبَانٍ لَّهُمْ فَقُلْتُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحَقُّ اَنْ يُّسْجَدَ لَهُ فَاَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ اِنِّىْ اَتَيْتُ الْحِيْرَةَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُوْنَ لِمَرْزُبَانٍ لَّهُمْ فَاَنْتَ اَحَقُّ اَنْ نَسْجُدَ لَكَ فَقَالَ لِىْ اَرَأَيْتَ لَوْ مَرَرْتَ بِقَبْرِىْ اَكُنْتَ تَسْجُدُ لَهُ فَقُلْتُ لَافَقَالَ لَا تَفْعَلُوْا ـ

কায়েস ইবনে সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি হীরা শহরে গিয়ে দেখলাম সেখানকার লোকজন তাদের রাজাকে সিজদা করে। আমি মনে মনে বললাম ঃ তাহলে রাসূলুল্লাহ (স) তো সিজদা লাভের অধিক হকদার। তাই আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে গিয়ে বললাম ঃ আমি হীরা শহরে গিয়েছিলাম। আমি দেখলাম সেখানকার লোকজন তাদের রাজাকে সিজদা করে। অতএব, আপনি আমাদের সিজদা পাওয়ার অধিক হকদার। তিনি বললেন ঃ ঠিক করে বলতো, তুমি যদি কখনো আমার কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করতে থাক তাহলে কি আমার কবরেও সিজদা করবে ? আমি বললাম ঃ না। তিনি বললেন ঃ তাহলে একাজটিও করবে না।

অর্থাৎ একদিন আমিও মরে কবরে আশ্রয় নেবো।[১] তখন আমি সিজদার উপযুক্ত থাকবো না। সেই পবিত্র সত্তাই সিজদার উপযুক্ত যিনি অবিনশ্বর। এ থেকে জানা যায় যে, না কোনো জীবিতকে সিজদা করা যায়, না কোনো মৃতকে এবং না কোনো কবরকে সিজদা করা যায়, না কোনো স্থানকে। কারণ, জীবিত একদিন মৃত্যুবরণ করবে। মৃতরাও একদিন জীবিত ছিল এবং তারা মানুষ ছিল। মৃত্যুর পর তারা 'ইলাহ' বা খোদা হয়ে যায়নি, বান্দাই রয়ে গেছে।

কাউকে নিজের দাস বা দাসী বলা জায়েয নয়

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايَقُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ عَبْدِىْ وَاَمَتِىْ كُلُّكُمْ عَبْدُ اللّٰهِ وَكُلُّ نِسَائِكُمْ اِمَاءُ اللّٰهِ ـ وَلَا يَقُلِ الْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ مَوْلَائِىْ فَاِنَّ مَوْلٰكُمُ اللّٰهُ ـ

১. নবী-রাসূলদের পবিত্র দেহকে মাটি খেয়ে ফেলে না। হাদীসে আছে ঃ নবী-রাসূলদের দেহকে খেয়ে ফেলা আল্লাহ মাটির জন্য হারাম করে দিয়েছেন। অর্থাৎ যে মৃত্যুমুখে পতিত হয় সে সিজদা পেতে পারে না।

www.pathagar.com

"আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে থেকে কেউ যেন না বলে 'আবদী' (আমার দাস) বা 'আমাতী' (আমার দাসী)। তোমরা সবাই আল্লাহর দাস এবং তোমাদের সব স্ত্রীলোকই আল্লাহর দাসী। দাস যেন তার মনিবকে আমার মালিক না বলে। কারণ, তোমাদের সবার মালিক আল্লাহ।"–(মুসলিম)

এ হাদীস থেকে জানা গেল যে, দাসও কথাবার্তা বলার সময় বলবে না যে, আমি অমুকের দাস এবং অমুক আমার মালিক। তাছাড়া অযথা দাস হওয়া, নিজেকে আবদুন নবী বা নবীর দাস, বান্দায়ে আলী (আলীর দাস), বান্দায়ে হুজুর (হুজুরের দাস), বিশেষ পূজারী, নারী পূজারী ও পীর পূজারী আখ্যায়িত করা, কাউকে খোদাওয়ান্দে খোদায়েগান (খোদাদের খোদা) এবং দাতা বলা অনর্থক ও বড় রকমের বে-আদবী। কথায় বলা যে, তুমি আমার জান ও মালের মালিক। আমি তোমারই অধীন, যা ইচ্ছা করো, এসব নির্জলা মিথ্যা এবং শিরকপ্রসূত।

রাসূলুল্লাহ (স)-কে সম্মান প্রদর্শনের ক্ষেত্রে উত্তম আদর্শ

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتَطْرُوْنِيْ كَمَا اَطْرَتِ النَّصَارٰى عِيْسَى بْنَ مَرْيَمَ فَاِنَّمَا اَنَا عَبْدُهُ فَقُوْلُوْا عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ ـ

"উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ আমার প্রতি অতিমাত্রায় প্রশংসা বা গুণাবলী আরোপ করো না যেমন খৃষ্টানরা ঈসা ইবনে মরিয়মের প্রতি করেছিলো। আমি আল্লাহর বান্দা মাত্র। অতএব, তোমরা আমাকে আল্লাহর বান্দা ও রাসূল বলবে।"
–(বুখারী ও মুসলিম)

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আমাকে যেসব গুণাবলী ও পূর্ণতা দান করেছেন তার সবটাই আমাকে আল্লাহর বান্দা ও রাসূল বললে হয়ে যায়। কারণ, মানুষের জন্য রিসালাতের চাইতে বড় মর্যাদা আর কিছু হতে পারে না। সব মর্যাদাই রিসালতের মর্যাদার নীচে। কিন্তু মানুষ রাসূল হওয়ার পরও মানুষই থাকে। বান্দা হওয়াই তার জন্য গৌরবজনক। নবী হওয়ার কারণে মানুষের মধ্যে খোদায়ী গুণাবলী ও মর্যাদা সৃষ্টি হয় না এবং সে আল্লাহর সত্তায় মিশে

www.pathagar.com

একাকার হয়ে যায় না। মানুষকে মানুষের অবস্থানেই রাখো। খৃষ্টানদের মত হয়ে যেও না। তারা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে মানুষের অবস্থান থেকে বের করে উলুহিয়াত (খোদায়ী)-এর পোশাক পরিয়ে দিয়েছে যার ফলে তারা কাফের ও মুশরিক হয়ে গেছে এবং তাদের ওপর আল্লাহর গযব ও তিরস্কার বর্ষিত হয়েছে। এ কারণে নবী (স) তার উম্মতদেরকে বলেছেন ঃ খৃষ্টানদের মত আচরণ করো না এবং আমার প্রশংসায় সীমালংঘন করো না। আল্লাহ না করুন ! তাহলে তোমরা 'মারদুদ' হয়ে যাবে। কিন্তু শত পরিতাপের বিষয়, এ উম্মতের বে-আদবরা তাঁর কথা মানেনি এবং খৃষ্টানদের ন্যায় আচরণ করতে শুরু করেছে। খৃষ্টানরা হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলতো যে, আল্লাহ তা'আলা তার আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। তিনি এক বিচারে মানুষ এবং আরেক বিচারে প্রভু। কোনো কোনো বে-আদব নবী (স) সম্পর্কেও হুবহু একই কথা বলেছে ঃ

فی الجمله هیں بود که می امدو مے رفت هرقرن که دیدی

در عاقبت ان شکال عرب دار بر امد دارا ئے جهاں شد

অর্থাৎ প্রত্যেক যুগে নবী-রাসূলদের রূপ ধরে আল্লাহ নিজেই আগমন করেছেন এবং বলে গেছেন। অবশেষে তিনি আরবদের আকৃতিতে আগমন করে গোটা জাহানের বাদশাহ হয়ে বসেছেন।

কেউ কেউ একথাও বলেছেন ঃ

تقدیر بیك ناقه نشانید دومحمل سلمائے حدوث تودلیلا ئے قدم را

تامجمع امکان ووجوبت نه نوشتند ـ مورد متعین نه شد اطلاق اعم را

অর্থাৎ তিনি ধ্বংসশীল এবং অবিনশ্বর দুই-ই, সম্ভব ও অবশ্যম্ভাবী ও 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' এমন শিরকমূলক কথা বলা হয় যা না আসমানে সম্ভব না যমীনে। আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে উপলব্ধি দান করুন। আমীন !

কতিপয় মিথ্যাবাদী একটি হাদীস রচনা করে নবী (স)-এর সাথে সম্পর্কিত করে বলে যে, তিনি বলেছেন ঃ اَنَا اَحمَدُ আমি 'মীম' বিহীন আহমদ। অর্থাৎ আমি আহাদ। একইভাবে মানুষ একটা লম্বা চওড়া আরবী বাক্যকে 'খুতবাতুল ইফতিখার' নামে আখ্যায়িত করেছে এবং সেটিকে হযরত আলী (রা)-এর সাথে সম্পর্কিত করেছে। সুবহানাকা হাযা বুহতানুন আযীয। (হে প্রভু, তুমি সবরকম শিরক থেকে পবিত্র। তোমার প্রতি অত্যন্ত মারাত্মক

www.pathagar.com

অপবাদ আরোপ করা হয়েছে)। হে রব, ন্যায় ও সত্য সমুন্নত এবং মিথ্যার মুখে চুনকালি পড়ুক। আমীন !

খৃষ্টানদের আকীদা হচ্ছে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের দুই জাহানেরই এখতিয়ার আছে। কেউ যদি তাকে মেনে তার কাছে প্রার্থনা করে তাহলে তার আল্লাহর ইবাদত করার কোনো প্রয়োজন নেই, গোনাহ তার ঈমানের কোনো ক্ষতি করতে পারে না এবং তার জন্য হালাল ও হারামের পার্থক্য উঠে যায়। সে আল্লাহর ষাঁড়ে পরিণত হয়, যা ইচ্ছা করতে পারে। হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম আখিরাতে সুপারিশ করে তাকে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করবেন। অজ্ঞ ও জাহেল মুসলমানরা নবী (স) সম্পর্কেও ঠিক একই আকীদা পোষণ করে। এমনকি ইমাম ও অলীদের সম্পর্কেও তাদের একই আকীদা এবং পীর ও শায়খ সম্পর্কেও তারা এই আকীদা পোষণ করে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে হিদায়াত দান করুন।

عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الشِّخِّيْرِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ انْطَلَقْتُ فِىْ وَفْدِ بَنِىْ عَامِرٍ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ اَنْتَ سَيِّدُنَا فَقَالَ السَّيِّدُ اللّٰهُ فَقُلْنَا وَاَفْضَلُنَا فَضْلاً وَاَعْظَمُنَا طَوْلاً فَقَالَ قُوْلُوْا قَوْلَكُمْ اَوْ بَعْضَ قَوْلِكُمْ وَلَا يَسْتَجْرِ يَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ -

মুতাররিফ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে শিখয়ীর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ বনু আমের গোত্রের প্রতিনিধি দলের সাথে আমি নবী (স)-এর খেদমতে হাজির হলাম। আমরা বললাম, আপনি আমাদের সাইয়েদ। তিনি বললেন ঃ সাইয়েদ হচ্ছেন আল্লাহ। আমরা তখন বললাম ঃ আপনি আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম, শ্রেষ্ঠ ও অধিক দানশীল।[১] তিনি বললেন ঃ একথাগুলো সবই বা আংশিক বলতে পার। শয়তান যেন তোমাদের দুঃসাহসী (অহংকারী) করে না তোলে।-(আবু দাউদ)

অর্থাৎ কোনো সম্মানিত ব্যক্তির ব্যাপারে জিহ্বা সংযত করে কথা বলা উচিত। মানুষের মতই তার প্রশংসা করো। বরং তাও কম করে করো। কথার ফুলঝুরি ছড়াবে, খোদায়ীর মর্যাদার সামনে বে-আদবী হয়ে যেতে পারে।

---

১. طَوْلاً অর্থ দয়া ও ইহসান এবং দান ও বদান্যতায় আমাদের চেয়ে অগ্রগামী।

www.pathagar.com

'সাইয়েদ' শব্দের দু'টি অর্থ

'সাইয়েদ' শব্দটির দু'টি অর্থ। (১) স্বাধীন, একচ্ছত্র মালিক যে কারো আজ্ঞাধীন নয়। যা ইচ্ছা তাই করে। এটা আল্লাহ তা'আলার গুণ। এ অর্থের বিচারে আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কেউ সাইয়েদ নয়। (২) আদেশ-দাতার আদেশ প্রথমে তার কাছে আসে এবং পরে তার মুখ থেকে অন্যদের কাছে পৌঁছে। যেমন, চৌধুরী, জমিদার। এ অর্থের বিচারে প্রত্যেক নবী তার উম্মতের সাইয়েদ। প্রত্যেক ইমাম তার সমকালীন লোকদের, প্রত্যেক মুজতাহিদ তার অনুসারীদের, প্রত্যেক সম্মানিত ব্যক্তি তার ভক্তদের এবং প্রত্যেক আলেম তার ছাত্রদের সাইয়েদ। কারণ এসব বড় বড় ব্যক্তিরা প্রথমে নিজেরা নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করে তারপর নিজেদের অধীনস্ত ছোটদের শিখায়। এ বিচারে আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সারা বিশ্বজাহানের সাইয়েদ। আল্লাহর কাছে তার মর্যাদা সবচেয়ে বেশী। তিনি নিজে শরীয়তের আদেশ-নিষেধ সবচেয়ে বেশী মেনে চলতেন এবং আল্লাহ তা'আলার দীন শেখার ক্ষেত্রে মানুষ সবচেয়ে বেশী তারই মুখাপেক্ষী। এ অর্থের বিচারে তাঁকে সমগ্র বিশ্ব-জাহানের নেতা বলা যেতে পারে, বরং বলা উচিত। কিন্তু প্রথমোক্ত অর্থের বিচারে তাঁকে একটি পিঁপড়ার নেতাও মানা যায় না। কারণ তিনি তার নিজের পক্ষ থেকে একটি পিঁপড়ার ব্যাপারেও ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী নন।

ছবি সম্পর্কে নবী (স)-এর নির্দেশনা

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّهَا اِشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيْهَا تَصَاوِيْرُ فَلَمَّا رَاٰهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ فَعَرَفْتُ فِيْ وَجْهِهِ الْكَرَاهَةَ قَالَتْ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَتُوْبُ اِلَى اللّٰهِ وَاِلٰى رَسُوْلِهِ مَاذَا اَذْنَبْتُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَابَالُ هٰذِهِ النُّمْرُقَةِ قَالَتْ قُلْتُ اِشْتَرَيْتُهَا لَكَ لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَصْحَابَ هٰذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُقَالُ لَهُمْ اَحْيُوْا مَا خَلَقْتُمْ وَقَالَ اِنَّ الْبَيْتَ الَّذِيْ فِيْهِ الصُّوَرُ لَاتَدْخُلُهُ الْمَلٰئِكَةُ۔

"আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি একটি গালিচা ক্রয় করেছিলেন যাতে ছবি ছিল। রাসূলুল্লাহ (স) তা দেখে দরজাতেই দাঁড়িয়ে

www.pathagar.com

থাকলেন, ভেতরে প্রবেশ করলেন না। আয়েশা (রা) বলেন ঃ আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল, আমি আল্লাহর কাছে তাওবা করছি।' আমি কি গোনাহ করেছি ? রাসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ এ কোন্ ধরনের গালিচা ? আয়েশা (রা) বলেন, আমি বললাম ঃ আমি আপনার জন্যই এটা খরিদ করেছি। আপনি এর ওপর বসবেন এবং হেলান দেবেন। তখন রাসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ এ ছবিওয়ালাদের কিয়ামতের দিন আযাব দেয়া হবে এবং বলা হবে, তোমরা যা সৃষ্টি করেছো তার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করো। তিনি আরো বললেন ঃ যে ঘরে ছবি থাকে সে ঘরে ফেরেশতারা প্রবেশ করে না।"–(বুখারী)

যেহেতু অধিকাংশ মুশরিকরা মূর্তি পূজা করে এ কারণে ছবি দেখে ফেরেশতা ও নবীগণের ঘৃণার উদ্রেক করে এবং ফেরেশতারাও আসে না। ছবি প্রস্তুতকারীদের শাস্তি হবে। কারণ, তারা মূর্তি পূজার উপকরণ সরবরাহ করে। এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, ছবি নবী, ইমাম, অলী, কুতুব, পীর ও মুরীদ যারই হোক না কেন বানানো এবং রাখা হারাম। যেসব লোকেরা তাদের বুযুর্গদের ছবির 'তা'যীম' করে এবং বরকত হিসেবে নিজের কাছে রাখে সে সরাসরি পথভ্রষ্ট ও মুশরিক।

নবী-রাসূল ও ফেরেশতা ছবি ঘৃণা করেন। মুসলমানদের কর্তব্য হচ্ছে, সব রকমের ছবিকে নাপাক ও নোংরা মনে করে নিজের ঘর থেকে বের করে ফেলা, যাতে ঐ ঘরে রহমতের ফেরেশতার আশা যাওয়া থাকে এবং ঘরের কল্যাণ হয়।

পাঁচটি বড় গোনাহ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَتَلَ نَبِيًّا اَوْ قَتَلَهُ نَبِيٌّ اَوْ قَتَلَ اَحَدَ وَالِدَيْهِ وَالْمُصَوِّرُوْنَ وَالْعَالِمُ لَايُنْتَفَعُ بِعِلْمِهٖ-

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কিয়ামতের দিন সর্বাপেক্ষা বেশী আযাব হবে সেই ব্যক্তির যে কোনো নবীকে হত্যা করেছে বা নবী তাকে হত্যা করেছে অথবা পিতা-মাতার একজনকে হত্যা করেছে, ছবি নির্মাণকারী এবং যে আলেম তার ইলম দ্বারা উপকৃত হয় না (আমল করে না)।–(বায়হাকী)

www.pathagar.com

অর্থাৎ বড় বড় গোনাহর কাজের মধ্যে ছবি প্রস্তুতকারীর ছবি প্রস্তুত কর্মও অন্তর্ভুক্ত। অতএব, দেখা যায়, নবী-রাসূলকে হত্যাকারীর গোনাহ এবং ছবি নির্মাণকারীর গোনাহ সমান।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ قَالَ اللّٰهُ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِىْ فَلْيَخْلُقُوْا ذَرَّةً اَوْ لِيَخْلُقُوْا حَبَّةً اَوْشَعِيْرَةً ـ

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে. আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ তার চেয়ে বড় জালেম আর কে যে আমার সৃষ্টির মত সৃষ্টি করার চেষ্টা করে। সে একটি অণু অথবা একটি দানা অথবা একটি যবের দানা তৈরী করে আনুক।-(বুখারী, মুসলিম)

অর্থাৎ ছবি প্রস্তুতকারী সন্তর্পণে খোদায়ীর দাবী করে। কারণ, সে আল্লাহর সৃষ্টির মত সৃষ্টি করতে চায়। তাই সে অত্যন্ত বে-আদব ও মিথ্যাচারী। একটি দানা তৈরী করার ক্ষমতা নেই, কিন্তু নকল করার চেষ্টা করে। অভিশপ্ত নকলকারীর ওপর অভিশাপ।

নিজের সম্পর্কে নবী (স)-এর বাণী

عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنِّىْ اُرِيْدُ اَنْ تَرْفَعُوْنِىْ فَوْقَ مَنْزِلَتِى الَّتِىْ اَنْزَلَنِيْهَا اللّٰهُ تَعَالٰى اَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ـ

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ আমাকে যে মর্যাদা ও অবস্থান দান করেছেন তোমরা আমাকে তার উর্ধে তুলে ধরো না। আমি আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ। আল্লাহর বান্দা এবং তার রাসূল।-(রাযীন)[১]

১. এ বিষয়টি সম্বলিত হাদীসসমূহ মুসনাদে আহমদ এবং তাবারানী প্রভৃতি হাদীসগ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে। মুসনাদে আহমদে বর্ণিত হাদীসটি হচ্ছে ঃ

عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا سَيِّدَنَا وَابْنَ سَيِّدِنَا ـ فَقَالَ

পরের পৃষ্ঠায় দেখুন

www.pathagar.com

অর্থাৎ আর সব বড় মানুষেরা নিজেদের অতিরঞ্জিত প্রশংসায় যেমন খুশী হয় আমি তেমন খুশী হই না। আমার অতিরঞ্জিত প্রশংসা আমার মোটেই পসন্দ নয়। অতিশয়োক্তিকারীদের দীনের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। তাই তাদের দীন থাক বা না থাক তাদের কিছু আসে যায় না। কিন্তু নবী (স) তার উম্মতের প্রতি অতীব স্নেহপ্রবণ ও দয়ালু। উম্মতের দীন সুন্দর ও নিখুঁত হোক দিন রাত তিনি এ চিন্তায়ই বিভোর থাকেন। যখন তিনি জানলেন যে, তার উম্মত তাকে খুব ভালবাসে, তাদের প্রতি আমার কৃত ইহসানে তারা কৃতজ্ঞ এবং তিনি আরো জানতেন যে, প্রেমিক প্রিয়তমকে সন্তুষ্ট করার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করে না তখন তিনি চিন্তা করলেন, তারা হয়তো আমার প্রশংসায় সীমালংঘন করে ফেলবে এবং এভাবে আল্লাহ তা'আলার সাথে বে-আদবী হয়ে যাবে। ফলশ্রুতিতে তার দীন ধ্বংস হয়ে যাবে এবং তারা আমারও অসন্তুষ্টির শিকার হবে। তাই তিনি বললেন ঃ আমি অতিরঞ্জন পসন্দ করি না। আমার নাম মুহাম্মাদ। আমি সৃষ্টিকর্তা বা রিযিকদাতা নই, বরং অন্যান্য মানুষের মত পিতার ঔরষে জন্মগ্রহণ করেছি। বান্দা হওয়ার মধ্যেই আমার মর্যাদা। তবে সাধারণ মানুষদের সাথে আমার পার্থক্য এতটুকুন যে, আমি আল্লাহর বিধি-বিধান সম্পর্কে অবহিত, কিন্তু অন্য মানুষেরা অবহিত নয়। তাই তাদের উচিত আমার নিকট থেকে আল্লাহর দীন শিক্ষা করা।

رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاَيُّهَا النَّاسُ قُوْلُوْا بِقَوْلِكُمْ وَلَا يَسْتَهْوِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ ـ اَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ ـ وَاللّٰهُ مَا اُحِبُّ اَنْ تَرْفَعُوْنِىْ فَوْقَ مَا رَفَعَنِىَ اللّٰهُ ـ

আনাস থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাল্লামকে বললো ঃ আপনি আমাদের নেতা এবং নেতার বেটা। রাসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ তোমরা তা বলতে পার। তবে সাবধান ! শয়তান যেন তোমাদেরকে অতিশয়োক্তির মধ্যে নিমজ্জিত না করে। আমি আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ, আল্লাহর বান্দা ও তার রাসূল। আল্লাহর শপথ ! আমার প্রশংসা করতে গিয়ে আল্লাহ আমাকে যে মর্যাদা দিয়েছেন অতিরঞ্জিত করে তোমরা আমাকে তার উর্ধে তুলে ধরো তা আমি মোটেই পসন্দ করি না।-(আল বিদায়া আন নিহায়া, ইবনে কাসীর।

তাবারানীর হাদীসটি হচ্ছে ঃ

عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَرْفَعُوْنِىْ فَوْقَ حَقِّىْ فَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اتَّخَذَنِىْ عَبْدًا قَبْلَ اَنْ يَتَّخِذَنِىْ رَسُوْلًا ـ

হুসাইন ইবনে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা আমাকে আমার প্রকৃত মর্যাদার উর্ধে তুলে ধরো না। কেননা, আল্লাহ আমাকে তার রাসূল বানানোর পূর্বে বান্দা হিসেবে সৃষ্টি করেছেন।(মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২১) (এ থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে বান্দা হওয়ার মর্যাদা রাসূল হওয়ার মর্যাদার চেয়েও উচ্চতর ব্যাপার)।

www.pathagar.com

হে আমাদের প্রভু, রাহমাতুল্লিল 'আলামীনের ওপর তোমার রহমত ও শান্তি বর্ষণ করো। তিনি যেভাবে আমাদের মত অজ্ঞদের দীন শিক্ষা দেয়ার জন্য প্রাণান্তকর চেষ্টা চালিয়েছেন তা মূল্যয়নকারী কেবল তুমিই। হে মহান মালিক, আমরা তোমার অক্ষম ও অসহায় বান্দা, আমাদের এখতিয়ারে কিছুই নেই। তোমার করুণা ও অনুগ্রহ বারি সিঞ্চন করে যেভাবে তুমি আমাদেরকে শিরক ও তাওহীদের অর্থ অতীব সুন্দর করে বুঝিয়ে দিয়েছো। 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' (আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই) এ বাণীর দাবি সম্পর্কে সুন্দরভাবে অবহিত করেছো এবং মুশরিকদের মধ্যে থেকে বের করে এনে এক আল্লাহতে বিশ্বাসী ও পাক-পবিত্র বানিয়েছো তেমনিভাবে তোমার রহমত ও অনুগ্রহ বিদআত ও সুন্নাতের অর্থও ভালভাবে বুঝিয়ে দাও। 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' (মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল) এ বাণীর দাবি সম্পর্কেও অবহিত কর এবং বিদ'আতের অনুসারী ও নাস্তিকদের মধ্যে থেকে বের করে পাক-পবিত্র সুন্নাতের ও কুরআন-হাদীসের অনুসারী বানিয়ে দাও। আমীন ! ছুম্মা আমীন !!

وَاٰخِرِ دَعْوَنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ-

শেষ

www.pathagar.com

www.pathagar.com